বঙ্গ-বধূ

[স্ত্রী পাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস]

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রকাশক— [illegible]

শ্রীসুবোধকুমার মিত্র

সুবোধ পাবলিশিং সমিতি

১৪ নং জগন্নাথ দত্তর ষ্ট্রীট, পড়্গার, কলিকাতা।

১৩২৭

কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী তরুবালা দেবী।

মা, তরু,

'বধূরূপে' হিন্দু কুলাঙ্গনার কর্ত্তব্যের নিদর্শন তোমার করে অর্পণ করিলাম। 'বঙ্গ-বধূর' সকল কর্ত্তব্য সাধন করিয়া সংসারে আদর্শ স্থাপন কর—এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

৮নং নবকুমার রাহা লেন
শ্যামপুকুর
কলিকাতা ৬ই ভাদ্র
১৩২৭

তোমার মামা

২য় উপন্যাস

শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ছোট খুড়ি

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

হবে।" বাপ-মা অবশ্য লোকের কথা শুনিয়া হাসিতেন, কিন্তু ঠাকুরমা দৃঢ়স্বরে জোর করিয়া বলিতেন—

"দশের মুখে লক্ষ্মী আসেন, তুই দেখিস রাইচরণ ইন্দু আমার কখনো হোঁজপোঁজ লোকের ঘরে যাবে না।"

রাইচরণ একটা উত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া একটুখানি ম্লান ভাবে হাসিয়া জবাব করিতেন—

"সে যাওয়া না-যাওয়া আজকাল রূপগুণের অপেক্ষা করে না মা, অপেক্ষা করে যার—ওর ভাগ্যে আমাদের যে তারই প্রধান অভাব মা। এক কাঁড়ি ঢালতে না পারলে—যতই সুলক্ষণা হোক্, যতই রূপ-গুণ থাকুক, একটু উঁচু গেরস্ত ঘরেও যে কেউ নিতে চাবে না, তা বড় মানুষ! তোমার আশীর্বাদে মরে মরেও যে পাঁচটা ভদ্দর লোকের সমাজে মান বজায় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি এই ঢের। যা কিছু জমাতে পেরেছি তাতে যদি আমাদের মত গরীবের ঘরেও দিতে পারি তা হলেই যথেষ্ট মনে করব। ওর ভাগ্যে আরও হীন ঘরে না পড়তে হয়?"

মাতা অমনি সভয়ে জিভ্ কাটিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেন—

'বালাই বালাই—ষাট্, ষাট্, ও কি তোদের কথার ছিরি রে রাই। ইন্দু আমার লক্ষ্মী, ও এসে অবধি আমার এই নিরন্ত পুরীতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এয়েছে, যা কিছু আছে যথা সর্ব্বস্ব দিয়েও ওকে আমি রাজার ঘরে 'গৌরী-দান' করে যাব। তুই আমার নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবি হয়ে বেঁচে থাক, বংশের ভিতর ওই একরত্তি শিবরাত্রির সল্‌তে—চণ্ডীও বেঁচে থাকুক, বড় হয়ে লেখাপড়া শিখুক—তোদের ভাবনা কি?"

শুনিয়া রাইচরণ আর জবাব করিতেন না, আপনার কার্য্যে চলিয়া যাইতেন। বৃদ্ধা জননীর আকুল স্নেহের মঙ্গল কামনা ব্যতীত সে কথাগুলা

আর তাঁহার মনে অন্তভাবে স্থান পাইত না। কিন্তু মাস দশেক কাটিতে না কাটিতে যখন তাহাই সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইল, তখন তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

ইন্দুর জন্মের পর তাহার জননীর উপর্যুপরি দুইটি সন্তান নষ্ট হইয়া তিন বৎসর পরে 'চণ্ডী' দেবীর দোর ধরিয়া চণ্ডীদাস ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার ঠাকুরমা দেবীকে পূজার সহিত বালকের মাথার চুল দিবার মানসিক করিয়া জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌত্রের মস্তকের কেশে হস্তার্পণ করেন নাই। চণ্ডীদাসের পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হইলে তিনি পৌত্র, পৌত্রী ও তাহাদের জননীকে সঙ্গে লইয়া দেবীর স্থানে মানসিক শোধ দিতে গমন করিলেন।

এই 'চণ্ডী' দেবী বড় জাগ্রত, দেশ দেশান্তরে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে সেখানে নরবলি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয় ক্রোশের ভিতরে সকল হিন্দুই তাহার পূজা না দিয়া কোন শুভকর্ম্মই সম্পন্ন করিতেন না। এমন কি দূর দূরান্তর হইতেও পালে-পার্ব্বনে বহু নরনারী তাহার স্থানে সমবেত হইত। তদ্ভিন্ন শারদীয় মহাষ্টমীর দিনে সেখানে যে বিরাট মেলা বসিত তাহাতে প্রায় সমস্ত জেলার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্বদাই এইরূপ যাত্রীর সমাবেশ হইত বলিয়া সেখানে তাহার অনুরূপ ব্যবস্থারও অপ্রতুল ছিল না। বছর কতক হইতে জমীদার মুখুয্যে বাবুরা একটা বড় মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া দেবীর স্থানে "চণ্ডীসরোবর" নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়া, দেবীর অনুগ্রহে ও যাত্রীদের মুখে মুখে দেশ-দেশান্তরে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেদিন—জমীদার গোকুলানন্দ মুখুয্যের পত্নীও ঘটনাক্রমে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা সঙ্গে লইয়া চণ্ডী দেবীর পূজা দিতে আসিয়াছিলেন।

হিন্দুরমণী যতই অবরোধ বাহিনী হউন না কেন, কোন তীর্থস্থানে গমন করিলে, সেখানে সকল বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে—মুক্ত বাতাসের মধ্যে—যেন একটা উদ্দাম মুক্তির আনন্দ লাভ করেন। তখন তাঁহারা সমাজের সকল পার্থক্য, অবস্থার সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া নিতান্ত দীন হীনের প্রতিও অত্যন্ত উদার চিত্তে ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন না। তেমনি অবস্থায় স্বয়ং জমীদার গৃহিণীর চক্ষে কি ক্ষণে যে ইন্দু সহসা বৈকুণ্ঠেশ্বরীর ষড়ৈশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়া প্রতিভাত হইল—তিনি আর বালিকার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

রাইচরণের পিতৃপিতামহের নাম ও কীর্ত্তি-গাথা সে অঞ্চলের অনেকেরই বিদিত ছিল, স্বয়ং জমীদার বাবুও তাহা জানিতেন, সুতরাং সেই বংশের কুলনারীগণের পরিচয় পাইয়া জমীদার গৃহিণী আদর করিয়া রাইচরণের মাতা, পত্নী ও পুত্র কন্যাকে আপনাদের বাসায় লইয়া গিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই আলাপ পরিচয়ে এমন ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলেন যে রাইচরণের মাতা তাঁহার সদয় ব্যবহার এবং অমায়িকতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং কথায় কথায় এক এক করিয়া আপনাদের দুরবস্থার সকল ইতিহাস অকপটে বলিয়া শেষে উপসংহার করিলেন —

"সংসারের সকল সাধ আমার মিটেছে মা, কেবল একটা সাধ—একটা কামনা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না। ওই নাত্‌নীটি আমার পায়ের বেড়ীর মত হয়েছে। ওর জন্ম ইস্তক আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়েতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এসেছে। অমন লক্ষ্মীমণি মেয়ে আর দুটি দেখতে পাইনি —এই বয়সে গেরস্থালী কায-কর্ম্মে আমাদের ডান হাত। ওর বাপের যা অবস্থা তাতে এখনকার যা দিনকাল, আমি চোখ্ বুজলে ওর কপালে

যে কি ঘটবে কে জানে। যদি মা চণ্ডীর কৃপায় ভাল ঘর-বর দেখে ওর একটা গতিমুক্তি করে যেতে পারতুম তো আমার আর কোন আপশোষ থাক্‌তোনা।"

বলিয়া ইন্দুর পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ইন্দু তখন তাঁহাদের অল্পদূরে বসিয়া জমীদার গৃহিণীর ছোট মেয়ে ছয় বছরের চন্দ্রমুখীর সঙ্গে এমন ভাব করিয়া লইয়া তাহাকে গল্প শুনাই-তেছিল যে তাহার ঝি দুধ খাওয়াইবার জন্য বারম্বার তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় যতই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল—চন্দ্রমুখী ততই তাহার নিকট হইতে সরিয়া ইন্দুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিতে বসিতে বলিতে-ছিল—"দূরহ আমি এখন খাবনা, তুমি বলনা ইন্দুদি।"

জমীদার গৃহিণী তাহাদের পানে বিমুগ্ধভাবে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই ছোটবেলাতেই কি ওর বিয়ে দেবে মা?"

"ছোট আর কই মা? এই তো আট পূবে নয়ে পড়্‌লো বলে, বড় জোর আর একটা দুটো মাস। তার ওপর ও যা বাড়ন্ত তাতো চোখেই দেখ্‌ছো—কতদিন আর রাখ্‌তে পারবো বল? যদি এই বেলা দেখেশুনে দিতে পারতুম, তা হলেও "গৌরীদানের" ফলটা হত! তা ওর বাপ তো কথা কাণেই তোলে না—আমি আর কি করবো বল? যা, মা চণ্ডীর মনে আছে তাই হবে।"

বলিয়া রাইচরণের মাতা আবার একটী লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। জমীদার গৃহিণী আবার ক্ষণকাল নীরবে একদৃষ্টে ইন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন। চণ্ডী সরোবরের তীরে সদ্যোস্নাত বালিকার অসামান্য রূপ-লাবণ্য এবং নানা সুলক্ষণ দর্শনে প্রথমে তিনি যেমন বিস্মিত হইয়া-ছিলেন, এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ধরণ-ধারণ দেখিয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া

তেমনি মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি মনে মনে আকর্ষিত হইতেছিলেন। ক্ষণকাল নীরবে তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ডাকিলেন—

"শোন তো মা ইন্দু—এখানে এস তো একবার!"

ইন্দুর এদিকে লক্ষ্য ছিল না, চন্দ্রমুখীর মত শ্রোতা পাইয়া সে মহা উৎসাহে তাহার গল্প এমন জমাইয়া লইয়াছিল যে আহ্বান শুনিয়া সহসা চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রমুখী অস্থির হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না মা, এখন না—এখন ডেক না, গল্পটা শেষ হয়ে যাক্ আগে না ইন্দুদি' এখন থেম না।"

বলিয়াই তাহার আঁচল টানিয়া ধরিল। জমীদার পত্নী আনন্দে হাসিয়া কহিলেন—

"এরই মধ্যে ওই দুষ্ট মেয়েকে এমন করে বশ করে ফেলেছ মা?"

তারপর নিজের কন্যাকে কহিলেন—

"তোর গল্প শোন্‌বার ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি—থাম্ না, এস তো মা একবার আমার কাছে?"

বলিয়া আবার প্রফুল্লদৃষ্টিতে ইন্দুর পানে চাহিলেন। সে ভয়ে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে এমনভাবে মাথাটী নীচু করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল যে বালিকার সে ভঙ্গিমাটুকু তাঁহার অন্তরে অন্তরে খোদিত হইয়া গেল। তিনি ইন্দুকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া নানা ছলে তাহার দেহের গঠন উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সহসা মুখ তুলিয়া রাইচরণের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার এই নাতনীটিকে আমায় দেবে মা?"

বৃদ্ধা এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না—আশ্চর্য্য হইয়া বিস্ফারিত চোখে চাহিলেন। জমীদার গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া পুনরপি কহিলেন—

"যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে মা, তো ইন্দুকে আমায় দাও, আমি ওকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে প্রতিষ্ঠা করবো।"

দীন দরিদ্রের সম্মুখে সহসা কোন কুহকবলে রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত হইলে সে যেমন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, সবিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, তেমনি জমীদার গৃহিণীর মুখে সহসা এই অসম্ভাবিত প্রস্তাব শুনিয়া বৃদ্ধা একেবারে অবিশ্বাসে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ব্যথিত ভগ্নকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন—

"গরীব-দুঃখী, কাঙাল বলে কি এমনি করে উপহাস করছো মা?"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, সহসা দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারা উথলিয়া গণ্ড ভাসাইয়া চলিল—তিনি কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিলেন না।

জমীদার গৃহিণী শশব্যস্তে অধীর হইয়া কহিলেন—

"না মা—এই মায়ের স্থানে 'মা' বলে ডেকে কি তোমায় উপহাস করবার স্পর্দ্ধা কারও হতে পারে? আমার কি মেয়েমানুষের প্রাণ নয় মা? আমি সত্যই বলছি যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে—"

"আপত্তি? বামন হয়ে চাঁদ হাতে পেলে কি কেউ তাতে বিমুখ হতে পারে মা? তবে—বড় পোড়া অদৃষ্ট তাই ভয় হয় যে এত বড় সৌভাগ্য—"

জমীদার গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধা এমনভাবে উচ্ছ্বসিত স্বরে এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিলেন যে জমীদার পত্নীও আর তাহাতে বাধা না দিয়া পারিলেন না। তাড়াতাড়ি একটী মোহর বাহির করিয়া কহিলেন—

"তোমার যখন সম্মতি আছে মা, তখন এই মায়ের স্থানের কথা আর যাতে না নড়চড় হয়—তার আমি পাকা করে গেলুম।"

বলিয়া মোহরটি ইন্দুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—

"আমার ঘরের লক্ষ্মী—জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে আমার ঘরে অচলা হয়ে থাক মা।"

ইন্দু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, ঠাকুরমার পানে চাহিতেই তাঁহার ঈঙ্গিত বুঝিয়া তাড়াতাড়ি গলদেশে অঞ্চল বেষ্টন করিয়া জমীদার পত্নীর পদতলে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে রকম উৎসাহে ও আনন্দে অধীর হইয়া রাইচরণের মা ঠাকরুণতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে সংবাদ প্রদান করিলেন, তাহাতে আনন্দিত বা উৎসাহিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুত্র যখন অধোবদন হইয়া মাথায় হাতদিয়া বসিয়া পড়িল তখন তিনি মনে মনে শঙ্কিত ও বিচলিত হইলেও সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া বাহ্যিক বিরক্তির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অমন করে রইলি যে?"

রাইচরণ জবাব করিলেন না। তিনি এতদিন ধরিয়া অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়া মোটের উপর যে শ'পাঁচেক টাকা কন্যার বিবাহের জন্য জমাইতে পারিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার জননীর অবিদিত ছিলনা। তাহাই সম্বল করিয়া তিনি যেমন তেমন ঘরের—যথাসম্ভব একটি সুপাত্রের সন্ধানের জন্য—বন্ধু বান্ধবকে অনুরোধ করিবেন এম্নি কল্পনা মনে মনে স্থির ছিল। পাত্রের সন্ধান করিতে করিতে যে অন্ততঃপক্ষে আরও বছরখানেক অতিবাহিত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলনা। সুতরাং ততদিনে আরও কিছু জমাইয়া কন্যাদায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশাছিল। তেমনি দিনে এই সংবাদ সহসা যেন বজ্রের মত পড়িয়া তাঁহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া দিল, মায়ের কথায় কি জবাব দিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না, কেবল দুইহাতে মাথা টিপিয়া শূন্য দৃষ্টিতে একদিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। মাতা ক্ষণকাল নীরবে পুত্রের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন তারপর

আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অত ভাবনা করছিস্ কিসের বলতো, এতো আনন্দের কথা"—তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা রাইচরণ উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িয়া বাধাদিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—

"হ্যাঁ, খুব আনন্দের কথা হত যদি আমাদের সাবেক দিন থাকতো, খুব আনন্দের কথা হ'ত—যদি অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা জমাতে পারতেম, খুব আনন্দের কথা হ'ত—যদি এমন খপ্ করে অদ্ভুত রকমে ব্যাপারটা মেয়েদের ভিতরে পাকাপাকি না হয়ে গিয়ে শুধু কল্পনা কল্পনাতেই শেষ হয়ে থাক্‌তো ?"

বলিতে বলিতে রাইচরণের গলা ভারি হইয়া চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ডাগর ডাগর ফোঁটা কতক জল মাটীতে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিলেন—

"এযে সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল মা—এখন উপায় ?"

বলিয়া কোঁচার খুঁট্ চোখে চাপিয়া ধরিলেন। রাইচরণের মাতার হৃদয়ে পুত্রের চোখের প্রতিবিন্দু বারি যেন তপ্তলৌহ শলাকার মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অধীর হৃদয়ে—ছোট ছেলেটির মত—পুত্রকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া হৃদয়ের স্নেহ ঢালিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

"তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন বল্‌তো ? মেয়ে যদি সুন্দরী আর সুলক্ষণা হয়, তা'হলে তাকে বৌ করতে কার না সাধ যায় ? ভগবানের ইচ্ছায় ওরা এখন এ দেশের রাজা বল্লেও হয়—"

বাধা দিয়া রাইচরণ কহিলেন—

"ভয় তো সেইজন্যেই মা। আজ যদি এই ব্যাপারটা আমাদের মত

কোন গরীব-গেরস্ত ঘরের সঙ্গে হ'ত, তাহলে এতক্ষণ একলা আমি—দশটা হয়ে—বিয়ের অর্দ্ধেক জোগাড় করে ফেল্‌তে পারতুম। এ আমি যতই ভাব্‌ছি ততই ভয়ে আমার হাত পা যেন পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।”

“কিছু ভয় নেই বাবা—আমি বল্‌ছি তোকে। মেয়েমানুষ যেমন মেয়েমানুষের মন বুঝতে পারে, এমন পুরুষে পাবে না। কাল সারাদিন এক সঙ্গে থেকে কথাবার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে আমি গিন্নীকে বেশ চিনেছি, খুব ভাল লোক তিনি—এ আমি তোকে বড় গলা করে বলতে পারি, তাঁর কথার কখনো নড়চড়্‌ হবে না। নইলে আমিই কি মত দিতে পারতুম,—হ্যাঁরে, ইন্দু কি আমার পরের মেয়ে?”

বৃদ্ধা শেষ কথাগুলা এমনভাবে ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন যে রাইচরণ মনে মনে আহত হইয়া শান্তভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব করিলেন—

“ইন্দু যে আমাদের চেয়েও তোমার কত বড় স্নেহের সামগ্রী তা জানি বলেই আমি এত ভয়ে আকুল হয়ে উঠ্‌ছি মা। তুমি অতি ভাল মানুষ সে কালের লোক, এখনকার বড় মানুষদের প্রকৃতি জান না, তাঁদের সব খাম্‌-খেয়ালী ব্যাপার। তোমাকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে দুটো মিষ্টি কথায় গলিয়ে দিয়ে এই যে কাজটা তিনি এক রকম জোর করেই করে গেছেন—এর পরিণাম কোথায় ভাব্‌তে পার কি মা? হয়তো গিন্নী ভাল মানুষ হতে পারেন—তাঁর কথার বেঠিক না হতে পারে, তিনিও তাই ভেবে এতদূর করে গেছেন, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? গোকুল মুখুয্যে যে রকম দুঁদে লোক আর অর্থপিশাচ শুনতে পাই—তাতে কি তিনি গিন্নীর মতে সায় দিয়ে এ কাজ করতে রাজী হবেন? একে তাঁর বড় ছেলে—তাতে ছেলেটি দু-দুটো পাশ

করে জলপানি পেয়েছে—দেখ্‌তে শুন্‌তেও শুনেছি কার্ত্তিকের মত, এমন জামাই পাবার জন্যে বড় বড় ধনকুবের যারা—তারা যে দশ বিষ হাজার টাকা নগদ দিয়ে পায়ে ধরে সাধাসাধি করবে। সেখানে আমি থই পাব কোথায়—আর গিন্নীর কথাই বা টিক্‌বে কেন? তিনি খেয়ালের বশে এই যে কাজটি করে গেলেন—এখন যদি গোকুল বাবু সে কথা না রাখেন, তাহলে আমাদের দশা কি হবে ভাব্‌ছো কি? কথা তো প্রচার হতে বাকী থাকবে না তখন—এই পরের আশীর্ব্বাদ করা মেয়েকে কোন ভদ্রলোক সহজে ঘরে নিতে স্বীকার করবে বল দেখি? আমরা তো আর দু'পাঁচ হাজার ঢাল্‌তে পারব না—হয় তো ইন্দুকে আমার সে-কালের কুলীনের মেয়ের মত চিরকাল বাপের ঘরেই থুব্‌ড়ো হয়ে কাটাতে হবে?"

বলিতে বলিতে রাইচরণের চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। মাতা শশব্যস্তে জিভ্‌ কাটিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন—

"বালাই বালাই—অমন কথা মুখেও আনিস্‌নি। আমি কি এতই বোকা যে সে সব কথাবার্ত্তা ঠিক না করে নিশ্চিন্তি হয়ে এয়েছি? আজ দু'বছর ধরে বিস্তর জায়গা থেকে তার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে বটে, কিন্তু গিন্নীর মেয়ে পছন্দ হয়নি। এমন কি এক জায়গায় নগদ পাঁচ হাজার দেবে বলে, কর্ত্তা একরকম কথাও পাকা দিয়াছিলেন কিন্তু সে মেয়েও পছন্দ না হওয়ায় গিন্নী সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেছেন। তাঁর কথায় কায হবেনা তো হবে কার কথায়? আমাদের অবস্থার কথা সব তিনি জেনে শুনেই শুধু মেয়ে দেখে রাজী হয়ে গেছেন। পাছে আমরা অবিশ্বাস করি বলেই তিনি তো মায়ের স্থানে একেবারে পাকা করবার জন্য আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। তুই কিছু ভাবিস নি দেখিস আমার কথা—ও লক্ষ্মী মেয়ে আমার রাজরাণী হবেই।"

রাইচরণ কতকটা শান্ত হইয়া উপেক্ষার ভরে জবাব করিলেন—

"তা বটে তো, কিন্তু সিংহাসনের উপর তো লাফিয়ে উঠা যায় না—সেখানে উঠবার জন্য যে অনেকগুলো চাঁদির ধাপ গাঁথ্‌তে হবে—তা আসবে কোথা থেকে ?"

"টাকাকড়ি তোর কিছু লাগবে না।"

বলিয়া মাতা চোখ টিপিয়া প্রফুল্লভাবে কহিলেন—

"আমি বল্‌ছি—তোর কোন ভাবনা নেই, তুই—এদিকে যতদূর পেরে উঠিস্—এখন থেকে সেই জোগাড় কর। দিন তো আর বেশী নেই—এই মাঘ মাসেই তিনি কায শেষ করতে চান।"

"বল কি মা, এই দু'মাসের ভিতরে আমি কোথা থেকে কি করবো, জেনে শুনে তুমি কি করে মত দিয়ে এলে ?"

"তাঁর এমন ইচ্ছে যে—আজ হলে, কাল দেরী করতে চান না, ইন্দুকে বড্ড মনে ধরেছে কি না ? আর বাবা, মা চণ্ডী দয়া করে যখন আপনিই যোগাযোগ করে দেছেন,—তখন এ "গৌরীদানের" ফলটা থেকে বঞ্চিত হওয়া কি ভাল ?"

রাইচরণ এবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

"তুমি তো গৌরীদানের ফল পেয়ে পেট ভরাবে, কিন্তু সেই ফলটা এই অল্প দিনের ভিতর পাকিয়ে তুলতে আমার ঘরের লক্ষ্মী যে বাড়ন্ত হয়ে উঠ্‌বেন—তা ভেবেছ ?"

বৃদ্ধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনিও এবার ততোধিক বিরক্তির সহিত জবাব করিলেন—

"তবে তোদের যা খুসী করগে যা বাপু, ঝক্‌মারি হয়েছে আমার তোদের কথায় থাকা। তোর বড় ভাগ্যি যে মা চণ্ডী দয়া করে জুটিয়ে দেছেন,—রাজা-রাজ্‌ড়া সাধ্য-সাধনা করে পায় না। নিজে থেকে

সকল বন্দেজ করে শুদ্ধ মেয়েটি নিয়ে যাবে—তবু আর মন ওঠেনা? খালি নিজের জামাইকে স্থায্য মত দেবেন—এ যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে রাখ্‌গে যা তোদের মেয়েকে থুব্‌ড়ো করে। আমার জন্যে যদি এতই বিপত্তি ঘটে থাকে তো—তাদের লোক এলেই—আমি গলায় বস্ত্র দিয়ে, ঘাট মেনে, হাতে পায়ে ধরে, যেমন করে পারি ফিরিয়ে দেব।"

রাইচরণ উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতেছিলেন। মাতা যতই বলিতেছিলেন, ততই কথাটা যেন—একটা জলন্ত, মর্ম্মভেদী—তীব্র উপহাসের মত ঠেকিতেছিল, অনেক রকম ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছুতেই যেন বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এমনি সময় বাহিরের সদোরে সহসা একসঙ্গে কতকগুলি লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। কে একজন উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"রাইচরণবাবু বাড়ী আছেন কি?"

"হাঁ, কেগা—কোথা থেকে আসছো?"

বলিতে বলিতে রাইচরণ বাহিরে আসিয়াই—জমীদার বাড়ীর তক্‌মা আঁটা দ্বারবানের সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝি, কর্ম্মচারী ও একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শশব্যস্তে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়াই অন্তঃপুরে খবর দিতে ছুটিলেন। ঝিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরবাটীতে গেল।

এই পরিচারিকাটি পূর্ব্বদিন জমীদার-গৃহিণীর সঙ্গে চণ্ডীদেবীর স্থানে গিয়াছিল। সে আসিয়া রাইচরণের মাতার সম্মুখে ঢিপ্‌ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া গড় করিতেই, তিনি চিনিতে পারিয়া হাসিমুখে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—

"এস মা—এস, এস, আমিও এই তোমাদেরই কথা বলাবলি কর-

ছিলুম। ও ইন্দু, একঘটি মুখ ধোবার জল নিয়ে আয়—আর একটা মাদুর পেতে দিয়ে যা।"

ইন্দু এতক্ষণ আশে পাশে ঘুরিতেছিল, কিন্তু ঠাকুরমার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে এমন অন্তর্হিত হইয়া গেল যে তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। তাহার জননী এক ঘটি জল আনিয়া সুমুখে রাখিয়া মাদুর বিছাইয়া দিতে দিতে হাসিমুখে কহিলেন—

"পোড়ারমুখী এরই মধ্যে লজ্জায় কোন্ ঘরের কোনে সেঁধিয়েছে।"

ততক্ষণে রাইচরণ অভ্যাগতগণের সম্বৰ্দ্ধনার জন্য বহির্বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোথা হইতে—কেমন করিয়া যে রাইচরণ ভিতরে ভিতরে এমন দুর্লভ সম্বন্ধ জোগাড় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে বসিলেন তাহা ভাবিয়া লোকে যত না বিস্মিত হইল—তার চেয়ে সহস্রগুণ অধিক বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল সম্প্রদান-স্থলে মেয়ের গা-ভরা গহনা দেখিয়া। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি যে সকল বরসজ্জা দিয়াছেন তাহা নিতান্ত অনুপযোগী অথবা অশোভন না হইলেও—মেয়ের গায়ের গহনার সঙ্গে খাপ্ খাইয়া যায় নাই। তিনি যে হিসাবে মেয়ের গা সাজাইয়া অলঙ্কার দিয়াছেন, সে হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে আরও হাজার পাঁচেক বরসজ্জায় খরচ করিলে তবেই এ বিবাহ ঠিক মানানসই হইতে পারিত। তার উপর—যে পরিমাণ লোকের আগমন অনুমান করিয়া যে আন্দাজ খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণ বরযাত্রের শুভাগমনে সমস্ত হিসাব গোলমাল হইয়া গিয়া ভারি একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

পাড়ার সকলেই রাইচরণকে ভালবাসিত—শত্রুপক্ষ বড় কেউ ছিলনা সকলেই বুক দিয়া পড়িয়া—যাহাতে কুটুম্বদের কাণে এ কলঙ্কের কথা না উঠিয়া—ভিতরে ভিতরে কোন রকমে সংকুলান হইয়া শুভকার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া যায়—তাহার চেষ্টায় প্রাণপণ করিতেছিল। কিন্তু তবু কথাটা চাপা রহিল না।

অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে—যে ব্যাপারটা কল্পনা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—সেইটাই যেন আগে হইতে ঘটিয়া বসে। ওদিকে সম্প্রদানের আয়োজন হইতেছিল—সময় আর বড় বেশী ছিল না, এদিকে পাড়ার মুরুব্বি প্রৌঢ় হারুখুড়ো একেবারে শতাবধি লোকের পাতা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভাঁড়ার গুছাইতে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। দশ পনের জন পাড়ার যুবক কোমরে গামছা বাঁধিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। হারুখুড়োর কাছে ভাঁড়ার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া পাড়ার আর জন দুই বৃদ্ধ নূতন ডাবা-হুঁকায় তামাকু টানিতে টানিতে ভিতরে উঁকি মারিয়া তাঁহাদের আহারের সময়ে তাঁহাদের রুচিকর মিষ্টান্নের কোনটা কি পরিমাণ থাকিবে, অথবা নিঃশেষ হইয়া যাইবে ভাবিয়া—যখন ক্ষুণ্ণমনে হারুখুড়োকে সেই সেই মিষ্টান্নের পরিবেশনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বারম্বার উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন পাড়ার যুবক ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"শীগ্‌গির এক গেলাস দই দেওতো খুড়ো?"

বলিয়া একটা মাটীর গেলাস পাতিয়া ধরিল।

"কেন হে বিপিন, হঠাৎ এখন দই কি হবে?"

বলিয়া হারুখুড়ো ফিরিয়া চাহিতেই, বিপিন চোখ্ টিপিয়া গলা চাপিয়া এক নিশ্বাসে বলিল—

"বরের কলকাতার একজন বন্ধু সিদ্ধি খেয়ে বে-এক্তার হয়ে পড়েছে, পাছে কর্ত্তা জানতে পারেন বলে আর দশ-বারজন ছোক্‌রা তাকে ধরাধরি করে ঠাকুরঘরের সাম্‌নে এনে বসিয়েছে। শীগ্‌গির দেও খুড়ো।"

হারুখুড়ো কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ এক গেলাস দই ঢালিয়া

দিলেন্—বিপিন লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। হারুখুড়ো আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এই ঠাকুরঘরটি ভাঁড়ারঘরের ঠিক পাশের দিকে। সেইদিক দিয়া বাহির হইতে অন্তঃপুরে আসিবার একটা সরু পথ ছিল। সেই পথে বিপিন পরক্ষণেই ছুটিয়া আসিয়া আবার এক গেলাস দধি চাহিতেই, হারুখুড়ো পুনরায় এক গেলাস ঢালিয়া দিয়া চাপা গলায় বলিলেন—

"তোমরা পাড়ার লোক—ঘরের ছেলে, একটু বুঝে কাজ করো বাবা, প্রায় দুগুণ বরযাত্র এয়েছে, আগে তাদের মানে মানে খাইয়ে দিতে পারলে বাঁচি—এইতেই না অনাটন হয়, শেষে আমাদের পাড়ার লোকের যা হয় হবে।"

"কি করবো খুড়ো—বরের বন্ধুদের হুকুম যে?"

বলিয়া বিপিন আবার বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই হারুখুড়ো ঠাকুরঘরের দিক হইতে একটা গোলমাল শুনিয়া কাণ খাড়া করিতেই শুনিতে পাইলেন—একজন বিকৃতকণ্ঠে এড়াইয়া এড়াইয়া বলিতেছে।

"ও মধুপর্কে কি হবে বাবা, কত ছুটোছুটি করবে? গোটা দুই হাঁড়ি এনে বসিয়ে দেও।"

"গোটা দুই হাঁড়ীতে কি হবে চাঁদ—পঁচিশ ত্রিশ জন আমরা এক এক চুমুকে এক এক হাঁড়ী সাবাড় করে দেব, মাথাগুণতি অন্ততঃ এক এক হাঁড়ী নিয়ে এস, শুনেছি—কামারগড়ের ডাকসাইটে দই।"

বলিয়া আর এক ব্যক্তি ততোধিক বিকৃতকণ্ঠে সায় দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে, সে থামিতে না থামিতেই আর একজন চেঁচাইয়া বলিল—

"জালা, জালা লেয়াও—পিপা-পিপা লেয়াও? এই ছক্রোশ পথ ছকড়ে আস্‌তে হাঁফিয়ে পড়েছি বাবা—গা দিয়ে ঘাম ছুট্‌ছে?"

"সে কি মশাই—এ যে দুর্দ্দান্ত শীতের দিন, এই রাত্রিকালে আপনারা এ রকম দই খাবেন?"

বলিয়া বিপিন একটু মুচকিয়া হাসিল। কিন্তু সে ব্যক্তি নিতান্ত উপেক্ষার ভাবে হাসিয়া দ্বিগুণ জোরে কহিল—

"কুচ্পরোয়া নেই, রেখে দেও তোমার শীতকাল। এ কি তোমাদের মত পাড়াগেঁয়ে ভূত পেয়েছ, এ সব কলকাতার কালেজের ছেলে—যমেও ডরায়। জল্দি লেয়াও।"

"যে আজ্ঞে," বলিয়া বিপিন চলিয়া গেল। ভাঁড়ারঘরে থাকিয়া হারুখুড়ো বরের বন্ধুদের কথা শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতেছিলেন, বিপিন আসিয়া দাঁড়াইতেই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই হাঁড়ী দই তাহার হাতে দিয়া কহিলেন—

"এ যে সর্ব্বনাশের দায়ে পড়েছি বাবা, যা হোক করে এই দু হাঁড়ীতেই যাতে থামাতে পার সেই চেষ্টা কর গিয়ে। যা খেতে পারে খাক—ফেলা ছড়া করে অপচো না করে?"

বিপিন দইয়ের হাঁড়ী দুইটি লইয়া বাহির হইতেই, যে দুইটি বৃদ্ধ ভাঁড়ারের সুমুখে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতে টানিতে তদ্বির করিতেছিলেন, তাঁহারা একসঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"ওহে দাঁড়াও—দাঁড়াও দু গেলাস দই আমাদের দিয়ে যাও দেখি বড্ড পেটটা টেনে টেনে ধরছে—একটু জল ঢেলে খেয়েদেখি"

বলিয়া দুইটি বড় বড় মাটীর ভাঁড় বাহির করিয়া, বিপিনের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—

"থামুন মশাই, এদিকে যে কি বিপদ তা দেখছেন না আগে বাইরে বরযাত্রদের ঠাণ্ডা হতে দিন।"

বলিয়া বিপিন তাঁহাদের ঠেলিয়া দিয়া পাশ কাটাইয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল। কিন্তু বরের বন্ধুদের ভিতর আসিয়া পড়িবামাত্রেই তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া তাহারা এমন হট্টোগোল করিয়া সকলেই টানাটানি কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিয়া দিল যে সে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। এদিকে সে দই কেউ মুখের কাছেও তুলিল না কেবল ফেলিয়া ছড়াইয়া একটা বিরাট দধি কাদার ব্যাপার করিয়া হো হো শব্দে আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুনরায় হুকুম করিল—

"লেয়াও আউর লেয়াও শুধু নমুনা দেখিয়ে থামলে চলবে কেন চাঁদ রাজার বেটা জামাই পেয়েছ—হুঁ হুঁ বাবা?"

"কিহে, কিসের নমুনা দেখছো বাবাজীরা?"

বলিতে বলিতে সেইক্ষণে আর একজন দীর্ঘাকৃতি যুবক আসিয়া তাহাদের ভিতর দাঁড়াইতেই—উচ্ছ্বসিত বন্যার প্রবাহের মত—একটা আনন্দোচ্ছ্বাস বহিল। চারিদিক হইতে সকলেই একেবারে হৈ হৈ করিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল—

"এস মাতুল এস বাবা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমার বেয়াই-বাড়ীর দইয়ের নমুনা দেখা যাচ্ছে।"

এই ব্যক্তি বরের মাতুল ইনি ডাকসাইটে ইয়ার এবং রসিক লোক। জমীদার গৃহিণীর মামাতো ভাই বলিয়া—আর কেউ বিশেষ আত্মীয় স্বজন না থাকায়—বোনের বাড়ীতে অনেক দিন হইতেই মৌরসীপাট্টা আসর জমকাইয়া বসিয়া গিয়াছিলেন। বয়স বেশী না হইলেও, মামলাবাজ, কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয় এবং প্রজা শাসনে যেমন দক্ষতা ছিল দুঃসাহসেও তেমনি ন্যূন ছিলেন না বলিয়া অনেক সময়ে গোকুলানন্দের অনেক কাজে লাগিয়া তিনি কর্ত্তারও সুনজরে পড়িয়াছিলেন। এই ব্যক্তির উপরেই বরের বন্ধুবর্গের তদ্বিরের ভার ছিল।

কোন রকম নেশার জিনিষেই মামাকে কখনো কাহিল করিতে পারিত না বলিয়া বন্ধুমহলে তাঁহার খুব নাম-ডাক ছিল। ভাগিনার বিবাহে তিনি যেমন উঁচু রকমের রং চড়াইয়া বোঁদ্ হইয়া আসিয়া-ছিলেন—ততদূর আর কেহ সাহস করে নাই। অভ্যর্থনায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"সে কি বাবাজীরা—শুধু দই? তা কি কখনো চলে এমন দিনে? কই, কে হে—বদ্‌রসিক কলকাতার বাবুদের শুধু দই খাইয়ে আমার বেহাইয়ের বদ্‌নাম করছো?"

"যে আজ্ঞে, কি চাই হুকুম করুন?"

বলিয়া বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া হাত রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। মামা তৎক্ষণাৎ ঢালা হুকুম দিলেন—

"মিষ্টি আন, মিষ্টি আন—সন্দেশ রসগোল্লা—যা যা হয়েছে সব জিনিষেরই নমুনা দেখাও বাবা—তবে তো কলকাতার বাবুদের কাছে সার্টিফিকেট পাবে? নইলে—এমন মউজের সময় খালি দই ঢেলে পান্তা করে, স্ফূর্ত্তি চটিয়ে দিতে চাও বাবা—কোথাকার বেরসিক হে?"

বিপিন বিনা বাক্যব্যয়ে একটা চেঙারিতে করিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও রসগোল্লা আনিয়া সাম্‌নে ধরিয়া দিল। কিন্তু সেগুলি বাবুদের মুখে না উঠিয়া যখন কেবল তাহাদের ফুট্‌বলক্রীড়ার উৎসাহ বাড়াইয়া তুলিল, তখন মামা আবার হাঁকিলেন—

"লেয়াও—লেয়াও, আবার আন বাবা, এই 'বলে' আজ বাবুদের ম্যাচ্-খেলা লাগিয়ে দেও, তবে তো খোস্‌নাম পাবে?"

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিরুত্তরে অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কেবল জন দুই যুবক এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া

এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল, বিপিন প্রস্থান করিবামাত্র তাহারা এক সঙ্গেই ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিল—

"ছিঃ নিমাই মামা—এমন করে ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করতে একটুও গায়ে লাগ্‌ছে না ?"

প্রত্যুত্তরে—একটা বিরাট হাসির রোলের সহিত নিমাইয়ের কণ্ঠ-রোল উঠিল—

"কেন বাবা—অন্যায়টা কোনখানে হয়েছে, আসাই তো স্ফূর্ত্তি করতে—জমীদারের ঘরে মেয়ে দিচ্ছে জানে না ? নইলে এ হাভাতের ঘরে এঁরা কি এয়েছেন কলকাতা থেকে পাত পাড়বার জন্যে ?"

"ঠিক্, ঠিক্—সাবাস্ নিমাইচরণ—ব্রেভো মামা ?"

বলিয়া নিমাইচরণের দল—তাঁহার কণ্ঠরোলের সহিত আপনাদের উচ্চরোল মিশাইল। যুবকদ্বয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তীব্র স্বরে জবাব করিল—

"গায়ে মানুষের চাম্‌ড়া থাক্‌লে—ভদ্রলোক ভদ্রলোকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করতে পারে না। এতগুলো ভদ্রসন্তানের ভিতরে চোখের চামড়া কি কারও নেই ? ছিঃ—আমাদের মুখ দেখাতে যে মাথা হেঁট হচ্ছে।"

নিমাইচরণ তাঁহার দলবলের সহিত মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদেরই পক্ষীয়, নিমন্ত্রিত, বরের বন্ধু বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া—সে রাগ গিয়া পড়িল সমস্তটাই নিরুপায় কন্যাকর্ত্তার উপরে। কিন্তু তবুও তাহার রেশটুকু এই দুইটি উচিতবক্তা যুবককে স্পর্শ করিতে ছাড়িল না। নিমাই তিক্তস্বরে জবাব করিলেন—

"তোমাদের অত নাড়ীর টান কেন হে বাবাজী ? ইচ্ছে থাকে পাত পড়েছে, বসে যাওগে। আমরা যদি ফলারে বামুনের মত অমন

দলে বসে না খাই? এইখানে এমনি করে স্ফুর্ত্তি করবো,—এ বেটাদের বাপের ঘাড়ে মাথা আছে যে এক কথা বলে?"

ওদিকে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে তখন কন্যা সম্প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল, একজন কন্যাপক্ষীয় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন "আস্থন মশায়েরা, দয়াকরে একটু জলযোগ করবেন আস্থন। আপনাদের প্রায় সকলেই বসে গেছেন আপনাদের অপেক্ষা করছেন।"

সহসা নিমায়ের সমস্ত রাগ একেবারে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল গিয়া এই নিরীহ কন্যাপক্ষীয়টির মাথার উপরে। নিমাইচরণ উগ্রশ্লেষের কণ্ঠে কহিলেন—

"এ কি বিয়ের কাঙ্গালী পেয়েছ বাবা যে পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে বিদেয় করতে চাও?"

বলিতে বলিতে নিমাইচরণের স্বর এড়াইয়া আসিল। ভদ্রলোকটি নিতান্ত অপরাধীর মত কর যোড় করিয়া কাতর ভাবে কহিলেন—

"ছিঃ ছিঃ মশাই—ওকি বলছেন? আমাদের গ্রামের ভাগ্য যে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধূলো পড়েছে। যখন কষ্ট করে এ অনুগ্রহ করেছেন তখন আর পায়ে ঠেলতে পারবেন না। দয়া করে একটু জলযোগ করতেই হবে?"

কিন্তু নিমাইচরণ বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব করিলেন—

"কেন জোর নাকি? খুসী—খাবনা, দেখিত কোন শালা কি করতে পারে? চলহে চল, এ ছোটলোক ব্যাটার বাড়ীথেকে এখুনি চলে যাব।"

বলিতে বলিতে নিমাই প্রায় টলিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন। ভদ্রলোকটি সশঙ্কিত হইয়া, গলায় কাপড় দিয়া পুনশ্চ অনুনয় করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন—দলের একজন লোক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—

"দেখছেন তো মশাই—আমাদের কি ও ফলারে বামুনের মত দলে ভিড়ে পংক্তি ভোজন পোষায়? আমাদের এইখানে, সব আলাদা আনিয়ে দিন—যার যা ইচ্ছামত নিয়ে খাওয়া যাবে।

শুনিয়া ভদ্রলোকটির চোখ কপালে উঠিল, ক্ষুণ্নমনে নিরুত্তরে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে অন্তঃপুরে সহসা শঙ্খনাদ এবং উলুধ্বনি শুনিয়া নিমাইচরণের দলবল একেবারে হৈ হৈ করিয়া উঠিল—

"চল মামা দেখা যাক্, বিয়ে সুরু হয়েছে। শালারা জোচ্চুরি না করে? কর্ত্তা যখন অনুমতি দিয়ে চলে গেছেন তখন তুমিই তো এখন বর কর্ত্তা, বাবা?"

ঝোঁক উঠিবামাত্রই সকলে হৈ হৈ শব্দে হট্টগোল করিতে করিতে সেই গলি পথ দিয়া অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে সম্প্রদান সুরু হইলে পর যখন বরযাত্রীদের বসাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল তখন—যে দুইটি কন্যাপক্ষীয় গ্রামস্থ বৃদ্ধের সহিত দই লইয়া বিপিনের মনান্তর ঘটিয়াছিল—তাহারা যে, কোথাদিয়া এক পাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া—দশ বারখানা আসন জুড়িয়া পাতা কোলে করিয়া বরযাত্রীদের দলের ভিতরে বসিয়া গিয়াছিলেন—তা পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারে নাই। বরের বন্ধুদের কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন এদিকের কাযে লাগিয়া গিয়াছিল। চার পাঁচটি বর-যাত্রীর প্রাচীন লোকের স্থান সংকুলান না হওয়ায়, বিপিন তাঁহাদের বসাইবার চেষ্টায় এদিক ওদিক চাহিতেই সেই বালক বালিকা সমভিব্যাবহারী বৃদ্ধ দুইটির উপর দৃষ্টি পড়িয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া ঠাণ্ডা ভাবে কহিল—

"আপনারা গ্রামস্থ লোক পাড়া-প্রতিবাসী হয়ে একি অন্যায় কায

করছেন? বরযাত্রীরা বসবার জায়গা পাচ্ছেন না—শীগ্‌গির উঠুন—শীগ্‌গির উঠুন, আগে এঁদের হয়ে যাক্ এর পরে বসবেন।"

কিন্তু বৃদ্ধদ্বয়কে উঠিবার মত তো দেখা গেলই না। অধিকন্তু একজন প্রশ্ন করিলেন—

"এর পর ভাঁড়ারে আর থাকবে কি যে পরে বসবো।

বিপিনের আর রাগ বরদস্ত হইল না—তীব্র স্বরে জবাব করিল—

"না থাকে না খাবেন, এখন আগে উঠে এসে কথা কোন, ভদ্দর লোকেরা দাঁড়িয়ে রয়েচেন।"

ততক্ষণে আরও তিন চার জন যুবক আসিয়া বিপিনের পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই তাড়া দিয়া একসঙ্গে কহিল—

"দোহাই মশাই শীগ্‌গির উঠে আসুন ভদ্র লোকের যে মাথা কাটা যায়—একে জিনিষ পত্রের অনাটন—"

"তাতে আমাদের কি বয়ে গেল?"

বলিয়া বৃদ্ধ দুইজন এবার এক সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"কেন আমরা কি ছোটলোক নাকি? নেমন্তন্ন করেছে তাই এয়েছি জিনিষ পত্রের অনাটন তো আহ্বান করতে গিয়েছিল কেন?"

বলিয়া নিরুদ্বেগে আসন চাপিয়া বসিয়া রহিলেন।

আর দেরী সহিতেছিল না। অনুনয় বিনয় নিস্ফল দেখিয়া যুবকেরা একবার মাত্র পরস্পরে চোখোচোখি করিয়া নীরবে গিয়া বৃদ্ধ দুইজনের হাত ধরিয়া টানিয়া এবং ছেলেমেয়েদের মিষ্ট করিয়া বুঝাইয়া তুলিয়া দিল। একজন যুবক বালক বালিকা দিগকে সঙ্গে লইয়া অন্যত্র বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল। কিন্তু ইহার ফলে বৃদ্ধ দুইজন একেবারে যেন একশো হইয়া রাগিয়া বকিয়া গালাগালি দিয়া সেইখানেই একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। যুবকেরা কঠোর স্বরে ধমক দিয়া কহিল—

"যা করতে পারেন করবেন, বাইরের উঠানে গিয়ে যত সাধ গলাবাজি করুণগে এখানে গোলমাল করলে ভাল হবেনা কিন্তু।"

বৃদ্ধদ্বয় তখন আহত ভুজঙ্গের মত নিস্ফল ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে দালান হইতে নামিয়া গেলেন।

এদিকে ভিতর বাড়ীর উঠানের একধারে স্ত্রী আচারের আয়োজন হইতেছিল। কিন্তু সে স্থানটীতে নিমাই মামার দলবল আসিয়া জড় হইয়া এমন অসহ্য হাস্য পরিহাসের সহিত গোলমাল করিয়া চেঁচামেচি করিতেছিল যে কোন স্ত্রীলোকেই তাহাদের সুমুখে যাইতে চাহিতে ছিল না। ওদিকে পুরোহিত—স্ত্রী আচার শীঘ্র সারিয়া লইবার জন্য অনবরত তাড়া দিতেছিলেন। একজন লোক আসিয়া বিনয় করিয়া তাহাদের কহিল—

"মশাইরা অনুগ্রহ করে এখানটা ছেড়ে একটু এদিকে এসে সরে দাঁড়ান তো বড় ভাল হয়। স্ত্রী আচারের সময় বয়ে যাচ্ছে—এই গোলমালে মেয়েরা আসতে পারছে না।

স্বয়ং নিমাইচরণ তাহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

"কেন বাবা সরে যেতে হবে, আমরা কি বাঘ ভালুক নাকি যে হালুম করে গিয়ে মেয়েদের ঘাড়ে পড়্‌বো?"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সায় দিয়া উঠিল—

"ঠিক তো মাতুল, এস্থানকার মাইয়া মানুষ কি খাজুরে গুরের পাটালি নাকি যে টপ্ কইর‍্যা গালে ফেলাইয়া দিমু?' আসতে বলনা চাঁদ, কামারগড়ের নমুনাটা দেখে নেওয়া যাক্।"

লোকটি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—

"বলেন কি মশাই ভদ্রলোকের ঘরের ঝি বউ তো সব ঘরেই আছে, যে রকম করছেন আপনারা তাতে- "

"কি করছি বাবা বউ দেখবোনা বরের ফ্রেণ্ড আমরা ?"

বলিয়া একজন বাধা দিয়া জবাব করিতেই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"বউ দেখাও—বউ দেখাও নইলে নড়ছিনা বাবা। তুমি তো মামা-শ্বশুর—তুমি কি দেখবে বলতো মাতুল !"

"দেখবো—দেখবো—আমি দেখবো বেহানকে, মেয়ের মাকে দেখবো।"

"সাবাস্ মাতুল—থ্রি চিয়ার্স, মেয়েকে ফেলে মেয়ের মাকে দেখাও—খুসী হয়ে চলে যাচ্ছি বাবা।"

ব্যাপার দেখিয়া লোকটি স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু, সম্প্রদানের স্থানে বসিয়া পরাণ হালদার এতক্ষণ নীরবে তামাকু টানিতে টানিতে সমস্তই দেখিতেছিলেন। রাগে তাঁহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কঠোর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"কেলেঙ্কারী করবার কি আর জায়গা পাওনি নিমাই, ভদ্দরলোকের বাড়ীর ভেতর এসে এ সব কি কাণ্ড ? শীগ্‌গির সবাই এদিকে চলে এস।"

এই বৃদ্ধ পরাণ হালদারের উপরেই সকল ভার অর্পণ করিয়া গোকুল ঘোষাল চলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি বহুকালের প্রাচীন নায়েব বলিয়া স্বয়ং কর্ত্তা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। নিমাই যা কিছু ভয় করিত তা—এই ব্যক্তিকেই। তথাপি উত্তেজিত হইয়া জবাব করিল—

"তুমি চুপ্ করে থাক পরাণদা, বউ দেখবো আমরা—কর্ত্তা থাকলেও বারণ করতে পারতেন না।"

"কর্ত্তা থাকলে—এতক্ষণ আমিই তোমাকে ঘাড় ধরে এখান থেকে বার করে দিতুম। শীগ্‌গির সব চলে এস।"

বলিয়া, দ্বিগুণ উত্তেজিত স্বরে বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তখন মামার দলের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ পড়িয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই অপমানিত কন্যাপক্ষীয় বৃদ্ধ দুইজন ক্রোধে হুঙ্কার করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন,—

"এমন অপমান—এ বাড়ীতে আর জলগ্রহণ করতে আছে? দশটা লোক খাওয়াবার মুরোদ নেই—জমীদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছে—গলায় দড়ি জোটে না? ভাঁড়ার—ঢন্ ঢন্ হাঁড়ী ধুয়ে দই—পাতকুড়োনো খাবার দিয়ে আমাদের খাওয়াবে? ঝাঁটা মার এমন বাড়ীতে—এত অপমান, চল চল।"

বারুদে অগ্নি স্পর্শমাত্রই যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ড হইয়া উঠে, বৃদ্ধদের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেখানে তেমনি একটা বিরাট হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া উঠিল। তাঁহাদের শেষ কথার ধূয়া ধরিয়া নিমাইচরণ চীৎকার করিয়া উঠিতেই দলের সকলেই তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—

ঝাঁটা মার, এত অপমান—চল চল, ভাঁড়ার ঢন্ ঢন্,—হাঁড়ী ধোওয়া দই—গলায় দড়ি দে মর্—দূয়ো—দূয়ো।"

চেঁচাইতে চেঁচাইতে নিমাই মামার সমস্ত দলের লোক বাহির হইয়া গেল। পরাণ হালদার বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"দূর হয়ে যা সব—আপদ গেল, রক্ষা পেলুম।"

বলিতে বলিতে ব্যস্ত হইয়া ভাঁড়ারঘরে ঢুকিয়াই মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সত্যি নাকি বেহাই?"

রাইচরণের গলায় দড়িরও অধিক হইয়াছিল। মাতার উপর সম্প্রদানের ভার দিয়া—তিনি স্বয়ং গলবস্ত্র হইয়া বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ

সকলকেই সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে—আগাগোড়া ব্যাপার দেখিয়া এবং শুনিয়া ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে একেবারে পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃদ্ধদের চীৎকার শুনিয়া ভাঁড়ার-ঘরে ছুটিয়া আসিয়া—হালদার মহাশয়ের প্রশ্নে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরাণ হালদার দুই চার কথায় তাড়াতাড়ি প্রবোধ দিয়া স্বয়ং গিয়া ভাঁড়ারের সকল খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—

"জয় নারায়ণ! এখানে প্রায় দু'শো লোকের আয়োজন মজুদ, ভয় কি বেহাই?"

"তাতেও কি কুলোবে আপনাদের সঙ্গেতো পাক্ পেয়াদাও প্রায় শতাবধি এয়েছে।"

"কোন চিন্তা নেই নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াবো, দেখি—কার ঘাড়ে মাথা আছে যে পরাণ হালদারের কাযে খুঁত ধ'রে এক কথা বলতে পারে? তুমি নির্ভাবনায় ওদিককার কাজ দেখগে বেহাই।"

বলিয়া তিনি ভাঁড়ারের দ্বারে চাপিয়া বসিয়া হাঁকিলেন—

"তামাক দেরে? তেওয়ারি?"

"হুজুর?"

বলিয়া নূতন রঙ্গিন পোষাক পরা যমদূতের মত দ্বারবান বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়া দীর্ঘ বাঁশের লাঠি মাটিতে ছোঁয়াইয়া অভিবাদন করিল।

"মামাবাবু ঔর উনকা সাথকা আদমি লোক কি ধার?"

"ঘর লৌট যানেকা মতলব সে ঘুমতেঁহে।"

"যানে দেও—কই না ফিন ই তরফ ঘুস্‌নে পাওয়ে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

অতঃপর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেলে কন্যাযাত্রীদের আহারের সময় সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে সেই অনিষ্টের মূল নির্লজ্জ বৃদ্ধদ্বয় শুধুই যে সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আহারে বসিয়াছেন এমন নয়, তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজেদের পিছন দিকে এক একখানি স্বতন্ত্র পাতা পাতিয়া প্রচুর ভোজ্যদ্রব্যের কাঁড়ি জমাইতেছেন। দেখিয়াই পরিবেশন কারী যুবকের দল কি বলিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া পরাণ হালদার হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"দাওহে ওঁদের পাতে খুব বেশী বেশী করে দেও ওঁরাই আপশোষ করেছিলেন তখন।"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে এ রকম হওয়া চাই, নইলে বিরদ ব্যাপার বলবে কেন?"

বলিয়া বৃদ্ধদ্বয় নিজ বদনে একেবারে এক জোড়া করিয়া মোণ্ডা মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন।

বাসরে যাইবার পূর্ব্বে বরকে একপাশে ডাকিয়া যে যুবকদ্বয়ের সহিত নিমায়ের বচসা হইয়াছিল তাহারা কহিল—

ভাই আজ বুঝলুম নিজে কনে দেখার চেয়ে বাপ মা যা দেখেদেন তা সর্ব্বাংশেই কত শ্রেষ্ঠ, তোর বউয়ের মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আমরা আর দেখিনি। এ রত্নকে কখনো অযত্ন করিসনি, সরল তোর লক্ষ্মীশ্রী ষোলকলায় ভরে উঠবে। আর একটা কথা, মামা আজ যে কীর্ত্তি করে পঁচিশ তিরিশ জন লোককে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন ঘরে চল সব শুনতে পাবি, মাকে বলিস—তাঁর অপরাধের বোঝা এঁদের মাথায় চাপিয়ে যেন লাঞ্ছনা করা না হয়। এ গরীবরা—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—অতি ভদ্রলোক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নদী যেমন একবার কুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র থামিতে চাহেনা—বরাতের ভোগও তেমনি একবার সুরু হইলে আর কিছুতেই যেন সহসা নিবৃত্ত হইতে পারে না। তখন মানুষে স্নেহাস্পদের হিতাকাঙ্ক্ষায় যে কোন ভাল কায করিতে চেষ্টা করুক না কেন—সেইটাই যেন উল্‌টা হইয়া তাহারই অনিষ্টের সূচনা করিয়া দেয়। তেমনি করিয়া রাইচরণের মাতা—এই স্নেহের ধন নাতনীটিকে রাজরাণী করিয়া দিবার আশায় যখন "গৌরিদানের" ফললাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার এই আন্তরিক মঙ্গল কামনা টুকুই যেন সেই স্নেহপাত্রীর ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিয়া দিয়া গেল।

সরলের বন্ধুদ্বয় যতই অনুরোধ করুক না কেন—সে নববধূ লইয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এ গৃহে এমন একটা গুরুতর রকমের ব্যাপার ঘটিয়া উঠিয়াছিল যে আঁচে ইসারায় তাহার সূচনা বুঝিয়া সে মনে মনে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সরলের জননীর মুখখানি কেহ বড় হাসি ছাড়া দেখিত না বিশেষ—তিনিই নিজে জিদ করিয়া যেদিন হইতে পুত্রের এই পরিণয় কার্য্যের সূত্রপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে এমন একটা জলন্ত উৎসাহ ও আনন্দের রশ্মি তাঁহার মুখখানিকে—মধ্যাহ্ন রবির মত—প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে আগের দিন পর্য্যন্ত সে বাড়ীর সকলেই এই একটা বিবাহে যেন একশোটা বিবাহের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। স্বয়ং

গোকুলানন্দ পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ক্ষোভ পরিহার করিয়া এক সুযোগে গোপনে গৃহিণীকে ডাকিয়া চুপি চুপি আমোদ ভরে, পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আজ আবার আমার যৌবন ফিরে এয়েছে গিন্নী, ইচ্ছে হয় যে এমনি ধুমধামে আমিও আজ আর একবার বিয়ে করতে যাই!"

কিন্তু সেই আনন্দও উৎসাহ—গত রাত্রে—বিবাহবাটী হইতে নিমাইচরণের সহিত তাহার দলবলের অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একেবারে নিবিয়া গিয়া তাহাদের স্থলে ক্রোধ ঘৃণা ও বিরক্তিই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য সমারোহের কম ছিলনা—কিন্তু তাহার ভিতর হইতে প্রাণের প্রতিষ্ঠাটুকু যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৌ-বেটা আসিয়া দাঁড়াইতেই স্বয়ং গৃহিণী অন্তঃপুরস্থ পুরঙ্গনাগণের সঙ্গে গম্ভীর মুখে আসিয়া যখন কোলে করিয়া নববধূকে নামাইয়া লইতে গেলেন, তখন বধূর মুখ দেখিয়া মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত—একটুখানি মাত্র আনন্দের ভাতি সেই গাম্ভীর্য্যের ভিতর হইতেই চকিতের মত একবার ফুটিয়া উঠিয়াই যে তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল তাহা সরলকুমারের চোখ এড়াইল না। তাহার উপর মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম্মের ভিতরে সকলের মুখেই একটা থমথমে রকমের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে—তাহাদের অজ্ঞাতে যে মেঘখানা কালো হইয়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কাল-বৈশাখীর অপরাহ্ণের মত, তাহা একটা প্রবল তুফান না ছুটাইয়া আর অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হইবে না। কুলাচার শেষ হইয়া গেলে সে যখন বাহির বাটিতে বন্ধুবান্ধবদের কাছে উঠিয়া যাইতেছিল তখন সহসা পিসীমাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁরে সরো, কাল না কি তোর শ্বশুর বাড়ীতে আমাদের লোক-জনকে সব না খেতে দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেছে?'

"কেন ?"

বলিয়া, সরল আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার মায়ের সহিত একঘর রমণীগণের ঔৎসুক্যপূর্ণা দৃষ্টির উপর চোখ পড়িয়া সহসা লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিল। পিসীমা পুনশ্চ আগ্রহভরে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

"সত্যি করে বল তো নিমাই যে শেষ রাত্তিরে এক পাল লোক নিয়ে না খেয়ে দেয়ে, রাগে গর গর করতে করতে ফিরে এলো—সেখানে তারা কি অপমান করেছিল ?"

সরলের মনে তাহার বন্ধুদের কথা হঠাৎ বিদ্যুতের মত জাগিয়া উঠিল, লজ্জিত হইয়া কহিল—

"জ্যাঠা ফিরে এলে সব শুনো।"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি মাথা গুঁজিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহির বাটীর একটা পৃথক মহলে তাহার বন্ধুবর্গের আড্ডা পড়িয়াছিল—আর সেই আড্ডার তদ্বিরকর্ত্তা ছিলেন—তাহার নিমাইমামা স্বয়ং। ইহাঁরা সকলেই তাহার কালেজের বন্ধু-বান্ধব, কলিকাতা হইতে আসিয়া—বৌ-ভাত পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এই মহলে পরম আরামে রাম-রাজত্ব উপভোগ করিতেছিলেন। তাহার উপর নিমাইমামার মত দিল-দরিয়া লোকের সাহায্য পাইয়া তাহাদের আনন্দ এবং উৎসাহ—ফোয়ারার মত—একেবারে সহস্র ধারায় উথলিয়া উঠিয়াছিল। সরলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সকলে একেবারে এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "হুর্‌রে হুর্‌রে" করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। ইহাদের পূর্ব্বরাত্রের কাণ্ডকারখানা সরল সমস্তই শুনিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার ফলে বাড়ীতে যে একটা ভয়ানক কাণ্ডের সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে তাহার মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। তবুও আহুত

বন্ধু-বান্ধবের কাছে মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সমান উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে সে যখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল তখন যদুনাথ তাহার আংটির পানে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল--

"দেখি দেখি সরো কি আংটি দেছে ?"

বলিয়া, আপনিই টানাটানি করিয়া খুলিয়া লইয়া একবার মাত্র চোখের সামনে ধরিয়াই শিশিরের গায়ের উপর ছুড়িয়া দিয়া উপেক্ষার ভরে কহিল—

"দ্যাখরে দ্যাখ—আংটীর ছিরি ?"

শিশির, গোপাল, নগেন, খগেন প্রভৃতি সকলেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া টানাটানি করিয়া দেখিয়া এক সঙ্গেই অভিমত প্রকাশ করিল।

"আরে রাম রাম, যেমন ওল্ড্ প্যাটেন—তেমনি স্ত্যাষ্টি !"

"হবে কোথা থেকে ?"

বলিয়াই আর একজন মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল—

"জংলী, পাড়াগাঁয়ে ভূত—ওদের কি টেষ্ট আছে, নইলে আর হীরে খানার এক পাশে পান্না এক পাশে চুনি দেয় ?"

"আরে হীরে তো হীরে অমন হীরে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় গড়াগড়ি যায় যে—কলকাতায় তো যার তার হাতে।"

বলিয়া একজন ফোড়ন দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন আর একটু চড়াইয়া বলিল—

"আরে ও রকম আংটী তো গাড়োয়ানেরাও পরে—ওর আর ইজ্জত কি ?"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অমনি কিছুনা কিছু কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ঘড়ি-চেন লইয়া পড়িল। এবার সর্ব্বাগ্রে শিশির—ঘড়ি চেন হাতে না লইয়াই বলিয়া উঠিল—

"ওর আর দেখবি কি, আজকাল কি আর ওয়াচ গার্ডের রেওয়াজ আছে? কোন মান্ধাতার আমলের পুরাণো ঘরে পড়েছিল হয়তো তাই দিয়ে সেরেছে।"

"তাতো বেশ দেখাই যাচ্ছে।"

বলিয়া খগেন ঘড়িটা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল—

"আরে ছো ছো এযে 'রদারহাম' সোণাটাতো কিছুই নয়, গিল্টী কিনা তাইবা কে জানে? একটা রিষ্টলেট্ও জুটলোনা বাবা?"

"তাইতো রে এ গার্ডচেনটাও সেকেলে এস্ প্যাটার্ণের, বড় জোর ভরি ত্রিশেক হতে বাই জন্মাবে।"

বলিয়া নগেন সেটা উপেক্ষাভরে ঠেলিয়াদিল।

এইরূপে একে একে সরলের বরসজ্জার প্রত্যেক জিনিষেরই অতি তীব্র সমালোচনা শেষ করিয়া সকলেই প্রায় এক সঙ্গে সমস্বরে মিলিত মন্তব্য প্রকাশ করিল—

"রাগ করিসনি সরো—তোকে নেহাৎ চুলি বিদায় করেছে দেখ্ছি? ওসব জিনিষ তুই ব্যবহার করবি নাকি? ছোঃ ছোঃ?"

ঠিক সেই সময়ে সেই ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডা দিয়া গোকুলানন্দের সহিত যাইতে যাইতে নিমাইচরণ তাঁহাকে চাপা গলায় কহিলেন—

"শুন্ছেন তো দাদা—স্বকর্ণেই সরলের ফ্রেণ্ড্দের কথা শুনে যান—আমি কি আর মিছে করে আপনার কাছে লাগিয়েছি? চুলি—বিদায়ই করেছে বটে? শালারা অতি পাজি—ছোটলোক?"

বলিতে বলিতে কর্ত্তার উৎসাহ-দৃষ্টির লাভের আশায় তাঁহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সহসা ভয়ে মুসড়াইয়া গিয়া নীরব হইলেন। গোকুলানন্দ একটা কথারও জবাব না করিয়া এমনভাবে তাঁহার পানে একবার মাত্র চাহিয়াই নীরবে গম্ভীর পাদবিক্ষেপে কাছারীবাড়ীর

দিকে চলিয়া গেলেন যে নিমাইচরণ আর মুখ ফুটিয়া দ্বিতীয় কথাটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সাহসী হইলেন না, ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া আড্ডাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সরলের বন্ধুদের ভিতরে যেন একটা উৎসাহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সকলে হৈ হৈ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"দেখেছ মাতুল, কালই বলেছিলুম না, যে শালারা জোচ্চোর, সরলকে নেহাৎ চুলি বিদায় করেছে? হ'ত কলকাতার সহর তো কাল রাত্রেই মজাটা টের পাইয়ে দিতুম।"

"দেখনা বাবাজীরা কি মজা বাধাই,—আছতো বৌ-ভাত পর্য্যন্ত? তারা আমাদের হাতে ছাড়া—আমরা তো আর তাদের হাতে নাই? যেমন ব্যাটারা চুলি-বিদায় করে, আমাদের অপমান করে তাড়িয়েছে—তেমনি, বৌ-ভাতের দিন বেহাইকে যদি টন্‌টনে জুতে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিতে না পারি তো আমার নাম—নিমাইচরণ নয়? জমীদারের ছেলেকে মেয়ে দেবার যে কি গুঁতো—তখন বাছাধন টেরটা পাবেন।"

"ব্রেভো ব্রেভো মাতুল।"

বলিয়া সরলের বন্ধুবর্গ উচ্চহাসির রোলে ঘর ফাটাইয়া দিল। যদুনাথ উৎসাহে একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব জোরে তাঁহার সহিত "সেক্-হাণ্ড" করিতে করিতে বলিল—

"সাবাস্ বাবা—খুব মাথা তোমার—এক কথা বলেছ বটে। এ একটা ভারি নভেলী আইডিয়া। এ ব্যাপারটা দেখবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে রইলুম, কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার নামে জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেব।"

খগেন জিজ্ঞাসা করিল—

"দেখো বাবা—শেষটা পেছুবে নাতো? তাহলে কিন্তু আমাদের

ভারি মনোভঙ্গ হয়ে যাবে। যে অপমানটা সেখান থেকে হয়ে আসা গেছে তুমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে না পার—তাহলে কিন্তু মাতুল, তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই শেষ। আমরা কেবল তোমারই মুখ চেয়ে সয়ে আছি—তা জানতো ?"

"সব জানি বাবা,"

বলিয়া, নিমাইচরণ উৎসাহভরে জবাব দিলেন—

"কুচ্ পরোয়া নেই, এতে যা হয়,—সে অপমানের শোধ বেয়ে শালার হাড়ে হাড়ে না দিয়ে নিমাইচরণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পারবে না। যে আগুন লাগিয়েছি—তার শিখা যদি আকাশ ভেদ করে উপর দিকেই না ওঠে—তাহলে আর লাভ কি ? তোমাদের নিমাই মামা তেমন কাঁচা কায জীবনে কখনো করে না।"

শুনিয়া, সরলের বন্ধুবর্গ মহা উৎসাহভরে লাফাইয়া, চেঁচাইয়া যখন ঘরখানা ফাটাইবার উপক্রম করিল, তখন—মামার কথা শুনিয়া—ভয়ে সরলের মুখখানা শুকাইয়া গেল, বন্ধুবর্গের আনন্দ-কোলাহলের ভিতর হইতে চুপি সাড়ে পাশ কাটাইয়া সে কখন যে বাহির হইয়া গেল তা' তাহারা জানিতেই পারিল না।

নিমাইচরণ বৃথা আস্ফালন করে নাই। যে আগুন সে লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যেই সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া অন্তঃপুরের স্ত্রী-মহলে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সরল যখন—"জ্যাঠা এলে শুনো" বলিয়া—বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন সকলেরই মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে নিমাইয়ের কথা একটাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে, সুতরাং সকলেই একটুখানি গুম্ হইয়া থাকিয়া পরক্ষণ হইতেই সে কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল—তাহাতে ইন্দুর কথা দূরে থাকুক তাহার শাশুড়ীর অবধি চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখিতে আসিয়া সমবেত রমণীমহলের ভিতর হইতে প্রথমেই বৃদ্ধা গঙ্গামণি নাক সিঁটকাইয়া—মুখ বাঁকাইয়া—ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল—

"মাগো মা—তত্ত্বের ছিরি দেখ, এ রকম তো চাষাভূষোর ঘরে ছাড়া ভদ্দরলোকের ঘরে কখনো করতে দেখিনি।"

"তাই বটে দিদি! কুল্লে এই কুড়িজন পাঠিয়েছে—তাও আবার এক এক জনের মাথায় যেন এক একটা মুটের বোঝা? কি ঘেন্না, গো কি ঘেন্না—তাদের কি একটু হায়া-লজ্জাও নেই?"

বলিয়া, রাই-ঠাকুরুণ গঙ্গামণির কথা সমর্থন করিয়া উঠিবামাত্রই চারিদিক হইতে শ্যামা, বামা, তরী, নরী, নেড়ী, খেঁদী, মায় হেবোর মা অবধি সকলেই এক একটা জিনিষের এক একটা অদ্ভুত রকমের খুঁৎ ধরিয়া—যার যেমন ইচ্ছা—তেমনি কটূক্তি বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। তখন সেখানে—একটা বিরাট মেলার স্থানকেও পরাভূত করিয়া—এমন হট্টগোল ও উচ্চ চীৎকার ধ্বনি উঠিল যে বাহিরে কাছারি বাড়ীতে বসিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে গোকুলানন্দ যেমন চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারী এবং পারিষদবর্গও তেমনি চমকিত হইয়া গোপনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

জমীদার বাড়ীর বিবাহে বড় অল্প আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়া আসে নাই, তদ্ভিন্ন সে গ্রামের প্রায় সকল বাড়ীর রমণীরাই বৌ দেখিতে আসিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড হাট বসাইয়া দিয়াছিল। সেই হাটের ভিতরে নববধূর রূপের উচ্চ প্রশংসা যখন সহস্র মুখে আকাশ ফাটাইয়া উঠিয়াছিল তখন সরলের জননীর বুকখানা দশহাত হইয়া মনে মনে আশা হইয়াছিল যে—এই একটা উপায়েই তিনি আর সকল ব্যাপারের

সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু সেই হাটের মাঝখানে ফুল-শয্যার তত্ত্বের ব্যাপার লইয়া যখন গঙ্গামণি সর্ব্বপ্রথম ফুঁ দিয়া একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালাইয়া দিল তখন সেটা দেখিতে দেখিতে এমন হু হু করিয়া চারিদিকে ধরিয়া উঠিয়া উন্মত্ত শিখা বিস্তার করিয়া ছুটিল যে—সে আগুনের উত্তাপে তাঁহার সে আশার কুসুম অচিরেই শুকাইয়া দগ্ধ হইয়া গেল।

সরলের পিসী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নানা ঝঞ্ঝাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, মেয়ে মহলে ফুলশয্যার তত্ত্বের আলোচনা যখন উদ্দাম হইয়া উঠিল, তখন ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তিনি সেখানে আসিয়া দাঁড়াই-তেই সে তীব্র সমালোচনা যেন অকস্মাৎ সহস্র নবজীবনে জাগিয়া উঠিয়া চারিদিক হইতে বিষ ছড়াইতে লাগিল। তিনি একটুখানি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই সহসা যখন ক্ষেপিয়া উঠিয়া চঞ্চল চরণে লাথি মারিয়া সেগুলাকে ঠেলিয়া দিলেন—সেই মুহূর্ত্তে গোকুলানন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ডেকে পাঠিয়েছ দিদি—কেন?"

"কেন, আবার জিজ্ঞাসা করছিস্?"

বলিয়া, তিনি একেবারে সপ্তমে গর্জ্জিয়া কহিলেন—

"এই দেখদেখি কোন লক্ষ্মীছাড়া হাড় হাবাতে ছোটলোকের ঘরে বেটার বে দিয়ে আনলি আমাদের শুদ্ধ মাথা কাটালি—"

গোকুলানন্দের মেজাজটা বড়ই রুক্ষ হইয়াছিল, বাধা দিয়া তিক্ত ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"তা আমাকে শোনাচ্ছ কি? বল গিয়ে তোমার আদরের ভাজকে, বেচু হালদারের হেঁটে হেটে হাঁটু অবধি ক্ষয়ে গেল—নগদ পাঁচ হাজার দিয়ে সাধাসাধি তা অগ্রাহ্য করে যখন এ কায করলেন, তখন থাকুন

গিয়ে তিনি তাঁর বৌ নিয়ে, আমিও দেখি—আমার বেটার আবার সেখানে বিয়ে দিয়ে সে পাঁচ হাজার ঘরে আন্‌তে পারি কি না?"

সহসা সেই রমণী মণ্ডলীর ভিতর হইতে কে একজন একটু নীচু স্বরে বলিয়া উঠিল—

"বেচু হালদারের মেয়ে? ও মা সে যে একটা জলার পেত্নী গো! নাই দিকগে বাপু কিছু, যা ঘর আলো করা বউ এয়েছে তা এমন ক'টা ঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

কে যে বলিল ঠিক না বুঝা গেলেও—কথা গুলা সকলেরই কানে গেল তখন আর একজন তার কথায় সায় দিয়া বলিল—

"তা বই কি মা, টাকা ভগবান দেন অনেককেই, কিন্তু এমন গা-ভরা রূপ ঐশ্বর্য্য দিয়ে তিনি সংসারের ক'জন মেয়েমানুষকে ভাগ্যিমানী করেন? এই তো এখানে মেয়ের হাট বসে গেছে কই ক'জন ওর কাছে দাঁড়াতে পারে দেখাও দেখি, তবু তো এই বিয়ের কণে, বড় জোর দশ বছরের বেশী হবে না।"

এবার যে কে কথাগুলি বলিল তাহা সকলেই টের পাইল। গোকুল কি তাহার ভগ্নী একটা কথারও জবাব না করিয়া গোঁ হইয়া ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু গঙ্গামণি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—

"তুমি থাকো বাছা, রূপসী অমন ঢের ঢের দেখেছি; তা বলে আমা-দের ছেলে কি ক্যাল্‌না নাকি—বানের জলে ভেসে এয়েছে? না ও জমীদারের ছেলে নয় রূপ গুণ কিছু নেই যে এমনি করে ফাঁকি দিয়ে জোচ্চুরি করে সেরে দেবে? জমীদারের ঘরে মেয়ে দিতে কি এম্‌নি করেই দেয় নাকি?"

"কি কমটা দিয়েছে শুনি?"

বলিতে বলিতে পরাণ হালদার আসিয়া হাতের মোটা লাঠি গাছটার

উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তীব্র ঔষধির গন্ধে উদ্যতফণা বিষধর যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়,—এই বৃদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাবে—গঙ্গা-মণিতো তেমনিতর স্তম্ভিত হইয়া গেলই—অধিকন্তু সেখানকার সকলেই একেবারে নির্ব্বাক হইয়া একটা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ তাঁহার মাথায় জড়ানো শালের গলাবন্ধ খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে গঙ্গামণির প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমারই তো গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশী, ব্যাপারটা হয়েছে কি যে সবার আগে তেড়ে এসে চক্কোর ধরে দাঁড়িয়েছ?"

এই বৃদ্ধ পরাণ হালদারকে খোদ কর্ত্তা হইতে বাড়ীর ঝি চাকরগুলা পর্য্যন্ত সকলেই ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। ইনি গোকুলানন্দের পিতার আমলের কর্ম্মচারী, তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া আনিয়া সে গৃহে আপনার সিংহাসন এরূপভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন, যে স্বয়ং গোকুলানন্দ তাঁহাকে "দাদা" সম্বোধন করিয়া—তাঁহার উপর যথাসর্ব্বস্বের তাবৎ ভার সমর্পণ করিয়া সম্মানিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বর্গীয় পিতারও সেইরূপ আদেশ এবং উপদেশ ছিল। বস্তুতঃ এই বৃদ্ধ পরাণ হালদারের বুদ্ধি, যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং স্বার্থত্যাগের জন্যই সে অঞ্চল জুড়িয়া ঘোষাল বাবুদের বিস্তৃত জমীদারী এবং একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তবুও গঙ্গামণি গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না, কিন্তু সে সুরের ঝঙ্কারটা ক্রোধের দিক দিয়া না গিয়া বরং আহতের দুর্ব্বলতায় নিষ্ফল আক্রোশের মতই শুনাইল; গঙ্গামণি তিক্ত স্বরে কহিল—

"তোমাদের কি—তোমাদের তো আর শুনতে আসতে হয় না, এই

যে ছনিয়ার লোকটা মুখের ওপর ছ্যা ছ্যা করে দুয়ো দিয়ে যাচ্ছে এতে কি জমীদার বাবুদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ছে নাকি? এ ঘরের পাশ করা ছেলে রাজার ঘরের মত গয়না-গাঁটি জিনিষপত্তোর আনবে, না—এমন জায়গায় গিয়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলে যে—"

কথা শেষ হইল না, পরাণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি কট্‌মট্ করিয়া চাহিতেই থতমত খাইয়া গঙ্গামণি থামিয়া গেল। পরাণ তাঁহার দীর্ঘদেহ আরো উন্নত করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বরাবর গিয়া উপরের দালানে উঠিয়া হাঁকিলেন—

"কই গো আমার মা-লক্ষ্মী কোন ঘরে? নিয়ে এসতো মা-লক্ষ্মী তোমার বৌমাকে এইখানে—দেখি?"

সবলের জননীকে বিবাহের সময় হইতেই পরাণ "মা-লক্ষ্মী" বলিয়া ডাকিতেন। আহ্বান শুনিয়াই তিনি একহাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ইন্দুর হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া তাঁহার সুমুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া আপনি একধারে একটু সরিয়া গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন।

"এস তো এদিকে আমার বড় মা-লক্ষ্মী!"

বলিয়া পরাণ সহসা ইন্দুর মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া কঠোর স্বরে সকলকে শুনাইয়া কহিলেন—

"যে না চোখের মাথা খেয়েছে সে একবার চেয়ে দেখুক,—এই বালা, চুড়ি, তাগা, বাজু, যশম,—এই সব এমন ভারী ভারী খাঁটী গিনির গহনা কোন ব্যাটা কবে কনে-গহনায় দিয়েছে শুনি? তারপর এই কান, ঝাপ্‌টা, হার, নেক্‌লেস—এমন তর কার ঘরে কে কটা দেখেছে? তার পর—সবার উপর মায়ের আমার এই মুখখানি! এমন দুর্গাপ্রতিমার মত মুখ—এমন দুধ-আলতার রং—এমন সুগোল-সুডোল ননীর গড়ন—

পটে আঁকা ছবি ছাড়া—কেউ কখনো সজীব দেখেছ কি? শুধু ফোঁস্ করে চক্কোর ধরলেই হয় না—বিষ থাকা চাই বুঝেছ গঙ্গারাম?"

বলিয়া আবার তাহার মাথায় কাপড় ঢাকিয়া দিয়া কহিলেন—

"এইবার ঘরে নিয়ে যাও মা-লক্ষ্মী!"

বলিয়া পরাণ তৎক্ষণাৎ উঠানে নামিয়া আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলেন।

'গঙ্গারাম' বলিলে গঙ্গামণি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া তুমুলকাণ্ড বাধাইত। এক পরাণ হালদার ছাড়া এ বাড়ীর আর কেউ কখনো তাহাকে ঐ নামে ডাকিতে সাহস পাইত না। শুনিয়া বৃদ্ধা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—

"পটে আঁকা ছবি নিয়ে দেয়ালে গেঁথে রাখবে নাকি? রূপ রূপ? রূপ নিয়ে তো ধুয়ে ধুয়ে জল খেতে হবে না? আর গহনা? গহনা সে তার মেয়েকে দিয়েছে তাতে কার কি বয়ে গেল, কুটুম্বর সঙ্গে কি ব্যাভারটা করলে? এই কি ফুলশয্যের তত্ত্বের ছিরি নাকি, গায়েহলুদে আমরা যে একশো লোক গুনতি করে পাঠিয়েছি? গাঁয়ে তাদের মড়ক হয়েছে নাকি যে পাঁচগণ্ডার বেশী মানুষ পেলে না—সবাই বল্‌ছে কি?"

পরাণ হালদারের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও একটু মজা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, জিহ্বা ও তালুতে একটু অদ্ভুত রকমের শব্দ করিয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন—

"পড় বাবা গঙ্গারাম পড়, কিন্তু একি তোমার খাস জংলা বুলী বলছো—না কেউ ভিতরে ভিতরে পড়িয়ে তোয়ের করেছে?"

সেই প্রকাণ্ড মেয়ের হাটের ভিতরে একটা চাপা ব্যঙ্গ-হাস্যধ্বনি উঠিল। শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে গঙ্গামণি যখন বোমার মত

ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, তখন তাড়াতাড়ি ধমক দিয়া পরাণ হালদার আবার কহিলেন—

"তোমরা একশোজন লোক দিয়ে যা না পাঠিয়ে ছিলে তার ডবল জিনিষ যে এই কুড়ি জনে এনেছে—তাকি এমন চোখ কারও নেই—যে দেখতে পাচ্ছেনা ? তাতেও যদি কনের বাপের দোষ হয়ে থাকে, তো এই আমি পীঠ পেতে দিচ্ছি—আঁস্তাকুড়ের আধোয়া খ্যাংরা এনে যত সাধ এইখানে মার, সে নির্দ্দোষীর মিথ্যাকলঙ্ক করে ভগবানের কাছে দায়ী হচ্ছ কেন ?" বলিয়া সত্য সত্যই যখন পরাণ উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তখন আর সরলের পিসী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—

"কি, বলছো দাদা ছিঃ !"

"তা বই কি বোন—এ তত্ত্বের জন্য দায়ী তো আমি সে নির্দ্দোষীকে জড়ানো কেন ? আমি যদি কেষ্টনগর থেকে এসব কিনে না পাঠাতুম, তবে তো আর এ কথা উঠ্‌তো না, তারা তো একশোজনই পাঠাতে চেয়েছিল ?"

সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পানে চাহিল। গঙ্গামণি সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস করিয়া গুম্‌রাইতে ছিল, খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল –

"তবেই তো বলতে হয় ? ফুলশয্যার তত্ত্ব করবার যখন মুরোদ নেই তুমি নিজে থেকে কিনে এনেছ—"

বাধা দিয়া তেমনি উপহাসের স্বরে পরাণ পুনশ্চ কহিলেন—

"বলিহারি গিন্নি—এই যে হাত-গোণা বিদ্যেটাও পেয়েছ দেখ্‌ছি। কিনে পাঠিয়েছি তো আমি—কিন্তু এক কাঁড়ি টাকা যে লেগেছে সে কি তোমার গাছসিন্দুক খুলে বার করে দিয়েছিলে। জানি যে নিয়ে যখন অমন করে রাত্তিরে না খাইয়ে এক পাল লোক নিয়ে চলে এয়েছে—

তখন সে এসে চুপ করে থাকবে না। তাই সেখানে বর-কণে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েই রাইচরণ বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সোজা জেলায় চলে গিয়ে নিজে এই সব দেখে শুনে কিনে কেটে সেইখানকার মুটে দিয়েই পাঠিয়ে দিছি। কণের বাড়ীর লোক তত্ত্বের সঙ্গে কজন এয়েছে একবার খোঁজ করে দেখ দেখি?"

শুনিয়া সকলেই অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইল, কিন্তু গঙ্গামণি নিমায়ের নাম শুনিবামাত্রই একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিল। জগতের মধ্যে সরলের মা ছাড়া—এই একমাত্র সম্পর্কিতা তাঁহার ছিল, ইনি নিমায়ের পিতার মাতুলানী। অন্তঃপুরে বোনের জোরে যত না হউক—ইহার জোরেই এ বাটীতে তাঁহার আধিপত্য হইয়াছিল, আর যতদিন এই ঠাকুরমাটি বাঁচিয়া আছেন ততদিন যে তাঁহার সে আধিপত্য অটুট থাকিবে, তাহাতে নিমায়ের সন্দেহ মাত্র ছিল না। পরাণ হালদারের কথা ফুরাইতেই গঙ্গামণি আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

"এই তো—এই যে আমার নিমাই সরলের বন্ধুদের সঙ্গে না খেয়ে অপমান হ'য়ে চলে এলো—তুমি তো গিয়েছিলে কর্ত্তা হয়ে, কই কি করছো বল দেখি তার? শুনে লোকে যে গায়ে থু থু দিচ্ছে—কার মুখ চাপা দেবে? হাড়হাবাতে—লক্ষীছাড়া—কাঙ্গালের বেটার এত বড় বুকের পাটা? আস্‌তে হবে না এখানে, মেরে নাথিতে মুখ ভেঙ্গে দেবনা তার? বল্‌চি বলে আবার উনি এয়েছেন তার হয়ে কোঁদল করতে? হাজার বার বলবো—খোয়ারের এখন হয়েছে কি? থাক্‌তো যদি কাল গোকুল সেখানে তো—"

পরাণ আর রাগ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না—একেবারে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"বাবু কাল সেখান থেকে চলে না এলে নিমাইকে আমি দরোয়ান

দিয়ে গাছে বেঁধে আগা-পাস্‌তলা চাব্‌কে লাল করে শিখিয়ে দিতুম না। খেয়ে চলে এয়েছে বলে আবার তাদের ওপর তম্বি করছো? লজ্জা করে না—গলায় দড়ি দিয়ে এখুনি গিয়ে ডুবে মরুক। ওর গুরুবল যে দলবল নিয়ে চলে এয়েছিলো—আর যদি দশ মিনিট থাক্‌তো তো আমি হুকুম দিয়ে মারতে মারতে ওদের গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দিতুম।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের ঋজুদেহ যেন দ্বিগুণ লম্বা হইয়া দাঁড়াইল, চোখ দুটো হইতে একটা অস্বাভাবিক ক্রোধের অগ্নিশিখা ঠিক্‌রাইয়া ছুটিল—সর্ব্বাঙ্গে একটা বিষম উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"বৌদিদিকে আর নাকি বাপের বাড়ী পাঠাবে না মা ?"

প্রৌঢ়া ক্ষ্যামার-মা ঘর ঝাঁট দিতে দিতে জমীদার গৃহিণীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল।

"কোথায় শুন্‌লি তুই ?"

বলিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্যভাবে তাহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন।

মনিব-চাকরাণী সম্পর্ক হইলেও, ক্ষ্যামার মার মত বিশ্বাসী বন্ধু এ বাড়ীতে তাঁহার আর কেহ ছিল না। তিনি তাহাকে কন্যার মতই স্নেহ করিতেন এবং মনের কথা তাহার কাছে অকপটে ব্যক্ত করিয়া যেমন আরাম ও সহানুভূতি লাভ করিতেন—এমন আর কাহারও কাছে পারিতেন না। ক্ষ্যামার মা ছাড়া তাঁহার একদণ্ড চলিত না। যখন যেখানে যাইতেন—ক্ষ্যামার মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিত। তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে মানুষ করিয়া, তাঁহার স্নেহভাগিনী হইয়া অন্যান্য পুরাতন দাসী ভৃত্য অপেক্ষা এ বাড়ীতে যে জোর—যে ক্ষমতা সে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে তাহার সমশ্রেণীর সকলেই মনে মনে হিংসায় যেমন ফাটিয়া মরিত, ক্ষ্যামার মাও তেমনি অনেক সময়ে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক ভুলিয়া জমীদার গৃহিণীর মুখের উপর ন্যায্য কথা অকুণ্ঠিত ভাবে কহিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই ক্ষ্যামার মাই কর্ত্রীর সঙ্গে চণ্ডীদেবীর স্থানে গিয়াছিল এবং রাইচরণের বাড়ীতে তাঁহার গোপনীয় বার্ত্তা বহন করিয়া বিবাহের পাকা করিয়া আসিয়াছিল। গৃহিণীর কথায় সে উত্তেজিত হইয়া কহিল—

"এর কি আর শুনতে বাকী থাকে মা—বাড়ীময় যে ঢাক বাজ্‌ছে, ওযে কালনিমে ঘরে আছেন তাতে আর—"

বাধা দিয়া গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বল্‌ছে ?"

ক্যামার মা রাগিলে নিমাইকে "কালনিমে" এবং গঙ্গামণিকে "বড়াই" আখ্যায় অভিহিত করিত। গৃহিণীর প্রশ্নে জবাব করিল—

"সে কি ঘোঁট্ মা কি ঘোঁট্! সরোদাদার কলকাতার বাবুরা যে ঘরে আছে—চেঁচামেঁচিতে সেদিকে কাণপেতে চলে কার সাধ্যি ? জ্যাঠাবাবুর কাছে তো ঘেঁস্‌বার মুরোদ নেই—সেইখানেই কালনিমের লম্ফ-ঝম্ফ পড়ে গেছে ; মর্—মর্ ?"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"আসল কথাটাই কি তাই বল্‌না, সূচনার জ্বালাতেই যে অস্থির, কি হচ্ছে সেখানে ?"

"লঙ্কাকাণ্ড—একেবারে লঙ্কাকাণ্ডের বাড়া! এদিকে তো থাই পেলেন না—এখন পড়েছেন বৌদিদির গয়না নিয়ে ?"

"কি বলাবলি করছে ?"

"আমার মাথা আর ওঁর গুষ্টির পিণ্ডি! কলকাতার বাবুদের কারা—কি জানি বাপু, কি নাকি—জোলার কাজ করে তারা বৌদিদির গয়না দেখে বলেছে—"এ সব গয়না মেকি, কোথাকার নাকি কেমির কলের তোয়েরী! এই তাই নিয়ে কালনিমে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে, বল্‌ছে—জোচ্চোর ব্যাটারা কি করে তাদের মেয়ে নে যায় তাই দেখ্‌বো। বউভাতের রাতে কেমন অপমান করে হাঁকিয়েছি দেখেছ তো ?"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—

"সে কি, অপমান করে তাড়িয়েছে?"

"কি জানি মা—কেমন করে জানবো বল? 'কালনিমে' আর 'বড়াইয়ের' অসাধ্যিতো কিছু নেই। নাত্তি-ঠাকুরমায়ে খালি গুজু গুজু পরামোশ চল্‌ছে। ওরাই তো গোড়ায় মতলব করে অমন কাণ্ডটা পাকিয়ে তুলেছিল, ভাগ্যে জ্যাঠাবাবু এসে পড়েছিল—তাইতো থোঁতা মুখ ভোঁতা করে, আবার অন্যদিক দিয়ে আগুন জ্বালাবার ফিকিরে ফিরছে। নইলে সেই সব গহনা—"

গৃহিণী সহসা সভয়ে চঞ্চল হইয়া চাপা গলায় ধমক দিয়া কহিলেন—

"কি বলছিস্ তুই?"

বলিয়া এমন করিয়া চোখ ঘুরাইয়া চাহিলেন যে, ক্ষ্যামার মা থতমত খাইয়া জিভ্ কাটিয়া কহিল—

"না মা, তাই বলছিলুম যে বৌদির বাপেরা অমন সব ভারী ভারী গাভরা গহনায় সাজিয়ে দেছে—অলপ্পেয়েরা বলে কিনা মেকী? তাই নিয়ে কর্ত্তার কাছে যে কি কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছে ওরাই জানে? তাতে করে সে ভাল মানুষের ছেলেকে ওদের ঘরে ডেকে নেগে যে রাতারাতি অপমান করে তাড়াবে তাতে আশ্চর্য্য কি? নইলে বুকঠুকে কি এমন কথা বলতে পারে—যে দেখনা, এই ফাগুনেই সরোর আবার বে দিয়ে আনছি? আর নইলে বৌদিদির বাপ-ভায়ের আর সকাল থেকে দেখা নেই কেন?—যাবার সময় কি না দেখা করেই যেত?"

বস্তুতঃই ক্ষ্যামার মা যাহা বলিল—তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। পাটের গাদায় আগুন নিবিলেও যেমন ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিতে থাকে, তেমনি—যে আগুন নিমাই ও গঙ্গামণি জ্বালাইয়া দিয়াছিল তাহা পরাণ হালদারের চেষ্টায় বাহিরে প্রশমিত হইলেও—ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিতেছিল। আহত

ভুজঙ্গ দংশনের জন্য যেমন সর্ব্বদাই ফণা উদ্যত করিয়া থাকে, তেমনি মানুষেরও বড় সাধে ছাই পড়িলে সে একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠে। নিমাই এবং গঙ্গামণি নিষ্ফল আক্রোশে তেমনি ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার উপর পরাণ হালদারের মধ্যস্থতায় এই দু'টি নাতি-ঠাকুরমার সে ক্ষতে ঘা পড়িলে তাহা একেবারে রক্তমুখী হইয়া বিষ উদ্গীরণের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

বিবাহের স্থানে বরসজ্জার অপেক্ষাকৃত হীনতা দেখিয়া এবং কন্যা-কর্ত্তার আয়োজনের অক্ষমতায় তাঁহার বিপদ বুঝিয়া যে সন্দেহটা লোকের মনে উঠিতে উঠিতেও লয় পাইয়াছিল, হঠাৎ সেই কথাটা স্মরণ করিয়া নিমাইচরণ চুপি চুপি গঙ্গামণিকে ডাকিয়া যখন অত্যন্ত গোপনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন—তখন গঙ্গামণি যেন উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—

"ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছিস্ ভাই—এ কথা আমার একবারও মনে ওঠেনি, যাদের এমন যোগ্যতা নেই—দু'শোর জায়গায় চারশো লোক খাওয়াতেই ভাঁড়ার খালি হয়ে যায়—তারা যখন মেয়ের গায়ে অত সাজিয়ে ভারী ভারী গয়না দেছে—তাতে কি আর গলদ্ না হয়ে যায়? আচ্ছা, কিকির করে এনে দিচ্ছি আমি, দেখাগে যা দেখি তোর কলকাতার বাবুদের, এখনি সব ভুর ভার ভেঙ্গে যাবে'খন।"

বলিয়া গঙ্গামণি যখন ইন্দুর খান দুই অলঙ্কার আনিয়া নিমা'য়ের হাতে দিল, তখন নিমাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেগুলি লইয়া বাহিরে আড্ডাঘরে চলিয়া গেলেন। একটুখানি পরেই আবার হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিলেন—

"উঃ—কি মাথা তোমার ঠাকুরমা—ঠিক ধরেছ, ওই যে সরোর বন্ধু যদুবাবু, ওঁদের কলকাতায় মস্তবড় জুয়েলারি কারবার আছে, সামনে

নিয়ে ধরতেই—হাতে না নিয়েই বলে দিলেন—'এতো দেখ্‌ছি সব কেমিকেলের, নইলে কি এমন জলুস্ হয় না লাল আভা মারে? খুব জুচ্চুরিটা করেছে যা হোক্? দেখনা এইবারে কি মজাটা হয়—যাচ্ছি এখুনি দাদার কাছে এই গয়না নিয়ে?"

বলিয়াই নিমাই প্রস্থানোদ্যত হইলে গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া—চোখ টিপিয়া, একটুখানি ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার কানে কানে কি মন্ত্র যে বলিয়া দিল, শুনিয়াই নিমাই মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ হইয়া বিস্ফারিত চোখে চাহিয়াই দিগ্বিজয়ীর মত উৎসাহে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া গেলেন। গঙ্গামণি তখন খুঁজিয়া—সরলের পিসীকে—নিরালা পাইয়া আপনার ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া দোর আঁটিয়া দিল। ক্ষণকাল পরে যখন তাঁহারা আবার বাহির হইয়া আসিলেন, তখন—উভয়েরই মুখ দেখিয়া—বাড়ীর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে একটা প্রলয়-ঝটিকা আসন্ন হইয়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

সেদিন বাড়ীতে—বৌভাতের উৎসব, কলরবে কানপাতা যায় না, চারিদিকে হৈ হৈ—রৈ রৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে যেমন ভিড় ও কোলাহল, বাহিরেও বরং তাহার অপেক্ষা বেশী। ভোরের বেলা হইতেই নহবৎ বাজিয়া আকাশ বাতাস মাতাইয়া তুলিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দলে দলে জড় হইয়া হাসিতেছে—খেলিতেছে—ছুটাছুটি করিতেছে—ঝগড়া করিতেছে—মারামারি করিতেছে—কলরবে বাড়ী ফাটাইতেছে। যুবকেরা এখানে সেখানে সমবেত হইয়া কোথাও বা উচ্চ হাসিতেছে, কোথাও বা তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, কোথাও বা নানা ব্যাপারের সমালোচনায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের দল এক একটা থেলো হুঁকা হাতে লইয়া—মুক্ত বাতাসের মত—এখানে সেখানে ঘোরা-ফেরা করিতেছে, এটা সেটা হুকুম করিতেছে, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,

হরে, শ্যামা, নিধে, সিধে, গোবরা, নফ্‌রা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের—যখন যাহাকে দেখিতেছে—অমনি তাহাকে তারস্বরে কলিকা পাল্‌টাইয়া দিবার হুকুম করিতেছে। কর্ম্মচারীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা কার্য্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। দ্বারবানেরা বড় বড় পাকড়ি আরো মস্ত করিয়া বাঁধিয়া—মা দুর্গার অসুরের মত—গোঁফে চাড়া দিতে দিতে দেউড়ী গুলজার করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীময় এক সঙ্গে যেন লক্ষ লক্ষ নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

পরাণ হালদার স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোলপুকুর হইতে অন্যূন বিশ মণ বড় বড় মাছ ধরাইয়া তাহাতে কুলাইবে কি না—সে বিষয়ে জনকতক বহুদর্শী বৃদ্ধের সহিত পরামর্শ করিতে-ছিলেন। সহসা গদাই পা'ক আসিয়া সংবাদ দিল যে খোদ কর্ত্তা কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে খাস-কামরায় তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। পরাণ মাছের ভার বৃদ্ধদের উপর দিয়া তাড়া-তাড়ি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কাছারী-বাড়ীতে ঢুকিবার মুখেই—সহসা মাধব স্বর্ণকারকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি, মাধব যে—কি দরকারে কার কাছে এয়েছিলে ?"

মাধব সহসা ভয়ে থতমত খাইয়া আস্তে আস্তে জবাব দিল—

"আজ্ঞে নিমাইচরণ বাবু খোদ গিয়ে আমায় টেনে এনেছেন।"

সহসা একটা কথা বিদ্যুতের মত হালদার মহাশয়ের মনের ভিতর চম্‌কাইয়া গেল, অধিকতর বিস্ময়ে চঞ্চলভাবে প্রশ্ন করিলেন—

"কেন, কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ?"

"কর্ত্তাবাবুর কাছে।"

"কর্ত্তবাবুর কাছে ?"

বলিয়া মুহূর্ত্তকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন—

"সেখানে কেন—কি হয়েছে—সব কথা ভেঙ্গে বল।"

মাধব স্যাকরা একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া—মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—

"আজ্ঞে হালে সেদিন আপনি যে গয়না গুলো গড়িয়ে এনেছেন তারই বাজু আর যশম জোড়া নিয়ে নিমাইবাবু কাল সকালেই আমার ওখানে গিয়ে হুকুম করলেন যে দেখতো এ গুলো কেমিকেলের কিনা? আমিতো অবাক, বল্লুম—ও আমার জানা গয়না—সেদিন দেওয়ানজীর হুকুমে খাঁটি গিনিতে আমরাই গড়ে দিছি। শুনে তিনি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপরে কি কি গয়না ক'ভরিতে হয়েছে, কত টাকা দেছেন কি বাকী আছে, সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। তার পর আর কিছু জানি নি, হঠাৎ আজ আবার এই খানিকক্ষণ হল গিয়ে বল্লেন—কর্ত্তা তলব করেছেন, শীগ্গির চল। কি করব হুজুর তাঁর হুকুম শুনে এত বড় বুকের পাটা কার আছে—যে তামিল না করবে! আমার কোন দোষ নেই হুজুর, যে কথা মানা করে দিয়েছেন তা প্রাণ গেলেও প্রকাশ পাবে না, তবে হাতে নাতে ধরা পড়ে—'আমি গড়িনি' একথাটা আর অস্বীকার করতে পারিনি।"

বর্ষণের আগে মেঘ যেমন থম্থমে হইয়া থাকে, কথাটা শুনিয়াই পরাণ হালদারের মুখখানাও তেমনি ভারী থম্থমে হইয়া উঠিল, গম্ভীরস্বরে কহিলেন—

"বেশ করেছ—যাও, ফের যদি নিমাই ওখানে যায়—তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আগে খবর দিও।"

"যে আজ্ঞে।"

বলিয়া আভূমি প্রণত হইয়া মাধব তাড়াতাড়ি পলাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরাণ হালদার চিন্তিতভাবে একটুখানি এদিক ওদিক পদচারণা করিয়া কর্ত্তার কাছে গমন করিলেন।

সরলের বন্ধুরা গহনাগুলা কেমিকেলের বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে, ঠাকুরমাকে সেই প্রীতিকর সংবাদ দিয়াই নিমাইচরণ যখন খোদ কর্ত্তার কাছে ছুটিতেছিলেন, তখন গঙ্গামণি তাঁহার কাণে কাণে যে মন্ত্র দিল—তাহার ফলে—সেখানে না গিয়া তিনি একেবারে মাধবের বাড়ীতে হাজির হইয়া সেগুলা যখন যাচাই করিয়া দেখিতে বলিলেন—তখন মাধবের কথায় একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। একটা সন্দেহ চকিতের মত মনে জাগিল যে—হয় তো তাঁহার ভগ্নী—কর্ত্তার অগোচরে পরাণের সাহায্যে সেই সকল গড়াইয়া এই বিবাহের ব্যাপার ঘটাইয়া থাকিবেন।

এই বিবাহ লইয়া কর্ত্তা-গৃহিণীর ভিতরে যে মনান্তর চলিতেছিল তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, সুতরাং এই ব্যাপার সত্য হইলে তিনি যে অচিরেই একটা তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়া তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না।

তখন ঠাকুরমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গোপনে কর্ত্তার কাছে গিয়া সকল সংবাদ দিয়া কহিলেন—

"মাধবকে কিছুতেই স্বীকার করাতে পারলুম না দাদা, কিন্তু আমরা দিব্যি করে বলতে পারি যে এ নিশ্চয় দিদির কাণ্ড। নইলে যে ব্যাটাদের উদ্‌খেতে ক্ষুদ নেই—তারা যে এই তিন হাজার টাকার গয়না দেছে—এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

গোকুলানন্দ গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও, পরাণকে বিদ্রোহী

করিতে সাহস করিতেন না। নিমাইয়ের কাছে সকল রহস্য অবগত হইয়া তাঁহার মনে সেই ধারণাটা বলবৎ হইলেও, তিনি গোলমাল না করিয়া গোপনে পরাণকে ডাকাইয়া যখন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরাণ সহজ ভাবে জবাব দিলেন—

"হ্যাঁ, আমিই ওসব গহনা মাধবের কাছ থেকে গড়িয়ে নিয়ে রাইচরণ বাবুকে পাঠিয়েছিলুম—হয়েছে কি তাতে?"

"না এমন কিছু নয় শুধু জানতে চাইছিলুম যে টাকাটা ধারে না বরাতি।"

বলিয়া গোকুলানন্দ ঠোঁট চাপিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। পরাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাঁহার পানে চাহিয়া জবাব দিলেন—

"যারা সরলকে মেয়ে দিতে পারে তারা গয়নার জন্যে এ টাকাটা জোগাড় করতে না পারলে এত বড় সাহস করতে পারত না। এ বুদ্ধি যার ঘটে নেই তারই পক্ষে কেবল বোনাইয়ের অন্নদাস হয়ে থাকা সাজে।"

বলিয়া আর একবার কট্‌মট্‌ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিলেন। কিন্তু নিমাইচরণ তখন অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছিলেন। গোকুলানন্দ আর বাক্‌-বিতণ্ডা করিলেন না, কিন্তু কথাটা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই প্রতীতি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে ফুলিয়া আরও গম্ভীর হইয়া—ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দিদির ঘরে ঢুকিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে পরাণ হালদার গৃহিণীকে নিরিবিলি ডাকাইয়া চুপি চুপি কহিলেন—

"কি কালসাপ দুটিকেই ঘরে স্থানদিয়ে পুষেছ মা লক্ষ্মী? তোমার আত্মীয়—রাগ করোনা না—কিন্তু অন্য কেউ হলে আজ এই ঘোষাল বাড়ী থেকে হয় আমার নয় ওদের অন্ন উঠ্‌ত?"

বলিয়া হালদার মহাশয় একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলিলেন। গৃহিনী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন কি হয়েছে বাবা ?"

"আর হবে কি মা ?"

বলিয়া পরাণ আর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"যদি ওই নির্দ্দোষী মেয়েটার আখের চাও, তবে এই বুড়ো ছেলেটার কথা শোনো মা—বড় মা লক্ষ্মীকে এখন আর বাপের বাড়ী পাঠিও না, তা'হলে বছর না ফিরতে বেচুহাল্‌দারের মেয়েকে এ বাড়ীতে আনা কেউ রোধ করতে পারবে না।"

গৃহিনী স্তম্ভিত হইয়া পরাণের মুখের পানে চাহিলেন। তখন পরাণ এক এক করিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা কহিয়া শেষে বলিলেন—

"এখন শুনলে তো মা সব ? বেচু হালদারের নগদ পাঁচ হাজারের লোভ কর্ত্তা এখনো ছাড়তে পারেনি, তার উপর এ কাযে নিমায়ের আর বুড়ীর বিলক্ষণ লাভের আশা আছে—শুনেছি নাকি এ কায ঘটাতে পারলে নিমাইকে বেচু নগদ দু'শো টাকা দেবে বলেছে—সুতরাং এই গোলমালটা তুলে তোমাদের মনান্তর ঘটিয়ে সরলের আবার বিয়ে দেওয়া আশ্চর্য্য নয়। নইলে নিমাই আজকের এই বৌভাতের দিনে আমোদ প্রমোদ ফেলে হঠাৎ সেজেগুজে বেরিয়ে গেল—কোথায় ? নিশ্চয় সেখানে গেছে।"

বলেন কি, হালদার মশাই সতীনে মেয়ে দেবেন ?"

"সে তো এখন পার করতে পারলে বাঁচে, মেয়েটার প্রায় পনোর বছর বয়স হয়েছে তবু পাত্র জুটছে না, এমনি কুৎসিৎ আর মুখরা। বেচুহালদার তো এখন মোরিয়া হয়ে উঠছে।"

"যদি ওঁরা একজোট হয়ে তাই করেন তো একলা আমি কি করে বাধা দিয়ে রাখবো বাবা ?"

বলিতে বলিতে গৃহিনীর গলা ভারী হইয়া চক্ষুদুইটী জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। দেখিয়া পরাণ দৃঢ় স্বরে কহিলেন—

"তুমি বৌ-মাকে পাঠিওনা, ইনি ঘরে থাকতে দেখিতো কে কেমন করে আবার সরলের বিয়ে দিতে পারে। বুড়ো কর্ত্তা মরবার সময় যে ঈশ্বরের শপথ করিয়ে আমার ঘাড়ের উপর তোমাদের সকল ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন মা; সেই ভগবান—সেই ধর্ম্ম যে এখনো মাথার উপর থেকে আমাকে পথ নির্দ্দেশ করছেন—আমি কি তোমাদের ঠেলতে পারি ? কিছু ভেবোনা মা—এ বুড়ো যতদিন বেঁচে আছে—গোকুলের এত বড় দুর্ম্মতি হবে না—যে আমার বিরুদ্ধে একায করতে সাহস করবে ? তবে ভিতরে ভিতরে খাদ খুড়লে পাহাড়ও ভূমিসাৎ হয়ে যায়—সেই যা ভয়। যে রকম উঠে পড়ে ওই ঘরভেদী বিভীষনের দল লেগেছে, তাতে যদি এখন বড় মা-লক্ষ্মীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও তা'হলে আমার জোর কমে যাবে—লড়াই করবো কিসের জোরে মা ?"

"তোমার অমতে তো কখনো কিছু করিনি বাবা, তোমার আশ্বাসেই তোমার জোরেই এই মা-লক্ষ্মীকে ঘরে আন্‌তে পেরেছি, এখন এ ভার তোমারই। ছেলে মানুষ কান্নাকাটিকরবে, কিন্তু তার আর উপায় কি। তবে দেখো বাবা—এখানে এসে আমার গরীব বেহাই যেন গলাধাক্কা খেয়ে বিদেয় না হন ? কোন দোষ নেই তাদের—

"জানি তো মা সব—কোন ভাবনা নেই।"

বলিয়া পরাণ হাল্‌দার প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মানুষ যে কত বড় অক্ষমতা লইয়া সংসারে আসে—তাহা না বুঝিয়া—যখন নিজের জোরে কোন কিছু একটা করিবার সংকল্প করিয়া বসে, তখন বোধ করি অদৃশ্যে বসিয়া বিধাতা পুরুষ—সেই কথাটাই তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য—ঠিক তাহারই বিপরীত কার্য্যটাই ঘটাইয়া থাকেন। সপ্তাহখানেক পরে যখন নিমাইচরণ মস্তবড় আশা বুকে করিয়া বেচু-হালদারের বাড়ীতে গিয়া তাহার কন্যার সহিত আপনার ভাগিনেয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা পাকা পাকি করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন যে হালদার মহাশয় শুধু উপেক্ষা ভরে অসম্মত হইলেন—এমন নয়, অধিকন্তু কড়া কড়া কথায় স্পষ্টাক্ষরে, মুখের উপর শুনাইয়া দিলেন—

"যারা—গরীব বলে—কুটুমের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে যে বিয়ের কনে পাঠিয়ে দেওয়া দূরে থাক্, উল্‌টে সেই নির্দ্দোষী মেয়ের বাপকে নিঃসহায় পেয়ে ভেতুয়ে শ্যালাকে দিয়ে অপমান করাতে কুণ্ঠিত হয় না—তারা বাদশা হলেও—বেচু হালদার তাদের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে ঘৃণা করে, তা সে ঘরে মেয়ে দেওয়াতো পরের কথা।"

নিমাইচরণ একটুখানি অবাক হইয়া গিয়াই পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া—উদ্ধত কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া—কহিলেন—

"কি, তুমি এমন কথা বল?"

"আমি একেলা কেন—জেলাশুদ্ধ লোকে যে বলছে গো? অতবড় ডাকসাইটে জমীদার, এই কি তার ভদ্দর লোকের আচরণ নাকি? একে

কুটুম্ব—তাতে অভ্যাগত অতিথি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ পয়সার গরমে ছোটলোক ইতরের অধম হয়ে আপনার কোটে পেয়ে ভদ্রসন্তানকে যে এরকম অপমান করতে লজ্জা বোধ করে না, তার ঘরে বল আমাকে মেয়ে দিতে ?”

“তাঁর দোষ মিছে দিওনা—তিনি এ ব্যাপারের কিছুই জান্‌তেন না।”

“সেইজন্যেই তো তাঁর আরো বেশী দোষ। এর চেয়ে তিনি নিজে তাকে আপনার হাতে দু’ঘা মারলেও যে বেশী বদনাম হ’ত না। তা না করে অন্নদাস শ্যালাকে দিয়ে অপমান করানোতে যে তাঁর কতদুর নীচতা আর ইত্‌রোমি প্রকাশ পেয়েছে তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তা হলে আর মুখ তুলে কথা কইতে পারতে না। লজ্জা করে না—আবার তর্ক করছো, বলোগে তোমার বোনাইবাবুকে যে—যার নিজের ঘর সামলাবার ক্ষমতা নেই—অমন অনামুখো ভেতুড়ে কুটুমকে এখনো গলাধাক্কা দিয়ে দুর করে—”

নিমায়ের মনে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আশার এতটুকু অঙ্কুরটিও উঁকি মারিতে ছিল, ততক্ষণ তিনি কষ্টে স্মষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন যে সে আশা আর নাই, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া, বাধা দিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন—

“সাবধান বেচু, কাকে কি বল্‌ছো জান ? অনেক দিন একসঙ্গে ইয়ারকি দিছি বলে—”

কথা ফুরাইল না, বেচু হালদার ততোধিক কঠোর স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

“তোমাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি হে ? ও চোখরাঙানি দেখাও কাকে, আমি তোমার গোকুলমুখুর্য্যের খাস তালুকের প্রজা নই যে খোসামোদ করবো, এ জেলাশুদ্ধ লোক আমায় ভাল রকম জানে, জ্ঞাত্যা

কথা বাপের মুখের উপর বলতেও বেচু পেছপাও হয় না, তা তোমার তো মুখুর্য্যে জমিদার? পেয়েছিলে ভাগ্যে—পরাণহালদারকে, তাই এত দবদবানি, নইলে বোঝা যেত মুরোদ! তুমি তো তার শ্যালা—বলো তোমার বাবুকে যা করতে পারে করে যেন। মেয়েকে আমি গলাটিপে মেরে ফেলবো তবু অমন চ'শমখোর ইতর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে দেব না।"

"মুখ সামলে কথা কও হালদার।"

"তুই মুখ সামলে থাক কালনিমে! জানিস এই দু'বছর ধরে নিশ্চিত বলে—ওই আশা দিয়ে জোর করে আমার দশটা সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিছিস! শুধু বন্ধু লোক বলে যে এখনো তোর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিইনি এই তোর গুরুবল মনে ভাবিস। কিন্তু ফের যদি ও রকম মেজাজ দেখাতে আসিস তো—এবার তোর থোঁতামুখ ভোঁতা করে ছাড়বো।"

"আচ্ছা আমিও দেখে নেব তুই কত বড় হালদার!"

বলিতে বলিতে নিমাই একেবারে জ্বলন্ত আগুণের মত চক্ষের নিমিষে বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু কথাটা যখন চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল, তখন নিমাই-য়ের দল নিস্ফল আক্রোশে যতই গুমরিয়া ফাটিয়া মরিতে লাগিল ততই তাহাদের রাগ পুঞ্জীভূত হইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেই বেচারা নিরীহ নিরপরাধ—নিঃসহায়—পিতৃ-মাতৃ অঙ্কচ্যুতা—নয় বছরের—বিয়ের কনে—ইন্দুমুখীর উপরে। গোকুলানন্দ এবং তাঁহার ভগ্নীর মনও—আগাগোড়া এই বিবাহের ব্যাপারটা লইয়া—এমন তিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়াও তাঁহারা এই বালিকা বধূটির প্রতি কিছুতেই আর সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিতে পারিলেন না। তাহার ফলে—সেই বালিকা বয়স হইতেই—রৌদ্রদগ্ধ যূথিকাটির মত এই অম্লান

শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক ইন্দুমুখী দিন দিন শুকাইয়া তাপক্লিষ্ট—মলিন—নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। হায় স্বার্থান্ধ হিন্দু সমাজ? এমনি করিয়া কত ধনীর সংসারে কত নিরপরাধ বালিকা বধূ যে দিন দিন শুকাইয়া ঝটিকাছিন্ন কুসুমের মত—অকালে ঝরিয়া যাইতেছে, তাহার নিরাকরণ কে করিবে?

ঘোষালবাবুদের দিক্‌ব্যাপী প্রকাণ্ড পুরীর মত তাঁহাদের সংসারও রাবণের সংসার। প্রতি বেলায় শতাবধির কম পাত পড়িত না। কিন্তু এ সংসারে ঝি চাকরের অভাব না থাকিলেও—আজকালকার বড়-মানুষদের মত—পাচক-পাচিকার প্রাদুর্ভাব ছিল না। বেতনভোগী ওই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই প্রতি সকলেরই একটা আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল বলিয়া, সেই বিরাট সংসারের রন্ধন কার্য্যের তাবৎ ভার ছিল—অন্তঃপুরচারিণীদের উপর। সংসারে আশ্রিতা আত্মীয়-কুটুম্বিনী যাঁহারা ছিলেন—তাঁহারাই হৃষ্টান্তঃকরণে সে কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইন্দুর শাশুড়ীও স্বয়ং বহুদিন অবধি অবাধে সে ভার বহন করিয়া শেষে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িলে সে ভার গিয়া পড়িয়াছিল তাঁহার ননদ এবং গঙ্গামণির উপরে। এই দুইজনও ইচ্ছা করিয়াই আঁইস-নিরামিষ—দুই হেঁসেলেরই কর্ত্তৃত্বভার আপনাপন স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের গৃহিণীপনার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া এই অপরিচিত গৃহে অপরিচিতা নূতন বালিকা বধূ অতি শীঘ্রই যেমন করিয়া পেষিত হইতে আরম্ভ হইল—জাঁতার মাঝখানে ফেলিয়া শস্যও বোধ করি তেমন করিয়া পেষণ করা যায় না।

সকালবেলাতেই সেই যে উনানে আগুন পড়িত—সে আগুন আর বেলা গড়াইয়া না পড়িলে নিবিত না, সুতরাং রন্ধনশালার কর্ত্তৃত্বভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদের, আর সকলকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া,

ঢুকাইয়া—বেলা চারিটা পাঁচটার পূর্ব্বে নিজেদের খাইতে বসিবার অবসর মিলিত না। তারপর আবার সন্ধার পরে রান্নাঘরে ঢুকিয়া রাত্রের আহারের ব্যাপার চুকাইয়া দিতে কোনদিন একটা—কোনদিন বা দুইটা বাজিয়া যাইত। তার উপর হিন্দুর সংসারের সকল রকম ক্রিয়া-কর্ম্মই নিয়ত অনুষ্ঠিত হইত। তেমন দিনে সারাদিন কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যা অতীত না হইলে যেমন ইঁহাদের দিনের আহারের সময় হইত না—রাত্রিও তেমনি শেষ না হইয়া আসা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মুখে জলটুকু দিবারও অবসর ঘটিয়া উঠিত না। অবশ্য পুরাঙ্গনারা সকলে মিলিয়াই এ ব্যাপারে রন্ধন কারিণীদের প্রাণপণে সাহায্য করিত, তবুও রন্ধন-কারিণী যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য—এ সহায়তায় বিশেষ কিছু আগাইয়া যাইত না অথবা পরিশ্রমেরও তেমন কিছু লাঘব হইত না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহারা যেরূপ আনন্দ সন্তোষ এবং গৌরব উপভোগ করিতেন—আজকালকার ধনকুবেরগণের কর্ম্ম-বিমুখ বিলাসপরায়ণা গৃহিণী-গণের ভাগ্যে তাহার শতাংশের একাংশও মিলে কি না সন্দেহ।

ইন্দুর শাশুড়ী বধূ-কাল হইতে সেই রন্ধন কার্য্যের ভার আপনার হস্তে লইয়া বরাবর উৎসাহের সহিত চালাইয়া আসিয়া তিন চারটি সন্তান হইবার পরে শেষে যখন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন হইতে সেই যে সে ভার সরলের পিসী এবং গঙ্গামণির উপরে গিয়া পড়িয়াছিল—তদবধি আর হস্তান্তর হয় নাই। গোকুলানন্দের পিতা তাঁহার ওই একমাত্র আদরের কন্যাটিকে পরগৃহে পাঠাইতে অনিচ্ছু হইয়া এক দরিদ্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই করিয়া রাখিয়া গিয়া-ছিলেন। তদবধি সরলের পিসীর ভাগ্যে যেমন শ্বশুরবাড়ীর মুখ দেখা ঘটে নাই—তেমনি বিধাতা তাঁহাকে পিত্রালয়ে ভ্রাতার সংসারের গৃহিণী-পনার ভার দিয়া তাঁহার সে ক্ষোভ মিটাইয়া ছিলেন। স্বয়ং গোকুলানন্দ

তাঁহার দিদিকে ভয়, ভক্তি এবং সম্মান করিয়া চলিতেন বলিয়া বাড়ীর অন্যান্য পরিজনেরাও সকলেই তাঁহার শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রকৃত গৃহিণীর শরীর ভগ্ন হইলে—হেঁসেলের সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া সংসারের অনেক ব্যাপারই তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে না আসিয়া পারে নাই। তেমনি দিনে যখন সরলের বিবাহ হইয়া গেল এবং তাহা লইয়া একটা অন্তর্বিপ্লবের সূচনা অনুষ্ঠিত হইয়াও গোলেমালে কোন রকমে একটুখানি চাপা পড়িয়া রহিল, তখন গঙ্গামণি দিবারাত্রি সরলের পিসীর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিয়া মন যোগাইয়া যখন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিল তখন সর্ব্বদা চুপি চুপি তাঁহার কাণে এমন মন্ত্র ঢালিতে লাগিল যে তাহাতে নববধূর ভবিষ্যৎ জীবনাকাশে একখানা কালো মেঘ একটু একটু করিয়া ছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

ইন্দুর শাশুড়ীর এই সম্পর্কিতা ঠাকুরমাটি অদ্ভুত প্রকৃতির জীব। একমাত্র নিমাইয়ের স্বার্থ ছাড়া তাহার আর অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না। আর সেই স্বার্থ সাধনের জন্য ভগবান তাহাকে এমন আশ্চর্য্য রকম দক্ষতা প্রদান করিয়াছিলেন যে সে অনেক কূটবুদ্ধিজীবী পুরুষেরও কাণ কাটিয়া দিতে পারিত। যতদিন ইন্দুর শাশুড়ি সুস্থ ও সবল ছিলেন, ততদিন এই ঠাকুরমাটি এমন করিয়া মন যোগাইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার মন্ত্রণায় তিনি সময়ে সময়ে ননদের উপরেও বিরক্ত হইয়া তীব্র সমালোচনা করিতে বিরত হইতেন না। আবার যখন তিনি অসুস্থ হইয়া—সেই ননদের হাতেই সংসারের ভার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন, তখন—সেদিকে আর লাভের আশা নাই দেখিয়া—গঙ্গামণি নাতনীকে পরিত্যাগ করিয়া সরলের পিসির উপর দিয়া আপনার অদ্ভুত বশীকরণের দক্ষতা এমন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল যে তিনি তাহাকে নিতান্ত হিতৈষী মিত্র ভাবিয়া—তাহারই অবিরত

মন্ত্রণায়—সংসারের প্রকৃত গৃহিণী—ভ্রাতৃবধূর উপর মনে মনে খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তবু এই পর্য্যন্ত হইলেও বা রক্ষা থাকিত—কিন্তু গঙ্গামণি তাহাতেও সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত থাকিলেন না। মাকড়সা যেমন চারিদিক হইতে আটঘাট বাঁধিয়া জাল বিস্তার করিয়া মক্ষিকাটিকে উদরস্থ করিবার আয়োজন করিয়া থাকে, গঙ্গামণিও তেমনি কর্ত্তার এই দিদিটির সাহায্যে খোদ কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত হাত করিয়া লইয়া সংসারের সকলের উপরেই আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতে বিলম্ব করিল না। তখন নববধূর ভাগ্যাকাশে অবিরত ফুৎকারে যে কালো মেঘখানা তুলিয়া দিয়া গঙ্গামণি আপনাদের অভীষ্ট সাধনের উপায় করিয়া লইতে লাগিল তাহার ভীষণতা স্বপ্নে কল্পনা করিতে পারিলেও ইন্দুর স্নেহময়ী ঠাকুরমা তাহাকে রাজরাণী করিয়া দিবার পরিবর্ত্তে হাসিতে হাসিতে দীন-দরিদ্রের হাতে অর্পণ করিতে এবং গৌরীদানের ফললাভে সাধ করিয়া বঞ্চিত হইতেও যে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না—তাহা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এমন প্রবল হইলেও গঙ্গামণির মন্ত্র বিফল হইয়া গিয়াছিল—কেবল তিনটি লোকের কাছে। পরাণ হালদার, বাড়ীর গৃহিণী এবং তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা শ্যামার মা—এই তিনজন গঙ্গামণিকে এতকাল ঠিক চিনিতে না পারিলেও—সরলের বিবাহের সূচনা হইতেই—এমন দিব্যচক্ষে তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইয়া সাবধান হইয়া গিয়াছিল যে—গঙ্গামণি অতদূর কৃতকার্য্য হইয়াও মনে মনে নিরন্তর নিষ্ফলতার আশঙ্কা করিয়া—যে কোনও উপায়েই হউক—এই তিনজনকে পরাভূত করিবার জন্য দিবানিশি প্রাণপাত চেষ্টায় বিরত থাকিত না। তেমনি করিয়া সরলের বিবাহের পরে মাস ছয়েক অতিবাহিত হইয়া

গেলে সহসা এক সময়ে ক্ষ্যামার মা রাগিয়া গর্ গর্ করিতে করিতে গৃহিণীর ঘরে ঢুকিয়াই ভৎ‍র্সনার স্বরে কহিল—

"এ তোমার কি রকম আক্কেলের কাযটা হল মা?"

শুনিয়া গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ক্ষ্যামার মা পুনরপি কহিল—

"এই যে বিয়ের কণে এনে, আর বাপের বাড়ী পাঠালে না বলে কচি বাচ্ছা দিন দিন কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে তার উপর একটু সামাই পেতে না পেতে, এরই মধ্যে ওকে হেঁসেলে পাঠালে কি হিসাবে বল দেখি? বড়াই আবাগী পিসীর সঙ্গে জোট বেঁধেছে জাননা কি? ওরা যে কি লাঞ্ছনা করবে—"

বাধা দিয়া গৃহিণী চাপা গলায় জবাব দিলেন—

"জানি বলেই তো ওই কচি বাচ্ছাকে ওদের সাহায্য করতে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এটা সেটা হাতের কাছে দিতে দিতে ওদেরও ক্রমেই ওর উপর মায়া পড়ে যাবে, আর বৌমাও কায-কর্ম্মে ভুলে বাপের বাড়ীর কথা শীগগির ভুলতে পারবে।"

"তা হ'তে পারে বটে,"

বলিয়াই, ক্ষ্যামার মা কি ভাবিয়া, চোখ ঘুরাইয়া দুই হাত নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—

"কিন্তু ওদের যে ওর উপর মায়া বসবে—সে কথা মনের কোনেও জায়গা দিওনি মা। ওদের ও ডাইনীর মায়া—এ আমি নিয্যশ্ বলে দিলুম, যে ভয় করে—ওদের মন রেখে ভুলিয়ে দেবার জন্য বৌদিকে হেঁসেলের কায শিখ্‌তে পাঠালে—সেই ভয় না বেশী বেড়ে ওঠে তো আমার নাম বদ্‌লে রেখো।"

"সে কিরে ক্ষ্যামার মা?"

বলিয়া গৃহিণী অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটা লম্বা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"ওই যে কচি বাচ্ছা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরে মুখের রা খসাতে না খসাতে ওদের উন্‌কোটী চৌষট্টি ফরমাজ খাট্‌ছে—এতেও ওর উপর দরদ হয় না—এমন কঠিন প্রাণ কি মেয়েমানুষের হয়। আহা, বাছার মুখের পানে চাইলে আমারও বুকের ভিতরটা কর্ কর্ করে ওঠে মা, পাছে কেউ লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে ওর উপর লাঞ্ছনা করে, সেই ভয়েই আমি মা-লক্ষ্মীকে আমার এই বয়সে খাটুনী খাটতে পাঠিয়েছি—নইলে ওর এখন পুতুল খেলার বয়স যে রে— !"

"তাইতো বলছি, বলে—যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি! ওরই ভালোর জন্যে যাদের হাতে সঁপে দিলে—তাদের হতে সেই ভাল না উল্‌টো হয়ে দাঁড়ায়? ওরা কি মানুষ, সেই গল্পে শোননি রাক্ষসী ডাইনীরা মায়া করে যেমন রাজ রাজড়াদের ঘাড়ে ভর করতো—এও তাই, ডাইনীর ঝাড়—সব রূপ ধরে সংসারটা পেটে পূরতে এয়েছে, এ তোমায় পাকা কথা বলে দিলুম ?"

বলিতে বলিতে চোখের এমন একটা ইঙ্গিত করিয়া ক্যামার মা চলিয়া গেল যে গৃহিণীর মনে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি তাড়াতাড়ি ইন্দুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বড় কি বেশী তোমাকে খাটুতে হচ্ছে মা ?"

বলিয়া বুকের উপর টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন।

"না, মা।"

বলিতে ইন্দুর চোখ দুটি সহসা জলে ভরিয়া আসিল, তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর বুকে মুখ লুকাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেলা গড়াইয়া পরিয়াছে—পাঁচটা বাজিতে আর বড় বেশী দেরী নাই, জমীদার বাড়ীর অন্তঃপুরের কোলাহল অনেকটা নীরব হইয়া আসিয়াছে। পুরাঙ্গনারা মধ্যাহ্নের ব্যাপার সারিয়া আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া কেহ পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ খেলার মজলিস জমকাইয়া বসিয়াছে, কেহ বিছানায় গড়াইতে গড়াইতে গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে আবার কেহ বা নিশ্চিন্ত হইয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। কেবল অন্তঃপুরের দাসীগুলা রাশি রাশি বাসন লইয়া আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে খিড়কীর পুকুরের সানের ঘাটে স্তূপে স্তূপে জমা করিতেছে। কুকুরের দল এঁটো কাঁটার দখল লইয়া আপনাদের ভিতরে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে আর মাঝে মাঝে গঙ্গামনির দিবা-নিদ্রার প্রবল নাসিকা ধ্বনি শুনিয়া এক একবার চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে।

রান্না ঘরের ভিতরে ইন্দু ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছিল, আর অদূরে এক বৃদ্ধা দাসী—ঘরের এক ধার পরিষ্কার করিতে করিতে তাহাকে শীঘ্র সারিয়া লইবার জন্য তাড়া দিতেছিল। সহসা চন্দ্রমুখী মুখখানি ভার করিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু তাড়াতাড়ি মুখের গ্রাস নামাইয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কিরে চন্দর কাঁদছিস কেন।"

এই দুইটি অপরিণত বয়স্কা ননদ ভাজে—সেই চণ্ডীদেবীর স্থানে

প্রথম সাক্ষৎ অবধি—যে স্নেহের বন্ধন বাঁধিয়া গিয়াছিল, তাহা উত্তরোত্তর দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছিল। ইহাকে ছায়ার মত সঙ্গিনী পাইয়া এক-সঙ্গে বসিয়া দাঁড়াইয়া খাইয়া বেড়াইয়া খেলা ও গল্প করিয়া ইন্দুমুখী বাপের বাড়ীর কথা যেমন অনেকখানি ভুলিতে পারিয়াছিল—খাশুড়ীর অগাধ স্নেহ যত্নেও তেমন পারে নাই। বৌদিদির ম্লান মুখ কিম্বা ছল ছল চোখ দেখিলেই চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কোমল হাত দু'খানিতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া অগাধ সাহানুভূতিতে মুখের পানে চাহিয়া যখন বালিকা সুলভ সান্ত্বনার কথা বলিত, ইন্দু তখন আর কিছুতেই তাহার নিজের দুঃখ অনুভব করিতে পারিত না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন কুয়াসা মিলাইয়া যায়, এই স্নেহময়ী আনন্দরূপিণী সরলা বালিকার ডাগর ডাগর চোখ দুটির অমৃতবর্ষী চাহনির সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি তাহার মনের সকল দুঃখ কষ্ট যেন নিমিষের ভিতরেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। এক গাল হাসিয়া তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না। আবার গঙ্গামনি অথবা পিসীমা অথবা বাড়ীর আর কেউ বৌদিদিকে চড়া কথা কহিলে—কিম্বা নিন্দা করিলে, বালিকা তখনিই এমন উত্তেজিত হইয়া কোমর বাঁধিয়া মুখখানা রাঙা করিয়া, চোখ দুটো ঘুরাইয়া তাহার মুখের উপরে কর্ক্কশ স্বরে ক্যাঁট ক্যাঁট করিয়া এমন ভাবে ঝগড়া করিত যে তাহার সে ভাব দেখিয়াও ইন্দু আনন্দের হাসি সামলাইয়া রাখিতে পারিত না। এই দুটি বালিকার সৌহার্দ্দের এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া ইন্দুর শাশুড়ী ও ক্যান্যার মা প্রভৃতি যেমন আনন্দ অনুভব করিত, গঙ্গামনিও তেমনি ঈর্ষান্বিতা হইয়া মনের ঝাল ইন্দুর উপর দিয়াই ঝাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে বড় গলায় সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—

"এদিকে তো মুখের কথাটি কেউ শুনতে পায় না—কিন্তু পেটে পেটে

এত ? কি বউই ঘরে এলো বাপ! কলির মেয়ে কিনা—একেবারে গুণ জ্ঞান নিয়ে পেট থেকে পড়েছে, নইলে এই ছ'দিন না ঘর করতে করতে ওই দজ্জাল ননদকে এমন করে বশ করে ফেল্লেগা ? ওকে এক কথা বল্লে অমনি ওই বাচকানি ছুটে আসেন তেড়ে ফুঁড়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে ? কোথায় যাব মা—অবাক করেছে আমাকে এর পর না জানি আরো কি হয় ?"

সরলের পিসী শুনিয়া জবাব করিতেন না, কিন্তু তাহার মা মেয়েকে গোপনে কোলে লইয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া বলিতেন—

"এমনি ভাব—এমনি ভালবাসা যেন তোদের চিরকাল অক্ষয় অটুট হয় মা।"

চন্দ্রমুখী অমনি গর্ব্বভরে জবাব করিত—

"নিশ্চয় হবে মা—আমি বৌদিদিকে কখ্খনো ভুলবোনা, সে আমায় কত ভালবাসে জান ? তার সব পুতুলগুলো আমায় যেচে দিয়ে দেছে,—তার জামা কাপড়—গয়না সব তো আমি যা ইচ্ছা পার, সে আমায় ছে'ড়ে থাকতে পারে না কি—এমন বৌদিদি কার আছে বল দেখি ? সে বলে যে—আমি তার প্রাণের মত আদরের, তা জান তোমরা ? সে আমাকে ছেড়ে কখখনো একলা থাকবে না বলেছে।"

সেই চন্দ্রমুখী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে রান্না ঘরে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখের পানে চাহিয়াই একটা অজানিত আশঙ্কায় ইন্দুর মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না, প্রশ্ন করিয়াই উত্তরের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া উঠিল।

চন্দ্রমুখী সভয়ে রূদ্ধস্বরে কহিল—

"মা বড্ড কেমন করছে বৌদি—ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে—আতারি কাতারি খেয়ে ছটফট করছে।"

"সেকি—কে আছে ?"

"কেউ না—একলা।"

"কেন কালো দিদি ?

"ক্যামার মা ? সে যে আজ কোন সকালে উঠে ঠাকুরুণতলায় পূজো দিতে গেছে—জাননা। পিসীমাও তো এখানে নেই—কি হবে বৌদি ?"

সরলের পিসী প্রায় সপ্তাহখানেক হইতে সরলের সহিত তাঁহার ননদের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে কুটুম্ব ভবনে গিয়াছিলেন। বিবাহের পর মাস ছয়েক কাটিতে না কাটিতে—সেই যে ইন্দু সাংসারিক কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য এই রন্ধনশালায় আসিয়া ঢুকিয়াছিল, তদবধি দিন দিন একটু একটু করিয়া এখানকার কার্য্যভার বাড়িতে বাড়িতে বছর দেড়েকের ভিতরেই এমন ভাবে আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িয়াছিল যে সেই একাদশ বর্ষীয়া কিশোরী অহোরাত্র খাটিতে খাটিতে হিম সিম খাইয়া যাইত। তাহার উপর সরলের পিসী গঙ্গামণির প্ররোচনায় প্রায় মাঝে মাঝে, কখনো শরীরের অসুখ, কখনো বা কোন কার্য্যের ছুতা করিয়া এই বালিকার ঘাড়েই সকল ভার চাপাইয়া—কখনো বা তফাতে বসিয়া শুধু হুকুম করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, আবার কখনো বা সেটুকুও অনাবশ্যক বোধে হেঁসেলের নিকটেও আসিতেন না। তেমন দিনে আর পাঁচজন পুরাঙ্গনার সাহায্যে ইন্দু একেলাই এই বৃহৎ সংসারের রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলকেই খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া দিত, কিন্তু তাহাতে বেচারার নিজের আহারের আর বেলা থাকিত না। তার উপর বউ মানুষ বলিয়া সে স্বহস্তে পরিবেশন কালে অন্য সকলকে এমন করিয়া দিয়া ফেলিত যে নিজের বেলা কোন দিন একটু ভাতে পোড়া আর কোন দিন বা একটুখানি ডাল বই—সেই স্তূপাকার বহুবিধ ব্যঞ্জনের—আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। এমনি করিয়া করিয়া—শেষে পিসীর

কুটুম্বগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গে—সেই রন্ধন কার্য্যের তাবৎ ভারই তাহার উপর চাপিয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দু গরীবের মেয়ে—বাল্যকাল হইতেই—মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিয়া, তাঁহাদের দেখিয়া শুনিয়া গৃহস্থালীর সকল কাযই শিখিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং ইহাতে ভীত না হইয়া যখন সমস্তই সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল তখন সাহায্যকারিনীরাও গঙ্গামনির যুক্তি পাইয়া এমন ঢিলা দিতে লাগিল যে তাহা সেই বালিকা বধূর অসহ্য কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। তবু সে বেচারা সমস্তই মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিয়া সকলের যে হাসি মুখ ও প্রীতি বচনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত—তাহাও তাহার ভাগ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। এমন কি কেহ তাহারা রন্ধনের একটু সুখ্যাতি করিলেই অমনি গঙ্গামণি রাইমণি প্রভৃতি একেবারে কোমর বাঁধিয়া—তাহা যে নিকৃষ্ট এবং অখাদ্য সেই কথা প্রতিপন্ন করিতে করিতে উপসংহার কালে তাহার বাপের বাড়ীর উদ্দেশে কটূ বর্ষণ না করিয়া নিবৃত্ত হইত না। ইহাতে ইন্দুর মনে যে তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিত তাহা সে কখনো ঘরের কোণে লুকাইয়া—কখনো বা শাশুড়ীর স্নেহভরা বুকে মুখ গুঁজিয়া নীরবে চোখের জলে নির্ব্বান করিত।

এই শাশুড়ীই ছিল—এই প্রকাণ্ড পুরীতে তাহার একমাত্র শান্তির স্থল, এবং ক্ষ্যামার মা ও চন্দ্রমুখী তাহার সেই জায়গাটুকু আরও একটু প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দুর্জ্জয় অম্লশূলের পীড়ায় তিনি শয্যাধরা হইয়া পড়িয়া আর আদরের পুত্রবধূর সে রকম তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না। তার উপর তাঁহার সেবা-সুশ্রূষার ক্ষ্যামারমাও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া না না কার্য্যে বিব্রত থাকায় ইন্দুর উপর গায়ের ঝাল মিটাইয়া লইবার গঙ্গামনির দলের যেন মহেন্দ্র সুযোগ মিলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং যে শাশুড়ির আরোগ্যের প্রত্যাশায় সে মুখ বুজিয়া অসহ্য দুঃখ কষ্ট

নীরবে সহিতে ছিল, তাঁহার রোগবৃদ্ধির আশঙ্কায় সে আতঙ্কে শিহরিয়া তাড়াতাড়ি হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই চন্দ্রমুখী ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"না না বৌদি তুমি ধীঁ করে আগে খেয়ে নেও।"

বলিতে বলিতে সহসা পাতের দিকে নজর পড়িয়া বালিকা চম্‌কিয়া উঠিল। একটুখানি নীরবে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

"খাবে কি দিয়ে বৌদি, তরকারী কই ?"

"ওই যে রে অত !"

ইন্দু ব্যাজার হইয়া জবাব করিল। কিন্তু চন্দ্রমুখী থর্ থর্ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"অত—না ছাই ? ওই একরত্তি ডাল আর একটু বেগুন পোড়া দিয়ে মানুষ খেতে পারে না কি ? মাছ টাছ কৈ—কিছু নেই যে !"

"খেয়ে ফেলেছি—তুই থাম্ !"

বলিয়া ইন্দু তাহাকে ধমক দিল, কিন্তু সে অধিকতর উত্তেজিত স্বরে জবাব করিল—

"থামবো কেন, খেয়ে ফেলেছ তো কাঁটা গুলো গেল কোথায় ? রোজ রোজ এমনি করেই খেয়ে ফেল বুঝি ?"

ইন্দু কি জবাব করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই বৃদ্ধা দাসী ঘরের পাট করিতে করিতে থপ্ করিয়া মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল—

"আর মা বল কেন, রোজই এমনি, মাছ তরকারি কি আর ওনার বরাতে জোটে ? ইনি রাঁধলেই ভাল হয়েছে, চমৎকার হয়েছে, আর একটু দেও, বল্‌তে বল্‌তে—সবাই যে দু'তিনবার করে চেয়ে চেয়ে নিয়ে খায়, তা ওনার দোষ দেব কি মা—থাক্‌বে আর কোত্থেকে বল ?"

"দেয় কেন ?"

বলিয়া চন্দ্রমুখী চোখ রাঙাইয়া চাহিল, দাসী ক্ষুণ্ণস্বরে জবাব করিল—

"বউ মানুষ—চাইলে—না দিয়ে পারে কি মা? একেই তো ওনার উপর সব দরদ কত, তার উপর না দিলে কি আর রক্ষা থাকবে মা? ওই যে আদ্যিকালের মানুষটি আছেন উনি তো বাঘ-ভালুকের চেয়ে কম নন—কাযেই ভয় না করে কে পারে? এই, পিসীমা হেঁসেল ছাড়া অবধি—তাই বা কেন—মা পড়া অবধি, বৌদির বরাতে নুন ভাত বই একদিনও জোটে না, চক্ষে দেখ্‌ছি তো রোজ?"

ইন্দু চোখ রাঙাইয়া ধমক দিয়া কহিল—

"তুমি বাপু যে কায করতে বসেছ তাই করে যাও না, হেঁসেলের খবর কি জান যে ফোড়ন দিচ্ছ, বুড়ো হলে কথা কহা রোগ বেড়ে যায় না কি? কেন—মাছ-তরকারি আমার কম ছিল না কি?"

গঙ্গামণির অসাক্ষাতে হইলে এই বৃদ্ধা দাসী উচিৎ কথা বলিতে পিছাইত না এবং অনৈরণ সহিতেও পারিত না। ইন্দুর কথায় জোর করিয়া বলিল—

"কম তো ছিল না—কোন দিনই থাকেনা দেখতে পাই, কিন্তু ক'দিন তা তোমার পাতে পড়ে বলত বাছা? আমরা যে দাসী-বাঁদী গতোর খাটাতে এয়েছি তা তোমার চেয়ে নিত্যিই হাজার গুণে ভাল খাই, তুমি যে রাজার বাড়ীর একটা বউ—তোমার বরাতে কি জোটে মা?"

বলিতে বলিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বৃদ্ধা চাপা গলায় পুনরপি কহিল—

"এই যে নিমাইমামার খাবার সময় নিত্যি এসে ঠাকুরমা কাছে বসে জোর করে তার পাতে দশজনের মাছ-তরকারি দিইয়ে দেয়—তাতে কই বাধা দিতে পারনা, আর সত্যি কথা বল্‌ছি বলে বড় দোষ হয়েছে আমার? আজও তো তেমনি করে তোমার ভাগের দুধটুকু অবধি

তাকে খাইয়ে গেল—না দিয়ে থাকতে পারলে না? একজন খেতে পারে না, ফেলা ছড়া করে, আর যে রাঁধে সেই বেচারাই নূনভাত চেটে মরে। এমন এক চোখো কসাই বাপের কালে দেখিনি মা?"

বলিয়া বৃদ্ধা ব্যাজার হইয়া আপন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু শুনিয়া চন্দ্রমুখীর মুখখানির উপর একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, বৌদিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল—

"এমনি করে ক'দিন বাঁচবে ভাই? রোস—আজই আমি মাকে বল্‌ছি গিয়ে।"

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া সভয়ে কহিল—

"না চন্দর ব্যাগত্যা করছি তোকে, খবরদার মার কানে এসব কোন কথা তুলিস্‌নি—আহা অসুখে খুণ হয়ে যাচ্ছেন তিনি।"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল, তাড়াতাড়ি চন্দ্রমুখীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

হিন্দুর কুলাঙ্গনারা নিজের দেহকে মাটির মত অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া পরের সেবায় যেমন নিঃস্বার্থভাবে নিয়োগ করিতে পারেন, জগতের আর কোন জাতির ললনার তেমন সাধ্য নাই। এই নিঃস্বার্থ সেবাব্রতই তাঁহাদিগকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতে শত শত প্রলয় ও ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়াও হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি অটুট অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সরলের জননী বধূকাল হইতেই এই প্রকাণ্ড পুরীর সমস্ত দায়িত্ব, সকল ব্যবস্থা, কর্ত্তব্য ও পরিশ্রমের ভার আপন স্কন্ধে বহন করিয়া নিজের দেহ ও স্বাস্থ্যের প্রতি একবারও নজর করিবার অবসর পান নাই, তাহার ফলে ভীষণ অম্লশূলের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু প্রথম প্রথম কিছুকাল ধরিয়া সে দিকে তিনি আদৌ তাকাইয়া দেখেন নাই, নিরন্তর সহস্র প্রকারের অজস্র কর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের তলে

ফেলিয়া—বিজয়ী বীরের মত হাসিমুখে সর্ব্বদাই তাহাকে পেষণ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যেমন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল—তেমনি সেই নিদারুণ ব্যাধিও, সুযোগ পাইয়া সকলের অগোচরে, চোরের মত অত্যন্ত গোপনে গৃহভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে সে যখন গভীর খাদ করিয়া একেবারে সংহার মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাকে আর দমন করিবার সাধ্য তো কাহারও রহিলই না—অধিকন্তু সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দেখিল যে—গৃহখানি পতনেব আর বেশী দেরী নাই।

গোকুলানন্দ চম্‌কাইয়া উঠিলেন। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে উভয়ের ভিতরে যে মনান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি এই অসীম সহ্যগুণ-পরায়ণা নীরব, চিরহাস্যময়ী রোগিনীর প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া আসিতে ছিলেন বলিয়া,—মর্ম্মে মর্ম্মে নিরতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন। বস্তুতঃ গোকুলানন্দ অত্যন্ত অর্থলিপ্সু—গম্ভীর এবং কঠোর চরিত্র হইলেও, পত্নীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, সুতরাং অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে পরাণ হালদারকে একান্তে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া—"পরাণ-দা"—বলিয়াই, কথাটা আর প্রকাশ করিতে পারিলেন না, হঠাৎ তাহার হাত দুইখানা দুই হাতে জোরে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধভাবে চাপা গলায় ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরাণ হালদার গৃহিণীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন—

"ছিঃ মা-লক্ষ্মী, এমনি করে কি আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হয়? এতো কমদিনের রোগ নয় মা, এতকাল ধরে চেপে রেখে রেখে একেবারে সাংঘাতিক করে তুলেছ? ছি ছি মা তোমার এই বুড়ো ছেলেটার কাছে কি এক দিনের জন্যও একথাটা বলতে নেই?"

গৃহিণী পাণ্ডুর অধরে একটুখানি ম্লান হাসিয়া জবাব করিলেন—

"ঢের তো ভাবিয়েছি—জ্বালিয়েছি বাবা, আর কত ভাবাতে জ্বালাতে বল ?"

"ছি ছি মা, অমন কথা মুখে এনো না, রাজলক্ষ্মী যে তুমি, তোমার এই সোণার রাজত্ব শ্মশান করে অকালে চলে যেতে চাও ? তোমার বিহনে—আমরা কার মুখ চেয়ে প্রাণ ধরে থাকবো মা ?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গাঢ় হইয়া গেল, চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া—গোটাকতক ডাগর ডাগর জলের ফোঁটা মাটীর উপর পড়িল। সরলের জননী আবার মধুর হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

"না বাবা, এই রোগের যাতনার উপরে তোমরা আর অমন করে আমায় কাতর করে তুল না। তাঁর চোখে অবধি জল দেখে পর্য্যন্ত আমার বুক ফেঠে যাচ্ছে। একদিন না একদিন মরবে বলেই তো সবাই সংসারে এসে জন্ম নেয়, কিন্তু বাবা, ক'জন মেয়েমানুষ মনের সুখে হাস্‌তে হাস্‌তে আরামে মরতে পারে—ক'জন মেয়েমানুষের তার নারী-জন্মের সকল সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয়—আর ক'জনইবা তার সোণার রাজ্যপাট বজায় রেখে পতিপুত্রের কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে হাসতে যেতে পারে ? সে যে অনেক পুণ্য—বহু ভাগ্যের ফল বাবা ? যদি তেমন সুযোগ আপনা হতে এসে জুটেছে, তবে আর যেতে ভয় পাব কেন ? মা চণ্ডীর দয়ায় আমার তো কোন সাধই মিটুতে বাকী নেই। দিক্‌পাল স্বামী—রাজার মত ঐশ্বর্য্য—মনের মত ছেলে-মেয়ে—প্রাণের বাড়া বউ—চারিদিকে জমজমাট সোণার সংসার ? এ সকল এমনি বজায় থাকতে থাকতে যদি হাতে নোয়া আর মাথায় সিঁদুর পরে এই বেলা পালাতে পারি, তার চেয়ে বেশী ভাগ্যের ফল আর বেশী

পুণ্যের জোর হিঁদুর মেয়ের আর কি হতে পারে। বুঝে দেখ দেখি বাবা—হাওয়ার মুখে আগুন জ্বলে উঠ্‌তে বরং তর সয়, কিন্তু মানুষের কপাল পুড়ে যেতে তর সয় না। চোখের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে লহমার ভিতরে যে সব ওলোটপালট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ—এই বাংলা দেশে, আমাদের হিঁদুর মেয়েদের বরাতকে যে মোটেই বিশ্বাস নেই বাবা। যে দিনটা কাটে—সেই দিনটাই কেটে গেল মনে হয়, কিন্তু তার পরের দিনটা কাটবে কিনা—কে বলতে পারে? হাতে পেয়ে এমন মাহেন্দ্রযোগের ফলটা যদি ভোগ করে নিতে পারি—তবে, তা থেকে আমাকে আটুকে রাখা কি তোমাদের উচিত? না বাবা, মা চণ্ডীর কাছে এই প্রার্থনা জানাও—যেন, এই সুযোগ বয়ে না যায়।"

বৃদ্ধ আর একটি কথারও জবাব করিতে পারিলেন না, কেবল নীরবে কিছুক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রোগিনীর প্রফুল্ল পাণ্ডুর বদনে অম্লান শান্তি এবং পুণ্যের দীপ্তি দেখিতে দেখিতে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

তারপর হইতে অকাতর অর্থব্যয়ে চিকিৎসার তাড়া হুড়া পড়িয়া গেল। স্বয়ং গোকুলানন্দ রোগিনীর শয্যাপ্রান্ত ছাড়িয়া কাছারী বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছুমাত্র ফল হইল না—দিন দিন রোগিনীর পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলের মনেই একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিল। তেমনি দিনে সহসা জমীদারী সংক্রান্ত একটা সাংঘাতিক মোকদ্দমাও হাইকোর্টে আরম্ভ হইয়া গেল। তদ্বিরের জন্য পরাণ হালদারকে পূর্ব্বেই কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইয়াছিল; তারপরে হঠাৎ একটা জরুরী টেলিগ্রাফ পাইয়া, বাধ্য হইয়া গোকুলানন্দকেও সপ্তাহখানেকের জন্য কলিকাতায় গমন করিতে হইল। তিনি অনিচ্ছা স্বত্বেও রোগিনীর তদ্বিরের ভার নিমাই

এবং গঙ্গামণির উপর দিয়া দিদিকে সত্বর লইয়া আসিবার জন্য কুটুম্ব-বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া চলিয়া গেলেন।

সরল তার মেঝভাই অমলকে লইয়া কলিকাতায় নিজেদের বাসা-বাটীতে থাকিয়া কালেজে পড়িত। সেবার তাহার এল-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর—সময়ও কাছাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সে তাহার পড়াশুনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল বলিয়া পরাণ হালদার তাহাকে গৃহিণীর সেই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ দেন নাই। অমলও সেবার এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া বাড়ীতে আসিতে পারে নাই এবং মাতার তেমন পীড়ার সংবাদও জানিত না। কেবল সাত বছরের বিমল গৃহে থাকিয়া গ্রাম্য ইংরাজী ইস্কুলে পড়িত এবং তা'দের সকলের ছোট ভাই পাঁচ বছরের নির্ম্মলকুমার সবেমাত্র হাতে খড়ি' শেষ করিয়া তাহা-দেরই প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে গুরুমহাশয়ের কাছে বসিয়া দাগা বুলাইত।

এই ছেলে দুটিকে তাহাদের পিসীমা প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। শৈশব হইতে পালন করিয়া তিনি তাহাদিগকে একেবারে নিজের সন্তানের মত করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বিমল এবং নির্ম্মল পিসীমার যেমন ন্যাওটো হইয়াছিল তেমন মায়ের হইতে পারে নাই। তারা তাঁহার কাছেই থাকিত; তিনিও যখন যেখানে যাইতেন—বিমল ও নির্ম্মলকে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না। এবারেও বালকদ্বয়ের ইস্কুল এবং পাঠশালা কামাই করাইয়া—সঙ্গে করিয়া কুটুম্ব ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। গৃহিণীর পীড়া ইদানীং যে এরূপ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছিল, সে সংবাদ তিনিও এতদিন জানিতে পারেন নাই।

ডাক্তারী ঔষধ খাইতে কিছুতেই স্বীকার না করায় গোকুলানন্দ পত্নীর চিকিৎসার ভার তাঁহাদের গ্রাম্য কবিরাজ 'বিশারদ' মহাশয়ের হস্তেই অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রাম্য চিকিৎসক হইলেও

তাঁহার মত বিদ্বান এবং বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী কবিরাজ শতেকের ভিতরে একজন মিলিত কিনা সন্দেহ, বিশেষতঃ নাড়ী-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। গোকুলানন্দের পিতামহ সেনহাটী হইতে ইঁহাদের আনাইয়া সেই গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বালককাল হইতেই ইঁহাকে নিজ অর্থব্যয়ে বৈদ্য-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া আপনাদের গৃহ-চিকিৎসক প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বহুক্ষণ অবধি চোখ বুজিয়া গৃহিণীর নাড়ী টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—সত্য কথা বলবে মা?"

"কবে আমি আপনার কাছে মিছে কথা বলেছি বাবা?"

"রাগ করোনা মা—আমি তোমার পেটের সন্তানের মত, আমাকে সত্য বল দেখি, আজ দুদিন অবধি একরতি পরিমাণ ঔষধও খেয়েছ কিনা?"

গৃহিণী নিরুত্তরে আশ্চর্য্য হইয়া কবিরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, বিশারদ মহাশয় আবার তেমনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

"আমার কাছে কি লুকোতে পার মা? তোমরা যেমন আয়না হাতে ধরে মুখ দেখতে পাও, আমিও যে তেমনি নাড়ী টিপে ধরে সকল বৃত্তান্ত জানতে পারি। আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যে কাষ নিয়মিত ভাবে নিত্য নির্ব্বাহ করে আসছি তাতে কি আর ভুল-চুক হবার যো আছে? ছিঃ মা জননী! এরূপ অন্যায় কাষ কি তোমার করা উচিত হয়েছে মা?"

"আপনি আগে সত্য করে আমার একটা কথার জবাব দিন দেখি—তাহলে, কেন যে ঔষধ খাইনি, তার কারণ বলবো। তখন যদি তা আমার অন্যায় বলে বিবেচনা করেন তাহলে আমাকে তিরস্কার করবেন।"

বলিয়া সরলের জননী ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিলেন। গৃহ-চিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বদা অন্তঃপুরে গতিবিধি থাকায় এই অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার কথা শুনিয়া বিশারদ মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

"বল মা—কি জানতে চাও?"

"এই যে সব ওষুধ দিচ্ছেন, এতে কি সম্পূর্ণ নীরোগ করে আমার নষ্ট পরমায়ুঃ ফিরিয়ে দিতে পারবেন?"

বৃদ্ধ বিশারদ মহাশয় একটা খুব ভারী রকমের লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে জবাব করিলেন—

"কার সাধ্য যে বিনষ্ট পরমায়ুঃ ফিরিয়ে দিতে পারে মা?"

"তবে বৃথা এত ওষুধ খাওয়ান কেন?"

"ঔষধে মনুষ্যপ্রকৃতির সহায়তা করে; রোগ-যন্ত্রণা অনেকটা নিবারণ করে।"

"কিন্তু, তাতে তো পরমায়ুর সাহায্য করে না।"

এমন কথা তো বলা যায় না মা। রোগে মনুষ্য শরীরের যে শক্তি অপচয় করে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়, ঔষধে সেই শক্তি যথাসাধ্য পূরণ করে অন্ততঃ আরও কিছু সময়ের জন্যও তো থামিয়ে রাখতে পারে মা?"

সরলের জননী একটুখানি চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপরে সহসা বৃদ্ধের মুখের পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা বাবা, নাড়ীধরে আপনি তো রোগীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করে বলে দিতে পারেন?"

কবিরাজ মহাশয় উৎসাহিত হইয়া গর্ব্বভরে জবাব দিলেন—

"তা মা চণ্ডীর প্রসাদে আর তোমাদের কল্যাণে সে শক্তি আমার

যথেষ্ট জন্মেছে বলেই আশা করি। শুধু রোগীর কেন—উত্তমরূপে নাড়ী পরীক্ষা করলে বোধ করি সুস্থব্যক্তির আয়ুঃকালও কতকটা নির্দ্দেশ করে বলে দিতে পারি।"

"উত্তম, তবে বলুন দেখি—আমার সময় আর কত বাকী?"

বলিয়াই বাঁ হাতখানি বৃদ্ধের দিকে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু বিশারদ মহাশয় তাহা আর গ্রহণ না করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন—

"আর আমার দেখবার প্রয়োজন নাই—যথেষ্ট পরীক্ষা করে দেখেছি। যদি মা আমি তোমাকে না জানতুম, তাহলে কখনই বলতে সাহস করতুম না,—তোমার আয়ুঃকালের আর বেশী—"

বৃদ্ধের গলা কাঁপিয়া কথা শেষ হইল না, সহসা চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া নিতান্ত বিরক্ত ভাবে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন—

"ছি ছি ছি—কি বিদ্যা উপার্জ্জন করেছি! আজ যদি আমার এ বিদ্যা নিষ্ফল—এ জ্ঞান নির্ব্বাণ—এ কথা মিথ্যা হয়?"

কিন্তু সরলের জননী পরম আহ্লাদের সহিত উৎসাহিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া কহিলেন—

"আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা, মা চণ্ডী আপনার বিদ্যা, জ্ঞান, বাক্য সার্থক করুণ—আজ আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"কিন্তু মা—ঔষধে তো যাতনার উপশম হতে পারে।"

"সে ক্ষণিক আরামে আর ফল কি বাবা? হাড়কাঠের ভিতরে যার মাথা পড়েছে, বলিদানের পূর্ব্বে সে পশুকে আর টানাটানি—ছেঁড়া ছিঁড়ি করে কষ্ট দেওয়া কেন, বিশেষ আপনার মুখে আজ যা শুনলুম তাতে আমার যন্ত্রণা সব যেন জুড়িয়ে গেছে। এখনকার যে ওষুধ পান

করা বিধি এইবার তার যোগাড় করতে থাকি বাবা। খুব বেশীদিন কি এখন—"

"না মা—তেমন আশা আর তো করতে পারছি না।"

বলিতে বলিতে একটা বুকফাটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিশারদ মহাশয় প্রস্থান করিবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

"রাজ রাজেশ্বরী তুমি মা—পরম গুণবতী বুদ্ধিমতী, উপস্থিত ব্যবস্থার বিষয়ে যা নির্ণয় করেছ তা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ ব্যবহারে তো অপকার নাই মা। অন্ততঃ পাঁজরার ভিতরকার ওই বিষম বেদনাটার জন্ম মালিশ লাগিয়ে গরম নুনের সেঁকটা যত বেশী পার দিতে থাক, বুড়ো ছেলের এই কথাটা অগ্রাহ্য করোনা মা।"

সেটা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি বোধ করি অসীম সহিষ্ণু ব্যক্তিরও ছিল না। সেই নিদারুণ বেদনাটাই তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বেদনাটা প্রবল হইলে তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না—একেবারে কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করিতেন, সমস্ত মুখের শিরা-গুলা ফুলিয়া উঠিয়া চোখ দুটি বাহির হইয়া পড়িত। তখন কবিরাজের মালিশ প্রয়োগ করিয়া গরম নুনের সেঁক দিলে সকল যাতনার অবসান হইয়া তাঁহার চক্ষু দুটি সহজভাবে নীমিলিত হইয়া আসিত। সেই আরাম-টুকু উপভোগ করিবার লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

দিবারাত্রির ভিতরে অন্ততঃ দশ পনেরবার তেমনি ভাবে সেঁক দিতে হইত। একার্য্য ক্যামার মার দ্বারা যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত তেমন অন্য কাহারও দ্বারা হইত না। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে ক্যামার মা আসিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

"দূর করে টেনে ফেলে দে তোর হাতের ওই ছাইভস্ম গুলো, ও ছাই বিটকেল পাঁচন আর আমি খাব না।"

"অমন কথা মুখে এনোনি মা—অমোয়্‌তো মনে ভেবে এটুকু চুক করে গিলে ফেল—মা চণ্ডীর দয়ায় শীগ্‌গির সেরে উঠবে ভয় কি ?"

"মা চণ্ডীর ইচ্ছা জানতে পেরেই তো ওগুলো টেনে ফেলে দিতে বল্‌ছি, তাঁর পূজো দিয়ে চরণামৃত এনে দিতে পারিস তো আমার এখন-কার এ রোগ সেরে যায়।"

"তো কেন পারবোনা মা, ভোর না হতেই চলে যাব।"

বলিয়া ক্ষ্যামার মা মহা আহ্লাদিত হইয়া উৎসাহের সহিত কহিল—

"তুমি আদেশ পেয়েছ বুঝি ?"

"হুঁ, কবিরাজ মশায় এসেছিলেন জানিস তো, তিনি এইমাত্র মা-চণ্ডীর ইচ্ছা আমাকে জানিয়ে গেছেন, মোদ্দাৎ যত শীগ্‌গির হয়।"

গৃহিনীর পীড়া প্রকাশ পাওয়া অবধি ক্ষ্যামার মা অত্যন্ত গম্ভীর এবং রুক্ষ স্বভাব সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহিনীর মুখে ওই কথা শুনিয়াই অত্যন্ত লঘুচিত্ত—এবং চঞ্চল হইয়া পড়িল। মহা উৎসাহে হাতের পাঁচনের পাত্রটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—তৎক্ষণাৎ সেই খানে সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িয়া চণ্ডী দেবীর উদ্দেশ্যে বারম্বার মাথা খুঁড়িয়া মাটিতে নাকের ডগা ঘষিতে ঘষিতে আপনা আপনি কহিল—

"হে মা মঙ্গলচণ্ডী দোহাই মা তোমার—মাকে আমার নীরোগ করে দেও, আমি জোড়াপাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দিয়ে আস্‌বো।"

সে রাত্রি ক্ষ্যামার মা একটিবারের জন্যও চোখ বুজিল না, সারারাত্রি মনের আনন্দে গৃহিনীর সঙ্গে গল্প করিয়া—শেষ রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেই—তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া শুদ্ধাচারে একাকী, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, দেবীর স্থানে যাত্রা করিল।

সকালবেলার দিকটায় গৃহিনী একটু ভাল ছিলেন, নিমাই এবং গঙ্গামণি একটিবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, সারা

দিনের ভিতরে আর খোঁজ খবর লইবার আবশুক মনে করেন নাই। কিন্তু বিকালের দিকে তাঁহার সেই পার্শ্ববেদনা একটু একটু করিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল চন্দ্রমুখী সারাদিন মায়ের কাছে ছিল। তিনি আজ তাহাকেই অনেক কথাই নানা রকম করিয়া বারম্বার বুঝাইয়া বলিতে ছিলেন। বেদনা আরম্ভ হইলে চন্দ্রমুখী মালিশ করিতে গিয়া ঔষধের তীব্র গন্ধে অস্থির হইয়া পড়িল, গৃহিণী তাঁহাকে বাধা দিয়া নিরস্ত করিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে যখন যাতনা বাড়িতে আরম্ভ হইল তখন আর স্থির হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্ফুট কাতরোক্তি করিতে করিতে বিছানাময় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তখন চন্দ্রমুখী আর থাকিতে না পারিয়া বৌদিদিকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

ইন্দু সারাদিন রন্ধনশালার সহস্র দায়িত্বপূর্ণ কঠোর কর্ত্তব্যের ভিতর থাকিয়াও—ফাঁকে ফাঁকে—অন্ততঃ দশবার ছুটিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে দেখিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাকে অন্য দিনের চেয়ে একটু ভাল দেখিয়া নিবিষ্ট মনে আপনার কার্য্যে লাগিয়াছিল। কিন্তু শেষবেলায় খাইতে বসিয়া হঠাৎ চন্দ্রমুখীর মুখে তাঁহার রোগ বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া আহার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি—আর সকল কথা ভুলিয়া—শাশুড়ীর সুশ্রূষা করিতে বসিল।

ঘণ্টা কতক পরে যাতনার একটু অবসান হইলে ইন্দুর শাশুড়ী সহসা তাহাদের কার্য্যে বাধা দিয়া দুই হাতে কন্যা এবং বধূকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া নীমিলিত চক্ষে নীরব হইয়া রহিলেন। কেহই একটুও বাধা দিবার চেষ্টা করিল না জড়ের মত—নির্জ্জীব স্তব্ধ ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কেহই জানিতে পারিল না যে, দিনের আলোকের অবসান হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার তাহাদের অগোচরে কোন খান দিয়া

কখন আরম্ভ হইয়া—একেবারে গম্ভীর মূর্ত্তিতে পৃথিবীর উপর অনেকখানি ছাইয়া পড়িয়াছে। সহসা সন্ধ্যা প্রদীপের প্রখর রশ্মি চোখের উপর প্রতিভাত হইয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন।

গঙ্গামণি একটা প্রজ্বলিত প্রদীপ হাতে লইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া বেড়াইতে ছিলেন। সেই প্রকাণ্ড পুরীর সকল ঘর গুলিতে সন্ধ্যা দেখাইতে দেখাইতে—যখন সেই সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার উদ্যম বিফল করিয়া দিল, তখনো গৃহিনীর মহলের দিকে সন্ধ্যা দেখাইতে যাইবার অবসর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য মহলের সকল ঘর গুলি শেষ করিয়া পরিশেষে যখন সেইদিকে চলিলেন, তখন সেই দিককার সকল ঘর গুলিতেই পরিচারিকা সেই কার্য্য সমাধা করিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তবুও গঙ্গামণি নিরস্ত হইলেন না। তেমনি প্রজ্বলিত প্রদীপ হাতে লইয়া সকল ঘর গুলিতে একবার করিয়া উঁকি মারিতে মারিতে যখন গৃহিনীর ঘরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখনো তিনি কন্যা এবং বধূকে বুকের উপর তেমনি করিয়া চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন। দেখিয়াই গঙ্গামণি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, তার পরেই ভয়ানক রাগিয়া চোক মুখ লাল করিয়া পর মুহূর্ত্তেই সেখান হইতে নীরবে সরিয়া গেলেন।

একটু খানি পরেই গঙ্গামণির কঠোর কণ্ঠের ভীষণ গর্জ্জনে সমস্ত বাড়ীখানা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। ইন্দু ধড়ফড় করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—

"খবরদার যেও না দেখি কি করতে পারে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কন্যা ও বধূকে বুকের উপর টানিয়া লইয়াই অপূর্ব্ব পুলক, শান্তি ও সুখের আবেশে ইন্দুর শাশুড়ী তন্দ্রাভিভূত হইয়া ছিলেন, সহসা গঙ্গামণির কঠোর গর্জ্জনে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বেদনাটাও প্রবলতর হইয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইন্দু ও চন্দ্রমুখী আর কোন দিকে কাণ না দিয়া তাড়াতাড়ি আবার সুশ্রূষায় মনঃসংযোগ করিল।

অন্তঃপুরে গঙ্গামণির গর্জ্জনও ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ কোথা হইতে নিমাই চরণের কঠোব কণ্ঠ-নাদ আসিয়া মিলিত হইল। রন্ধনশালার সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা তাড়া-তাড়ি আসিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"আঃ সর্ব্বনাশ, করেছ কি বৌদি? কোন্ কালে সাঁঝ উতরে গেছে—এখনো উনুনে—"

কথা ফুরাইল না, চন্দ্রমুখী ভয়ানক রাগিয়া চোখ লাল করিয়া কঠোর স্বরে ধমক দিয়া কহিল—

"বৌদি কি খানাবাড়ীর কেনা-বাঁদী নাকি যে রোজ দুবেলা দুসন্ধ্যে করে দেশশুদ্ধ লোকের চুলোয় আগুন দিতে ছুটবে?"

কথাগুলা এমনই ভঙ্গিতে উচ্চারিত হইল যে সেই বৃদ্ধা দাসীতো থতমত খাইয়া কাঠ হইয়া গেলই—অধিকন্তু গঙ্গামণি এবং নিমায়ের উচ্চ কণ্ঠের ক্রোধব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনিও ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেল। সন্ধ্যা

এই ব্যাপারে গৃহিনী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, বধূর প্রতি একবার কাতরভাবে চাহিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু আবার চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

"না সে সব হবে না মা, বৌদিদিকে এ ঘর থেকে আমি আজ এক পা নড়তে দেব না, এতে যা হয় হবে। কেউ রাঁধতে পারেন খাবেন, না হয়—উপোস থাকবেন। ভাগ্যে বৌদি ছিল—নইলে আজ তোমার কি হতো বল দেখি, এই রাবণের পুরী—এক বাড়ী মানুষে কিল কিল কচ্ছে তো, কিন্তু বাড়ীর গিন্নী যে এখন যায়—তখন যায়, তা কটা লোক একবার খোঁজ করতে আসে? খালি নিজের গর্ত্ত বোজান হল সব চেয়ে বড়! তা, তাতে কেউ মানা কর্‌ছে না, আপনারা রেঁধে বেড়ে খান গিয়ে—"

চন্দ্রমুখী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, ইন্দু শশব্যস্তে তাহার মুখে নিজের হাত চাপা দিয়া, পরিচারিকার প্রতি বিনীত ভাবে চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল—

"তুমি যাও দিদি, সব জোগাড় করে দিয়ে দুটো উনুনে আগুন ধরিয়ে দেওগে, মার ব্যথাটা সন্ধ্যাবেলা নরম পড়ে উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আবার এই চেঁচাচেঁচিতে জেগে উঠে সেটা বেড়েছে, এই সেঁক দিতে দিতে এখুনি নরম পড়ে যাবে—আমি এলুম বলে!"

বলিয়া আবার শাশুড়ীর সেবায় মন দিল। কিন্তু বৃদ্ধা দাসী নড়িল না, গৃহিণীর পানে চাহিয়া ইসারা করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে চাপা গলায় কহিল—

"চন্দর দিদি তো একটাও অন্যায় কথা বলেনি মা, সংসারে এত লোক থাকতে ওই ভাল মানুষের মেয়েই বা রোজ দুবেলা কানায় ঠেলতে যাবে কেন? আমরা দাসী বাঁদী মানুষ—কোন কথা বলবার এক্তার নেই, কিন্তু এত অন্যায় চোখের উপর দেখেও চুপ করে থাকতে পারি নি।"

"তাও যদি এক সন্ধ্যেও পেট ভরে খেতে পেত?"

বলিতে বলিতে চন্দ্রমুখী আবার উদ্দাম হইয়া উঠিয়া পরিচারিকার কথার সুর ধরিয়া আরম্ভ করিল—

"আমরা কি কাণা-বোবা যে কিছুই দেখতে পাইনি না বুঝতে পারিনি? এই যে বাঁদীর অধম হয়ে গরীবের মেয়ে ছুটিবেলা গঁতোর পাত করে খাটছে, তা তার দিকে কি ফিরে চাইবার একটাও লোক আছে? এই তুমি যে অবধি বিছানায় পড়েছ মা, সেই থেকে বেচারার খাটুনী তো একশোগুণ বেড়েইছে, তার উপর বাড়াভাতক'টিও এক বেলাও ওর পেটে যায় না।"

বলিতে বলিতে চন্দ্রমুখীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া চোখদুটি সজল হইয়া আসিল। গৃহিনী নিজের রোগযাতনা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। সে জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া আবার তিক্তস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—

"খাবে কেমন করে, বাড়ীর কুকুর বেরালটাও তেমন ভাত খেতে পারে না। একে তো একলাটি রাঁধা-বাড়া-দেওয়া-থোওয়া করতে করতে সন্ধ্যার আগে খাওয়ার সময়ই পায় না—সমস্ত ভাত কটি কড় কড়া —ইটের মত—হয়ে যায়, তার উপর এই যে নিত্যি রাশি রাশি মাছ তরকারী পঞ্চাশ রকমের বেন্নুন রাঁধে, তার কোন কিছুর ছটাক খানেক কি একটি বেলাতে ওর পাতে পড়ে—তা খাবে কি দিয়ে? তোমার ব্যামো হওয়া অবধি কোনদিন একটু বেগুনপোড়া নয় তো কোনদিন শুধু ডাল ছাড়া আর কিছু খেতে পেয়েছে কি না—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলুক দেখি?"

বলিয়া চন্দ্রমুখী চোখ রাঙা করিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। ঐ মেয়েটি যখন উদ্দাম হইয়া উঠিত, তখন স্বয়ং গঙ্গামণি অবধি তাহার মুখের তোড়ের

কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। তাহার প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না—এমন কি কেউ যদি তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সে সময়ে দু'এক কথা বলিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলেও সে তৎক্ষণাৎ আরও শতগুণে প্রখরতর হইয়া একেবারে হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিত। সেইজন্য চন্দ্রমুখী রাগিলে সকলেই শশঙ্কিত হইয়া চুপ করিয়া মুখ বুজিয়া থাকিত।

চন্দ্রমুখীর কথাগুলা ইন্দুর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু পাছে, থামাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে, আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়া এমন কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করিয়া বসে, যাহাতে সেই বৌ মানুষটিকে লজ্জায় একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হয়, কেবল সেই ভয়েই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে শাশুড়ীর সেবা করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন তাহারই আহারের কথা লইয়া চন্দ্রমুখী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন ইন্দু লজ্জায় একেবারে মোরিয়া হইয়া উঠিয়া, সহসা তাহার পানে উষ্ণচক্ষে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল—

"তুই যদি ফের এই চুলোর পাঁশ খাওয়ার কথা নিয়ে এমনতর কেলেঙ্কারী করিস চন্দর, তাহলে—এই মার পা ছুঁয়ে বলছি যে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

গৃহিনী এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নীরবে সকলের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বধূর কথা শুনিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—মিষ্ট ভৎর্সনার স্বরে কহিলেন—

"ছিঃ বৌ-মা বড় হয়ে কি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার বাড়ছে, অমনতর কথা আর কখনো ঠোঁটের ডগাতেও এনো না।"

ইন্দু জবাব করিল না, কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি হইতে গোটাকতক ডাগর ডাগর জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া—মুক্তার মত—ঝরিয়া পড়িল।

গৃহিনী তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মিষ্টস্বরে কহিলেন—

"এতে কি মনে কষ্ট করতে আছে মা? পাঁচজনের সংসারের বৌ-ঝির উপর দিয়ে অনেক বড় বড় ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়, সে সমস্তই অগ্রাহ্য করে যে নিজের কর্ত্তব্য করে যেতে পারে সেই তো লক্ষ্মীমেয়ে। মা-লক্ষ্মী তার উপর চিরকাল সদয় থাকেন, পরিণামে তার সংসার ধনে-ধানে উথলে উঠে শান্তির আগার হয়। এমনিতর সব লক্ষ্মীমেয়েরা হিঁদুর ঘরে কুল-বধূ হয়ে আসেন বলেই, হাজার রকমের অবনতির ভিতর দিয়েও হিন্দুর গৌরবের জ্যোঃতি আজও চিক্‌চিক্ করে ফুটে বার হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করে দিচ্ছে। এই লক্ষ্মীমন্ত বঙ্গবধূদের গুণেই নির্জ্জিত—অভাব ক্লিষ্ট—অত্যাচার পীড়িত বঙ্গভূমির বুকের উপরে আজও মা কমলা তাঁর স্বর্ণপদ্মের সিংহাসন খানি পেতে বসে আছেন। তুমি যে মা সেই বঙ্গ-লক্ষ্মীরূপিনী বঙ্গবধূ। তোমার এই সংসারটিকে ধনে ধানে পরিপূর্ণ করে সুখশান্তিময় করে তোলবার সমস্ত দায়িত্ব—সমস্ত ভার যে তোমার উপর। এই তুচ্ছ ব্যাপারে—খাওয়ার বিষয়ে এ রকম লজ্জিত হয়ে মনোকষ্ট পাওয়া তো তোমার উচিৎ নয়। তোমার জীবনের উপর যে ভবিষ্যতে এই সারা সংসারটির জীবন নির্ভর করছে মা, তোমার খাওয়া দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি না করলে চলবে কেন? পরের বোঝা বহা যার ধর্ম্ম—তার নিজের সুখ-দুঃখ, মান অভিমান, লজ্জা সম্ভ্রমের বোঝা হাল্‌কা করে না ফেল্লে কি চলে? তোমার—"

সহসা গঙ্গামণির তিক্ত চীৎকারে গৃহিনী থামিয়া গিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। ততক্ষণে সেঁক দিতে দিতে, তাঁহার বেদনাটা থামিয়া গিয়াছিল, ইন্দু তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গদগদ ভাবে নিম্নস্বরে কহিল—

"আর আমার মনে কোন কষ্ট—কোন ক্ষোভ নেই। আশীর্ব্বাদ কর মা—যেন এমনিতর তোমার পায়ের ধুলো মাথায় করে চিরকাল তোমার আদেশে তোমার আদর্শে চলে তোমার নাম বজায় রাখতে পারি মা।"

বলিয়া নিমিষের ভিতরে বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই গৃহিনী সভয়ে শুনিলেন, গঙ্গামনি উচ্চস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া কহিতেছে—

"যাও গো যাও, তোমায় আর দেশ জানিয়ে কানায় ঠেলতে আসতে হবেনা—আগুনতাতে সোণার বরণ মলিন হয়ে যাবে যে! যেমন আদরের মোমের পুতুলটি আছ—তেমনি সোহাগ করে শাশুড়ীর বুকের উপর শুয়ে আরাম করে ঘুমোও গিয়ে বাছা! রোগের করুণা আর তো কেউ করতে জানেনা, ধন্বন্তরীর মেয়ে তুমি—স্বর্গ থেকে উড়ে এয়েছ—তোমার গায়ের হাওয়া লাগলেই তাঁর ব্যামো সেরে যাবে'খন।"

"যাবেই তো সেরে, আর কে কবার এসে—"

বলিতে বলিতে চন্দ্রমুখী রাগে একেবারে বারুদের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, গৃহিনী শশব্যস্তে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়া বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

"খবরদার চন্দর, অমন করে তেড়ে যদি ঝগড়া করতে যাবি তো আমার মাথা খাবি, চুপ করে এইখানে বসে থাক্।"

"ইঃ—উচিত কথা বলবো তার ভয়টা কিসের?"

"তোর ভয় না থাকুক, তোর বৌদিদির আছে—আমার আছে।"

"কেন, তোমরা কি বাড়ীর দাসী-বাঁদী নাকি তোমাদের এত ভয় কার?"

"দাসী বাঁদী হলে ভয় থাকতো না, তা না হয়ে সংসারের মনিব হয়েছি বলেই পদে পদে ভয় করে সাম্‌লে চলতে হয়। চুপ করে থাক বল্‌ছি।"

"চুপ করে যে থাকতে পারছিনি মা, তুমি খালি ভয়ে ভয়ে চেপে সয়ে থাক বলেই শুধু শুধু বৌদিদিকে নিত্যি নিত্যি এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, নইলে—

"নইলে এই ঘর সংসারের বোনেদ এত দিন ফাট ধরতো।"

বলিয়া গৃহিণী একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিলেন। চন্দ্রমুখী কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইয়া ক্ষুব্ধভাবে বাধ-বাধ স্বরে কহিল—

"কিন্তু আমি যে সে নির্দ্দোষী বেচারার এত অন্যায়—এত খোয়ার আর সয়ে থাকতে পারিনি মা।"

বলিতে বলিতে সহসা আপনার চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী মেয়েকে আদর করিয়া বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অত্যন্ত মৃদু—মিষ্ট স্বরে কহিলেন—

"রাজার ঘরনী হয়ে জন্মএয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক মা, তোমাদের ননদ ভাজে এই রকম ভাব—এই রকম ভালবাসা যেন চিরকাল অটুট অক্ষয় হয়।"

চন্দ্রমুখী আর জবাব করিল না, মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া উত্তপ্ত নিশ্বাসে প্রাণের বেদনা ঢালিতে ঢালিতে আবার গঙ্গামণির অভিমান-তপ্ত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল,—এবার নিমাই চরণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে—

"মাংস খাবার এত সখ তো নিজেরা যেমন যোগাড় করে এনেছ তেমনি পার যদি তো হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওগে, নইলে রসুয়ে ডাকিয়ে বাইরে বাইরে তার বিলি বন্দেজ কর গিয়ে, এখানে ওসব হবে টবে না।"

"বাড়ীতে রান্না খাওয়া হবে না তো কি কুটুম-বন্ধু নিয়ে অতিথ হব গিয়ে তোমার পাঁচী ধোপানীর ঘরে? কেন, গতরে সব ঘুণ ধরে গেছে নাকি?"

বলিয়া নিমাই চরণ ততোধিক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গঙ্গামণি তেমনি শ্লেষ জড়িত তিক্ত কণ্ঠে জবাব করিল—

"ঘুণ ধরবে কেন—মোমের পুতুল আগুন তাপে গলে যাবে যে! বাড়ী? বাড়ী? তোর সাত পুরুষের কেনা কেলে বাড়ী পেয়েছিস্ নাকি যে যখন খেতে ইচ্ছে অমনি নবাবের মত হুকুম চালাবি? এখনো যে কুকুর বেড়ালটার মত এঁটো কাঁটা দিয়ে গর্ত্ত বোজাতে পাচ্ছিস্ এই আর জন্মের কত পুন্যির ফল বলে মনে করিস। আর দুটো দিন পরে নতুন গিন্নী মানুষ হয়ে উঠলে যে দাঁড়াবি কোথায় গিয়ে, এই চিন্তা করগে যা—মাংস খাবার সখ জুটলো? আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়?"

বলিতে বলিতে গঙ্গামণির কঠোর শ্লেষের তীব্র কণ্ঠস্বর ক্রমে একটু বেশী মাত্রায় অনুনাসিক হইয়া আসিল। নিমাইচরণ একটু খানি গম্ খাইয়া থাকিয়া উপেক্ষা ভরে হাঁকিয়া শুনাইল—

"অমন মাংস খাবার মুখে নিমাইচরণও ঝাড়ু মারে। আমার নিজের মাংস খাবার ঢের ঢের জায়গা আছে, সে জন্য তোমাদের খোসামুদি করতে আসি নি। দিদি একটু ভাল আছেন শুনে আজ মা চণ্ডীর স্থানে পুজো দিতে গিয়েছিলুম, সেখানে সরলের কেষ্টনগরের এক বন্ধুর মুখে শুনলুম যে, সে আজ তার একজন ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে বাড়ী আসছে, তাই মায়ের স্থানে এই পাঁটাটা পুজো দিয়ে নিয়ে এলুম। আমার কি বয়ে গেল, রাঁধতে হয় রাঁধুক, নয় তো আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিকগে, একি আমার সাতগুষ্টির শ্রাদ্ধে উচ্ছুগ্যু করবো বলে এনেছি?"

বলিয়া নিমাইচরণ শেষের কথাগুলার উপর একটু বেশী রকম দাঁত বসাইয়া নিতান্ত উপেক্ষার ভরে বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কি চন্দ্রমুখীর কাণে একটা কথাও পঁহুছিতে বাকী রহিল না। সরলের আগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা যত না উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন,

ততোধিক বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন নিমাই ও গঙ্গামণির অপ্রিয় মন্তব্য-প্রকাশ শুনিয়া। চন্দ্রমুখী একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

"এ শুনেও তুমি চুপ করে থাকতে বল মা? হোন্‌গে আমার গুরু-লোক, তাঁদের মাথায় বসিয়ে পূজো করতে রাজী আছি, কিন্তু এরকম বেইমানী—এ রকম নিমকহারামী কথা শুনে—"

"নীরবে—চুপটি করে সয়ে থাকাই উচিত চন্দর।"

বলিয়া, কন্যার কথায় বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—

"যাদের ইচ্ছে করলেই টিপে মারতে দেরী হয় না—তাদের মত অনু-গ্রহের পাত্র সংসারে কে আছে মা? তাদের প্রতি সর্ব্বদাই দয়া ও ক্ষমা প্রকাশ করার চেয়ে গুরুতর কর্ত্তব্য হিঁদুর ঘরের গিন্নীদের আর নেই, সেই তাদের মহাসাধনা—পরম ধর্ম্ম! আরও ভেবে দেখ—খারাপ মাটিতে পড়লে যে বুনো ওলের বাতাসেও গা চিড়চিড় করে, ভাল মাটীর গুণে সেই ওলই আবার মানুষের সুখাদ্য হয়ে দাঁড়ায়।"

"কিন্তু তা বলে ওলের স্বধর্ম্ম কি লোপ হয়ে যায় মা? বুনো ওলকে বাঘা তেঁতুল দিয়ে না রাঁধলে মানুষে যে তা সহ্য করতে পারে না।"

"তা পারে না বটে—কিন্তু মাটীর গুণে সেই বুনো ওল তো সুখাদ্য হয়ে ওঠে। সেই মাটী তোয়ের করা হলো সব চেয়ে শক্ত কায মা, আর সেই মহা কঠিন কাযটাই হল স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় সাধনা। সকল মেয়ে মানুষকেই কন্যা থেকে বধূ—বধূ থেকে গৃহিণী তোয়ের হয়ে উঠতে হয়। ছেলে বেলা থেকে একটু একটু সেই শিক্ষা না হলে সে মেয়ে একে-বারেই পাকা গিন্নী হয়ে উঠতে পারে না, সেই জন্যই গৃহিণীর দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী—তার কর্ত্তব্য সকল কর্ত্তব্যের কঠোর! তার কার্য্য সকল রকমেই আদর্শ হওয়া উচিত! সেই জন্যই আমাকে সকল দিক ভেবে অনেক ঝড় ঝাপটা নীরবে সয়ে থাকতে হয় মা। এর পুরস্কার এ জন্মে যদি না হয়—

তাতেই বা ক্ষতি কি ? কায ত এই দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে না, এর পুরস্কার এ জন্মে না হয়—অন্য জন্মে হবে। কিন্তু আমি বলছি—দেখিস তোরা—পরিণামে, ভবিষ্যতে এর সুফল নিশ্চয়ই ভোগ করতে পাবি। চন্দনের বনে জন্মালে অত্যন্ত নীরস আঁগাছড়া গুলোও সুগন্ধি চন্দন কাঠ হয়ে উঠে। এই যে এই বয়স থেকে মা-লক্ষ্মী বৌ-মা আমার এই রকম সব ঝড়-ঝাপটা সয়ে সয়ে তোয়ের হয়ে উঠছে—এর পর ও এমনি আদর্শ পাকা গিন্নী হয়ে দাঁড়াবে যে, ওর সোণার রাজ্যপাট ভবিষ্যতে পূর্ণ-লক্ষ্মীশ্রীতে দিনরাত্রি ঝলমল করতে থাকবে। তখন দেখিস—যারা এখন ওর শত্রু হয়ে অষ্টপ্রহর হাজার রকমে খোয়ার করছে—তখন নিজেদের ব্যবহারে মনে মনে মহা দুঃখিত হয়ে বেরাল কুকুরের মত আপনা হতেই ওর বশ মেনে অনুগত হয়ে উঠবে। এ মা, আমি তোকে খাঁটি সত্য কথা বলে রাখলুম।"

"তাই যেন হয় মা—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমি আমার নিজের জন্যে একরত্তিও গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু মা ওইযে লক্ষ্মীর মত পরের মেয়ে আমাদের ঘরে এসে এই বয়স থেকে আমাদের সকলকে তার বুকের পাঁজরার চেয়ে বেশী আপনার করে নেছে, তাকে কেউ অন্যায় করে একটা কথা বল্লে আমার বুকে যেন শেল বিঁধতে থাকে মা। আহা ভেবে দেখ দেখি—সেই যে একটুখানি বেলা থেকে গরীবের বাছাকে তার মা-বাপের কোল থেকে টেনে ছিঁড়ে এনেছ, এখানে আমরা তার মুখ না চাইলে তার মুখ চাইবার আর কে আছে মা ?"

বলিতে বলিতে আবার চন্দ্রমুখীর স্বর গাঢ় হইয়া চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া ফোঁটা কতক জল পড়িল। গৃহিনী অগাধ স্নেহে কন্যাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

"আমার ইচ্ছা যে তুইও মা এখন থেকে দিবারাত্রি ওর সঙ্গে সঙ্গে

ফিরে ওই রকম হতে শেখ। আর তো বেশীদিন তোকে এমন করে ধরে রাখতে পারবো না মা—তোকেও তো অমনিতর করে পরের ঘরে বিলিয়ে দিতে হবে।"

বলিতে বলিতে গৃহিনীরও কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল, আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া কন্যাকে অগাধ স্নেহে চুম্বন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে ক্ষ্যামার মা উল্লসিত ভাবে গৃহে ঢুকিয়াই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—

"আজ এই রাত আটটার গাড়ীতেই বড় দাদাবাবু তাঁর সেই বন্ধু ডাক্তার বাবুটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী আসছেন মা। মা চণ্ডী মুখ তুলে চেয়েছেন আর কোন ভয় নেই, ঠাকুরুণতলায় খবর শুনেই আমি ছুটে আসছি। এই নেও মায়ের চর্ন্নামৃত আর খাঁড়ার সিঁদুর এনেছি, মা তোমায় নীরোগ করে জন্মএয়োস্ত্রী করে বাঁচিয়ে রাখুন।"

বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া দেবীর উদ্দেশে একবার কপালে ঠেকাইয়া পুনরায় কহিল—

"নেও হাঁ কর দেখি, এইবার নড়োনা, থির হয়ে থাক—এই সিঁদুর তোমার সিঁথিতে দিয়ে বৌদিকে পরিয়ে দিয়ে আসি।"

বলিয়া ক্ষ্যামার মা গৃহিনীর মুখে একটুখানি দেবীর চরণামৃত ঢালিয়া দিয়া তাঁহার মাথায় ও গায়ে সেই হাত বুলাইয়া দিল, তারপরে বেলপাতায় মাখা সিন্দুর আঙ্গুলে করিয়া লইয়া গৃহিনীর সিঁথি রঞ্জিত করিল। তিনি দেবীর উদ্দেশে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

"কিন্তু তুই নতুন খবর দিতে পারলিনি, সরল আসছে তা আমরা অনেকক্ষণ শুনেছি, সেই জন্যে নিমাই মায়ের পুজো দিয়ে পাঁঠা ঘরে এনেছে যে।"

"ও হরি—তাই বুঝি!"

বলিয়া ক্ষ্যামার মা মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই পরক্ষণে কহিল—

"হায় হায় সেই জন্যে কালনিমে পূজো দিয়ে পাঁঠা আনবে? তবেই হয়েছে আর কি? আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলুম গো, ও গিয়েছিল পাঁচজন ইয়ারের সঙ্গে জুটে গট্টরা করে সেখানে চড়িভাতি রেঁধে খেতে, সে কি হুল্লোড় গো—কি হুল্লোড়! তা যদি চোখে দেখতে তো রাগে গা কস্ কস্ করত। যেখানটায় ওরা সবাই মিলে হল্লা করে রান্নাবাড়া করছিল—তার কাছ দিয়েও গেরস্তর বৌ-ঝিয়ের যাবার যো ছিল না—অত্যাচার কি কম, খালি কর্ত্তার ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না বই তো নয়? জ্যাঠা-বাবু কি তিনি কেউ বাড়ী নেই বলে ওর একেবারে মাহিন্দি যোগ পড়ে গেছে—সে দাপটের ধূম দেখে কে? কান্তোড়ের দীনু মোড়লের মানসিক ছিল—সে গিয়েছিল জোড়া পাঁঠা নিয়ে মায়ের পূজো দিতে। পথেই আমার সঙ্গে দেখা, বল্লে—"ক্ষ্যামার মা এয়েছিস ভাল হয়েছে, এই জোড়া পাঁঠা মানসিক ছিল এর একটা দেব বাবুদের বাড়ী পাঠিয়ে, আমায় আর দেড় ক্রোশ ভুঁই হেঁটে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। লোক করে দেব তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাবি।" দুজনেই তো—সেই দুটো পাঁঠা সঙ্গে করে একত্তরে মায়ের স্থানে গেলুম। তারপর সেখানে যেতেই—কোথায় ছিল বাপু ওদের ওই দস্যির দল—একেবারে হৈ হৈ করে এসে দিনুকে ঘিরে দাঁড়ালো, কালনিমে বল্লে—"মোড়লের পো জোড়া পাঁঠা পূজো দিতে এয়েছ, তা ভালই হয়েছে—খুব সময়ে এসে পড়েছ যা হোক, আমি এই সব বন্ধু-দের নিয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এয়েছি—একটা পাঁঠা আমাদের দিতে হচ্ছে বাপু।" দীনু বল্লে 'এর একটা তো আপনাদের বাড়ীতেই পাঠাব গো।' কালনিমে জবাব দিলে—"সে বাড়ীর তোয়াক্কা কে রাখে, দুটো তো আছে—একটা বাড়ীতে নিয়ে যাব'খন, এখন আমরা যে এখানে চড়িভাতি

করতে এয়েছি তার জন্যে একটা আলাদা চাই।" আহা সে গরীব বেচারা হাঁতে পায়ে ধরাধরি—কত খোসামুদী করলে তা কি কাণে তোলে? সে বেচারা যত কান্না কাটি করে—ততই বাবু আরও চড়ে উঠেন, শেষে বল্লে কিনা—"যদি মাগ ছেলে নিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘর করতে সাধ থাকে তো ভালোয় ভালোয় আমাদের চড়িভাতি খেতে একটা পাঁঠা দেও—নইলে তেরাত পোহাবে না দেখতে পাবে মজা?" বেচারা আর করে কি, নেহাৎ দায়ে ঠেকে, নগদ তিনটে টাকা খরচ করে আর একটা পাঁঠা কিনে এনে বাবুদের খেতে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পায়। এই যে গাড়ী এসে দাঁড়ালো—দাদাবাবুরা এসে পড়লো যে?"

বলিয়াই শ্যামার মা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহিনীর পীড়ার কথা পরাণ হালদার চাপিয়া রাখিলেও, গোকুলানন্দের কলিকাতায় গমনের পরে তাহা আর চাপা থাকিল না, সরল ক্ষুব্ধস্বরে পিতাকে কহিল—

"মার এ রকম বাড়াবাড়ি ব্যামো তো সে কথা এতদিন আমাদের জানতে দেননি কেন বাবা, এখন তাঁর অবস্থা কেমন ?"

গোকুলানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া পরাণ হালদার কহিলেন—

"তোমাদের এ সময়ে জানিয়ে ক্ষতি ছাড়া তো লাভ নেই বাবা, দু'জনকারই একজামিন কাছিয়ে এয়েছে—দিন রাত্তি খেটে পড়া তোয়ের ক'রছ এমন সময় অন্য ভাবনা জুটলে আর কি এ দিকে মন দিতে পারবে ?"

অমল পাশের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ ধাঁ করিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া বলিল—

"ঠিক কথাই তো দাদা, এখন কি আমাদের আর মরবার অবসর আছে ? এখন ওসব তুচ্ছ ঘর-সংসারের কথায় কাণ দিতে গেলে আমাদের চলে না, যদি এ বছরটা ফেল হতে হয়—তাহলে আবার পূরো একটা বছর অনর্থক লোকসান যাবে।"

সকলেই একসঙ্গে আশ্চর্য্য হইয়া অমলের মুখের পানে চাহিল, সরল বিরক্তিভরে তীক্ষ্ণভাবে কহিল—

"তুই বলছিস কি অমল,—এ কি তুচ্ছ ঘর-সংসারের কথা হল, মায়ের ব্যামো যে ? তাও আবাব শুনছি—কঠিন।"

"হলেই বা মায়ের ব্যামো ?"

বলিয়া অমল সকলের মুখের উপরেই থর্ থর্ করিয়া বলিয়া গেল—

"এ সব ঘর সংসারের কথা নয়তো কি ? ব্যামো পৃথিবীতে কার না হয়—আমরাও তো ছেলেবেলা থেকে কতবার কত ব্যামোতে ভুগেছি। আর প্রত্যেক ব্যামোই—বল্‌তে গেলে—কঠিন, একটা কাঁটা ফুটেও পেকে গিয়ে মানুষ মরতে শুনেছি। সংসারে থাকতে গেলেই ও ব্যামো-স্যামো লেগে থাকবেই—তা থেকে কারুর এড়ান পাবার যো নেই। তা মা কি, আর বাবা কি ? যেটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সেটা তুচ্ছ ঘর-সংসারের কথা নয় তো কি ?"

বলিয়া, নিতান্ত উপেক্ষার ভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। গোকুলানন্দ এবং পরাণ হালদার একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সরল দুঃখিত হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—

"ও রকম মন্তব্য আর মুখে আনিসনি অমল, ছেলে হয়ে জন্মেছিস্, তোর মুখে—মা-বাপের সম্বন্ধে—ওরকম ভাবে কোন কথা উচ্চারণ করিসনি, শুনলে শুধু যে আমাদের মনে কষ্ট হয় তা নয়—ওতে তোরও পাপ সঞ্চার হতে পারে। মনে ভাবিস যে—"

সরলকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই অমল তেমনি দৃঢ়স্বরে বাধা দিয়া কহিল—

"থাম দাদা, রাখ তোমার লেকচার—ওসব আমি ঢের জানি, মায়ের ব্যামো হয়েছে তা আমরা কি করবো, বাপ্ জ্যাঠা মাথার উপর আছেন—যেমন বুঝবেন—ডাক্তার-বদ্দি দেখাবেন—চিকিৎসা করাবেন। মানুষ অমর নয়—মা-বাপও কারুর চিরদিন থাকে না, যদি মন্দ ঘটে তাতে তো আর মানুষের হাত নেই, সাধ্যমত চিকিৎসা করাতে পারলেই কর্ত্তব্য শেষ হল। আমরা ছেলেমানুষ—এখন আমাদের জীবনের পথ

প্রস্তুত করে নেবার ভার আমাদের নিজের উপর। মিছে ভাবনায় এই মূল্যবান সময় নষ্ট করলে পরে মানুষ হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াব কেমন করে? আমাদের ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের জন্য আমরাই বাল্যকালে দায়ী—আর কেউ দায়ী হতে আসবে না তো?"

বলিয়া, সরলের প্রতি একটা উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়পদে প্রস্থান করিল। মুহূর্ত্তকাল সকলেই স্তব্ধ হইয়া সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গোকুলানন্দের বিষণ্ণ মুখখানি একেবারে কাল করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। পরাণ হালদার তাঁহার পানে চাহিয়াই একটা গভীর নিশ্বাস দমন করিয়া কতকটা সান্ত্বনার সুরে কহিলেন—

"বলেছে—অমল নেহাৎ অন্যায় কথা নয়, তোমাদের একজামিনের সময় যখন এত কাছে এগিয়ে এসেছে—"

কথা শেষ হইল না, সরল অত্যন্ত ব্যথিতভাবে কম্পিতস্বরে বাধা দিয়া কহিল—

"বলেন কি জ্যাঠাবাবু? কি ছার একজামিন—কি পড়াশুনার কথা আপনি বলছেন? পৃথিবীতে মা-বাপের চেয়ে গুরু, তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর আছেন কে? তাঁদের সেবার বাড়া ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সন্তানের পক্ষে আর দ্বিতীয় নেই। সময় নষ্ট হবে বলে—পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে—তাতে বিরত থাকবো?"

বলিতে বলিতে সরলের সারা মুখখানি লাল হইয়া চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া টল টল করিতে লাগিল, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া আসিল। তাহার কথা শুনিয়া মুখের পানে চাহিতেই গোকুলানন্দের নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধকার মুখখানি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গম্ভীর প্রকৃতি হইলেও তিনি আর আত্মদমন করিয়া থাকিতে পারিলেন না—চোখের কোণে দুই ফোঁটা

অশ্রু ক্রমেই বাড়িয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল; আবেগভরে দুই হাত বাড়াইয়া পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে রূদ্ধকণ্ঠে "বাবা—বাবা—" বলিয়াই নীরব হইলেন।

পরাণ হালদারের দুই চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে মুছিয়া কহিলেন—

"বাবা, বাবা, এই বুড়োর আশীর্ব্বাদে রাজ-রাজেশ্বর হও, জগদীশ্বর সর্ব্বদা সহায় হোন—এই বংশের মুখ যেন তোমা হতে দিন দিন অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠে। "তবু, অমলও নেহাৎ মিছে, অন্যায় কথা বলেনি, এ সময়ে মায়ের ব্যায়রামের কথা ভেবে ভেবে, মন খারাপ করে সময় নষ্ট করো না।"

"পারছিনা যে জ্যাঠাবাবু, আমার মন দিন দিন বেশী উতলা হয়ে উঠছে। কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারছিনা,—একবার তাঁকে দেখে না এলে আমি আর কোন কায করতে পারবো না। বলুন আমাকে কি অবস্থা তাঁর দেখে এসেছেন?"

বলিয়াই সরল অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ভরে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। গোকুলানন্দ আবার বিষণ্ণ হইয়া একটা উত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়িতে ছাড়িতে জবাব করিতে যাইতেছিলেন—পরাণ হালদার আবার বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—

"তেমন ভাবনার বিষয় নেই। ব্যায়ারাম কঠিন বটে—বিষম অম্লশূল —তার উপর—"

বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস চাপিয়া সহজভাবে শেষ করিলেন—

"তা চিকিৎসাও যথা সময়ে ঠিকমত আরম্ভ হয়েছিল বলে, এখন

অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠছেন। সেইজন্যেই তোমাদের আর অনর্থক ভাবাতে ইচ্ছা করিনি।”

“বলেন কি?”

বলিয়াই সরল মুহূর্ত্তকাল নিরবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়াই সভয়ে বলিয়া উঠিল—

“অন্নশূল—তার উপর অন্য উপসর্গ? বলেন কি, আপনারা এখনো চুপ করে আছেন—আমাকে জানতে দেন নি? মা—মা! ওঃ—তিনি কি নিদারুণ যাতনা ভোগ করে অষ্ট প্রহর আতারি-কান্তারি খাচ্ছেন আর আমি তা আজও জানতে পারি নি?”

“জানিয়ে আর ফল কি বাবা—হাত দিয়ে ঠেলে তো রোগ তাড়ানো যায় না, যথাসাধ্য ভাল রকম চিকিৎসা হচ্ছে—বিশারদ মশাই সর্ব্বদা উপস্থিত আছেন, তোমার বাবা তাঁর কাছ ছেড়ে একবেলার জন্যও কাছারী বাড়ীতে পর্য্যন্ত আসেন নি, বৌমা, ক্ষ্যামার মা—আর সকলে দিন রাত পড়ে প্রাণ ঢেলে সেবা করছে—”

“ছাই করছে!”

বলিয়াই সরল উত্তেজিত হইয়া অস্থির ভাবে কহিল—

“পর—পর তারা, প্রাণঢালা সেবার কি ধার ধারে? পতি কাছে নেই—পুত্র কাছে নেই—সেবা হচ্ছে কেমন করে? চন্দ্রা তো একরত্তি মেয়ে—বিমল নির্ম্মলও সেদিনকার কচি বাচ্ছা—তারা রোগীর সেবার কি জানে? আর আমায় নিশ্চিন্তি হয়ে পড়া তোয়ের করতে বল্‌ছেন? ভস্ম হোক্ পড়াশুনা—চুলোয় যাক—একজামিন—ভবিষ্যতে দীনের দীন হয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে খেতে হয় সেও ভাল—আমি আজই বাড়ী যাব। মা-বাপের জীবনের চেয়ে সংসারে আর মূল্যবান কিছুই নেই। সেই জাগ্রত স্বর্গের দেবী জননী আমার আজ কঠিন রোগে পড়ে,—

কে জানে, হয়তো বা—মৃত্যু-যাতনায় কাতর হয়ে ছটফট্ করছেন,—ওঃ—ভাবতে পারিনি—বুক ভেঙ্গে যায়, মা—মা আমার—মাগো—"

বলিতে বলিতে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোকুলানন্দও আর আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সরলের সঙ্গে সঙ্গে কোঁপাইয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে—"বাবা, বাবা চুপ্ কর্—"

বলিতেই গলা বাধিয়া গেল, চোখে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিলেন। পরাণ অশ্রুভরা, গাঢ় স্বরে কহিলেন—

"চুপকর বাবা—ঠাণ্ডা হও, বিপদে অধীর হলে বিপদ বাড়ে বই কমে না। রোগ নিঃসন্দেহ খুবই যাতনার, কিন্তু বিশারদ মশাই বলেন যে—সেটায় যত না ভয় থাকুক—বেশী ভয়ের কারণ অন্য একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। প্রায়ই থেকে থেকে তাঁর বাঁদিকের পাঁজরার ভিতরে এমন একটা পার্শ্ববেদনা ওঠে যে তখন আর তাঁর সংজ্ঞা থাকে না। হৃদয় বড় দুর্ব্বল বলে—সেইটেই তিনি বেশী ভয় করেন।"

"তবে তো আশা খুবই কম জ্যাঠামশাই, আর আপনারা আমাকে এ কথা জানতে দিতে চান নি। যে সব রোগীর হার্টের বল কম—ভয় যে তাদের জন্যই বেশী, যে কোন মুহূর্ত্তে হঠাৎ সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। এ রকম রোগীকে পরের হাতে সমর্পণ করে আমরা সকলেই দূরে বসে রয়েছি—ওঃ কি ভয়ানক কথা?"

গোকুলানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না, সরলের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে অধীর ভাবে ব্যথিত স্বরে কহিলেন—

"সেইজন্যেই তো তার কাছ ছেড়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বা'র বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাইনিরে বাবা! ঃ ভগবন, এই বিপদের সময়ে আমার এই সাংঘাতিক সঙ্গিন মোকদ্দমা ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে।

ওঃ—এক একটা মিনিট যে এক একটা মাসের মত মনে হচ্ছে পরাণদা, আমি যে আর এক লহমাও এখানে চুপ করে বসে থাকতে পারছিনি, কতদিনে আর চারটে দিন কেটে যাবে? কি করি—কি করি?"

বলিতে বলিতে—পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত—অধীর ভাবে ঘরময় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতার ভাব দেখিয়া সরল আর নিজের অধীরতা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না, দৃঢ়বলে মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিল—

"আপনি এই চারটে দিন এখানে থাকুন বাবা, আমি আজই বাড়ী চলে যাই। যদি ভগবান মুখ তুলে চান—তাঁকে ভাল দেখি—তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করবো।"

"আর যদি কপাল ভাঙ্গে? টেলিগ্রাম আস্‌তে না আস্‌তে—"

বলিতে বলিতে উৎকণ্ঠায় একেবারে পাগলের মত হইয়া, এক নিশ্বাসে কহিলেন—

"না পরাণদা, আর থাকতে পারছিনি, আমিও সরলের সঙ্গে চল্লুম। চুলোয় যাক্ বিষয়-সম্পদ—কার জন্যে এ ভূতের বোঝা বহা? যদি পোড়া কপাল ভাঙ্গে তো এ সকল নিয়ে কি আমার চিতের উপর অট্টালিকা গাঁথ্‌বো? তুমি থাক পরাণদা—মোকদ্দমার তদ্বির যা ভাল বুঝ করো। তুমিই তো সব—আমি শুধু তোমার হাতের কলের পুতুল বই তো নয়, আমি না থাকলে আর ক্ষতি কি হবে?"

"সর্ব্বনাশ, বলছো কি ভাই?"

বলিয়া, পরাণ সভয়ে শিহরিয়া কহিলেন—

"দশ বিশ হাজার ক্ষতির ভয়ে কি তোমাকে এখানে আটকে রেখেছি মনে ভাব? আমার মা-জননীর প্রাণের চেয়ে কি আমি তোমার এই

বিপুল বিষয়-সম্পদ বড় মনে করি? না—তা নয়। পরাণ হালদারকে কি আজও চিনতে পারনি? ধর্ম্ম জানেন—তোমাদের জীবনের চেয়ে—এই বুড়োর কাছে নিখিল বিশ্বের সমস্ত রাজ্যপাটও বড় নয়। আমি যে আমার মা-লক্ষ্মীর কাছ ছেড়ে এখানে এসে, প্রতি মুহূর্ত্তটি কি দারুণ দুর্ভাবনা—কি অসহ্য উৎকণ্ঠায় যাপন করছি, তা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু কি করবো—উপায় নেই। অবস্থা এমন গুরুতর দাঁড়িয়েছে যে, এই তারিখে তুমি নিজে আদালতে উপস্থিত হয়ে এফিডেভিড না করলে—শত্রুপক্ষ ক্রিমিনাল ওয়ারেণ্ট বার করে সরাসর গিয়ে যে তোমাকে গেরেপ্তার করে ধরে আনতে পারে ভাই?"

"এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ—বলেন কি জ্যাঠাবাবু?"

বলিয়াই, সরল চম্‌কাইয়া সভয়ে উভয়ের পানে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিল। পরাণের মুখের উপর ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, গোকুলানন্দ গম্ভীর ভাবে চাহিয়া একটা হতাশের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"আমি অতদূর তলিয়ে ভাবিনি, একবারের জন্যও মনে করিনি যে এই সম্পূর্ণ মিথ্যা জাল মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত টিকে আসবে।"

"ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি—আমাদের কি সাধ্য যে তা বুঝে উঠতে পারি ভাই! পরিণামে চিরদিনই ধর্ম্মের জয় অব্যাহত হলেও অবস্থা বৈগুণ্যে কালের বশে যে, সময়ে অধর্ম্ম ক্ষণেকের জন্যও প্রবল হতে পারে তার উদাহরণের তো অভাব নেই। কালের বশে—অবস্থার ফেরে পড়ে স্বয়ং সত্যবাদী, যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। এটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। খাঁ বাবুরাও তো বড় সহজ—কেও-কেটা নয়, বিপুল জমীদারী—প্রবল প্রতাপ,—ধনে মানে কুলে শীলে তোমার চেয়ে তো হীন নয় ভাই, বরং যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আশ্চর্য্য যা'—আমি কেবল তাই ভাবি যে—"

বলিয়া পরাণ হালদার একটুখানি চুপ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে যেন, আপনা আপনি—বলিয়া উঠিলেন—

"এ সন্ধান তারা পেলে কেমন করে? চেষ্টা চরিত্র করে ঠিক এমন সময়ে মোকদ্দমার দিন ফেলিয়েছে, যে সময়ে ঘর থেকে তুমি এক পা নড়তে পারবে না। আর তুমি হাজির না হতে পারলে তো তাদের জয় জয়কার, ধাঁ করে ওয়ারেণ্ট বারকরে বাড়ী থেকে তোমায় ধরে এনে তুড়ি মেরে জিতে যাবে। তাই—এই দিনে আদালতে হাজির হবার জন্ম তোমাকে এমন সময়ে এমন অবস্থাতেও এখানে আটকে রেখেছি। কিন্তু এ সন্ধান দিলে কে ভাই? এ ঘরভেদী বিভীষণ কে হ'ল?"

পরাণের কথায় কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে গোকুলানন্দের হৃদয় ভরিয়া গিয়া চক্ষু দুইটি জলে ছাপাইয়া উঠিতেছিল, শেষের কথা কয়টা শুনিয়া সহসা দুর্জ্জয় ক্রোধের শিখা—শ্রাবণের সজল মেঘে আচ্ছাদিত সূর্য্যরশ্মির মত—সেই জলভরা চক্ষু দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতে লাগিল দাঁতে দাঁতে টিপিয়া কহিলেন—

"যদি ঘুণাক্ষরে টের পাই যে—কে সে নরাধম—"

বাধা দিয়া পরাণ কহিলেন—

"স্থির হও ভাই ক্রোধের সময় এ নয়। সরলের অত উদ্বেগ যখন আজই বাড়ী যাক, এই ক'টা দিন ভাই তোমার না থাকলে উপায় নাই।"

"অগত্যা, বেঁধে মারে সহ্য করতেই হবে।"

বলিয়া গোকুলানন্দ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সরলের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়া যে দুইটি যুবক নিমাইচরণ ও তাঁহার দলবলের হীনজনোচিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহাদেরই একজন সরলের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণনগর ইস্কুলে পড়িয়া শেষে ডাক্তার হইয়া—কলিকাতার একটা পল্লীতে বেশ সুনামের সহিত ব্যবসা ফাঁকাইয়া বসিয়াছিল। সেই হইতেই সরলের সঙ্গে এই সুধীর চাটুর্য্যের এমন একটু আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল যে—সে রকম ভালবাসা আজকালকার দিনে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুধীর গরীবের ছেলে, অল্পবয়সেই পিতৃহীন হইয়া খাঁ বাবুদের বদান্যতায় যখন কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়িত, সেই সময় হইতে বহুবার বহু প্রকারে সরলের কাছে—সে যে সাহায্য পাইয়াছিল সে কথা একটি দিনের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। ইদানীং ব্যবসার অনুরোধে সর্ব্বদা দেখা শুনা করিবার সুবিধা না হইলেও, একটু ফাঁক পাইলেই অমনি সরলের বাসায় ছুটিত। এইরূপে তাহাদের সেই বাল্যপ্রণয় দিন দিন বাড়িয়া প্রগাঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরল তাহার এই বন্ধু ডাক্তারটির উপর যেমন অটল বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিত, তেমন—বড় বড় পাশকরা হোমরা-চোমরা—নামজাদা ডাক্তারদের উপরেও পারিত না। গোকুলানন্দ এবং পরাণের আদেশ পাইয়া তখনি সে ছুটিয়া সুধীরের বাড়ীতে গিয়া মাতার অবস্থার কথা জানাইল। শুনিয়া, সুধীর ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"এ খবরটা এতদিন আমায় না দিয়ে তুই আজও কেমন করে চুপ করে আছিস ভাই?"

সরল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল—

"আমিও তো জানতুম না ভাই—পড়ার ক্ষতি হবে বলে কেউ আমায় বলেনি, আজ শোনবামাত্রেই ছুটে আসছি, কি হবে সুধীর ?"

বলিয়াই সরল চোখে কাপড় চাপিয়া ধরিল। সুধীর সান্ত্বনা দিয়া কহিল—

"তুই অমন অধীর হলে আমার আর কোন কথা মনে আসবে না—ওষুধ পত্র সব ভুলে যাব। শোন সরল—তুমি বাসায় যাও সব গুছিয়ে নেও গিয়ে, আমি আমার রোগীদের বিলি বন্দেজ করে দিয়ে ঘণ্টা দুই তিনের ভিতরেই যাচ্ছি। যে ট্রেন আগে পাই—তাতেই যেতে হবে। এখন সর্ব্বদা মার কাছে উপস্থিত থেকে সুশ্রূষা করতে হবে, দুর্ব্বল হার্টকে বিশ্বাস নেই।"

"এক মিনিট খাবার সময় পাসনি—এসব ছেড়ে তুই আমার সঙ্গে যাবি সুধীর ?"

বলিয়া সরল আশ্চর্য্যভাবে বন্ধুর মুখের পানে চাহিল। সুধীর উষ্ণ-ভাবে জবাব করিল—

"মা বড় না পয়সা বড় রে সরল ? তোরা জমীদার মানুষ তোদের কাণে হয়তো বেয়াড়া ঠেকবে—পয়সাটাই তোরা ভাল চিনিস, কিন্তু আমি গরীবের ছেলে—চিরদরিদ্র—আমার কাছে মায়ের বাড়া আর সম্পদ নেই। এই সমস্ত যদি ছারখার হয়ে শ্মশান হয়ে যায় তবু আমি মায়ের কাছে যাব।"

সরল মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া থাকিয়াই খপ করিয়া দুই হাতে তাহার হাত দুটী চাপিয়া ধরিয়া সজল চোখে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাইতে যাইতেই, সুধীর ব্যস্ত হইয়া হাত টানিয়া লইয়াই ধমক দিল—

"নে, আর জ্যাঠামো করতে হবে না, শীগ্‌গির বাসায় গিয়ে তোয়ের হ'গে।—এদিককার ওষুধপত্র যা যা আবশ্যক হতে পারে—সে সব আমি আমার ব্যাগের ভিতর নিয়ে যাব।"

বলিয়াই সরলকে তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া, আপনিও বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে দুপরের পরে দুই বন্ধু গিয়া যখন গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, তখন সরল জিজ্ঞাসা করিল—

"তোর হাতে অনেক কেস ছিল বোধ হয়?"

সুধীর অন্যমনস্ক ভাবে জবাব করিল—

"হুঁ।"

"ক'দিনের বন্দোবস্ত করে রেখে এলি?"

"সময় নির্দ্ধারিত করে কি রোগীর সেবা করতে যাওয়া চলে?"

"সে কি বলিস্?"

"তুই কদিনের জন্যে তোর একজামিন মুলতুবি রাখতে পারিস? আমি সব কেস অন্য ডাক্তারদের দিয়ে এসেছি। ভাগ্যে তোরও যা ঘটবে আমারও তাই, তোর যদি এবছর একজামিন দেওয়া না হয়—আমারও কেস গুলো সব যাবে। তাতে আর হয়েছে কি, দুজনের বরাত তো সমান করে নিতে হবে।"

বলিয়া সুধীর মধুর হাসিল।

কিন্তু যেরূপ অধীরতার বশে যে উৎকণ্ঠা বহন করিয়া উভয়ে আসিয়া পঁহুছিল—তেমন ভয়ের কারণ উপস্থিত কিছুই ছিল না। বধূর সুশ্রুষায় বেদনাটা নরম পড়িয়া গৃহিনী তখন ভাল ছিলেন। সরলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক্তার বন্ধুটিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বস্ত্র সম্বরণ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া মধুর হাসিয়া কহিলেন—

"এস বাবা, এস আমার সোনারচাঁদেরা ; কতদিন যে তোমাকে দেখিনি সুধীর, বেশ ভাল আছত বাবা—রোজগার পত্র হচ্ছে তো ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের সবই ভাল—পসারও হয়েছে মন্দ নয়।"

বলিয়া, সরলের সঙ্গে সঙ্গে সুধীরও প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। গৃহিনী, উভয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া খাট হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সুধীর কহিল—

"না না মা—ও কচ্ছেন কি, আপনি নামবেন না, সরল আর আমি কি ভিন্ন ? আপনাকে এখন দিনকতক আমি কিছুতেই ওঠা-নামা করতে দেব না, স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।"

গৃহিনী আবার মধুর হাসিয়া কহিলেন—

"ঘরের ডাক্তার হলেই এই বিপদ আগে ঘটে। নে বাবা থাম্, আমাকে আর এমন করে তোরা কতকাল বেঁধে রাখতে চাস্ ?"

"যতকাল প্রাণপণে পারি, এমন অমূল্য সম্পদ মাথায় ধারণ করে কে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নামিয়ে ফেলতে চায় মা ?"

বলিয়া সুধীরও মধুর হাসিল। গৃহিনী সজল চক্ষে গদগদ স্বরে কহিলেন—

"দীর্ঘজীবি হয়ে বেঁচে থাক বাবা—বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমাদের, এমন ছেলে যার—পৃথিবীতে তার অভাব কি, তোমাদের মত ছেলে পেয়ে আমি ভাগ্যবতী। কিন্তু, বাবা—বাপ-মাতো কারও চিরকাল থাকে না। আমার সকল সাধ মিটেছে—এখন তোদের কোলে ভালা-ভালি যেতে পারলেই রক্ষে পেয়ে যাই।"

এবার সরল আগে বলিয়া উঠিল—

"তুমি তো রক্ষা পেয়ে যাও মা, কিন্তু আমরা যে বিপদের সাগরে

ভাসি। আমাদের এমন অনাথ করে ছেড়ে চলে যেতে তোমার কি একটুও দয়া হয় না মা—তুমি চোখ বুজলে আর আমাদের আছে কে ?”

বলিতে বলিতে সরলেরও চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। গৃহিনী অঙ্গুলিদ্বারা পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলি চুম্বন পূর্ব্বক হাসিয়া কহিলেন—

“সে কি কথা বাবা, বড় হয়েছ—বে-থা হয়েছে, এইবার ছেলেপুলে হবে, ঘর সংসার করবি, আমার তো কায ফুরিয়ে গেছে। এইবার সুধীর একটু শীগ্‌গির করে দেখেশুনে একটি বে কর বাবা—আমি দেখে যাই। মানুষ হয়েছ—রোজগারপত্র করছো—এই তো সংসার করবার সময়। সেই বুড়ো মানুষ এতকাল গতোর পাত করে মানুষ করেছে—এখন আর কি সে বুড়ো মাকে খাটানো ভাল ?”

সুধীর লজ্জিত ভাবে কি জবাব করিতে যাইতেছিল—হঠাৎ একটা শব্দে বাধা পাইয়া চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রমুখী এতক্ষণ নিঃশব্দে জড়সড় হইয়া খাটের এক কোণে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল—কাহারও নজর সেদিকে পড়ে নাই। সুধীরের বিবাহের কথা উঠিবা-মাত্র সে অকারণে ভারি লজ্জাবোধ করিয়া সহসা নামিয়া পড়িয়াই—সেইদিককার দরজার খিল খুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সেই আকস্মিক শব্দে ফিরিয়া চাহিতেই আচম্বিতে সুধীরের বুকের মাঝখানে একবার দুর্‌-দুর্‌ করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া সরল আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার মনে হইল সুধীরের মুখে কে যেন এইমাত্র এক ঝলক রক্ত মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে। গৃহিণী প্রফুল্লভাবে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—

“আজ হঠাৎ চন্দ্রার এত লজ্জা এল কোথাথেকে ? ওরে ও চন্দর—শোন শোন শুনে যা।”

কিন্তু কোথাও আর চন্দ্রমুখীর সাড়াশব্দ মিলিল না। তারপরে গৃহিনীর পীড়ার কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া লইয়া যথোচিত পরীক্ষা করিবার পর বাহিরে আসিয়া সুধীর সরলকে চুপি চুপি কহিল—

"ভগবান রক্ষা করেছেন সরো যা ভেবে ছুটে এয়েছিলুম তেমন ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখলুম না, কেবল বৌয়ের সেবার গুণে এই উপকার হয়েছে—মার নিজের মুখেই শুনলি তো? যাক্ এখন বেদনাটা যাতে আর একেবারেই না ধরে—সেই চেষ্টা করতে হবে। মালিশটা কবিরাজ মশাই ভালই দিয়েছেন, কিন্তু বড় উগ্র সহ্য করতে মার বড় কষ্ট হয়। তাই সেটা আমি বদলে একটা প্রলেপ দেব। হার্ট ভয়ানক দুর্ব্বল, বোধ হয় বড় বেশী ভাবনা চিন্তা করেন—সেইটি নিবারণ করাতে হবে। দেখি নারায়ণ কি করেন?"

বলিয়া সুধীর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। তারপরে—প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লইয়া আবার যখন দুই জনে গিয়া গৃহিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল তখন তিনি বেশ সুস্থ ভাবেই ক্যামার মার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। সুধীর কহিল—

"আর ও মালিশটা দেবার দরকার নেই, আসুন মা, আমি তুলি করে এই প্রলেপটা লাগিয়ে দিয়ে যাই।"

"না না এখন আর ওসব ছাইভস্ম ওষুধ পত্তরে দরকার নেই বাবা তোদের, দেখে অবধি অমার সব ব্যায়রাম সেরে গেছে আমি বেশ ভাল আছি, তোরা খানিক দুজনে আমার কাছে বোস—আমার সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।"

বলিয়া আপনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে খাটের উপর বসিতে কহিলেন। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়া সুধীর কহিল—

"বেদনাটা ধরেনি ভালই, যাতে সেটা আর মোটেই না ধরতে পারে

সেই জন্যেই এই প্রলেপটা তোয়ের করেছি, এটা লাগিয়ে রাখাই উচিৎ, তাহলে আর ঘন ঘন সেঁক দেবারও আবশ্যক হবে না।

"না তোরা বড় জ্বালাতন সুরু করলি, সুস্থ শরীরে ওই ছাইভস্ম মেখে থাকতে যাব কেন? এই যে অত বেদনা গেছে—এ প্রলেপ তো দিতে হয়নি, কবরেজের মালিশও তেমন মাখিনি, তবু তো বৌমার হাতের গুণে—তার সেবাতেই সব ব্যথা জুড়িয়ে গেছে।"

বলিয়া গৃহিনী একটু মধুর হাসিলেন, অমনি ক্ষ্যামার মা তাঁহার শেষ কথার সুর ধরিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—

"তা যাবেনি মা, অমন লক্ষ্মীমন্ত বৌ কার ঘরে আছে? ওই ছেলে-মানুষ সারা সংসারটা বুক দিয়ে পড়ে কেমন করে টেনে রেখেছে বলতো বাছা? এই যে আমরা দিবে রাত্তির কাছে কাছে বসে থেকে এত সেঁক তাপ দিই—কত চেষ্টা করি, কিন্তু বৌদি যে কি মন্তর জানে—সে কাজ কর্ম্ম সেরে একবার এসে হাত বুলিয়ে সেঁক দিতে না দিতে অমনি তুমি আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়, তবু যদি সে আমাদের মত এমন করে সদাই তোমার কাছে কাছে আসতে পেতো?"

শুনিয়া সুধীর প্রফুল্লভাবে গৃহিনীর পানে চাহিল, কিন্তু হঠাৎ সরলের মুখখানা যে ভারী হইয়া অন্ধকার হইয়া গেল, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। সে গঙ্গামণির আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। ক্ষ্যামার মা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—

"এই হয়েছে, এতদিন পরে দাদাবাবু ঘরে এলো—দুদিন থিতোতে জিরোতে দে, না—এখনি কোঁসলাবার জন্যে ডাক পাড়াপাড়ি সুরু হল?"

গৃহিনী চোখ পাকাইয়া চাহিয়া ব্যাজার হইয়া কহিলেন—

"না রে না, কেমন স্বভাব তোর, ওদের নাম গন্ধ সয়না। উনি ঘরে

ছিলেন না—সরল আসা অবধি দেখা হয়নি, তাই ঘরে এসে, শুনেই ডাকলেন।"

কিন্তু ক্ষ্যামার মা দমিল না, তাঁহার মুখের কাছে দুই হাত থর থর করিয়া নাড়িতে নাড়িতে তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করিল—

"হ্যাঁ গো হাঁ—চিনতে আর বাকী নেই আমার, শুনো তখন এর পরে, গরীবের কথা বাসি হলে খাটে। যা বল্লুম যদি না হয় তো এরপর আমার নাম বদলে রেখ, ও সোহাগের ডাক শুনেই আমি মালুম পেয়েছি।"

বলিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া, তীক্ষ্ণকণ্ঠ নরম করিয়া খেদের সুরে পুনশ্চ কহিল—

"আহা কি বরাত নিয়েই গরীবের বাছা আমাদের ঘরে এসে পড়েছিল, এই একরত্তি বেলা থেকে কেবল নাকের জল চোকের জলেই দিন গেল। তবু যদি বাছার একটু সোয়াস্তি থাকে? বিষ ঢেলে ঢেলে দাদাবাবুর মন তো একেবারে জরিয়ে রেখেছে, তবু এতদিন পরে ঘরে এলো—একটু সামাই কর, দুদিন মাগ-ভাতারে একটু হেসে দুটো কথা কইতে দে, তারপর—না হয়—যা মনে আছে করিস, তা না—দুজনে দেখা সাক্ষাৎ না হতে হতেই—আগে থাকতে মিছি মিছি করে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তার মন খরিয়ে রাখছিস্? এত অধর্ম্ম সইবে না—সইবে না—সইবে না।"

বলিতে বলিতে শেষ কথাগুলার উপরে বেশী জোর দিয়া দেয়ালের গায়ে তিনবার আপনার আঙ্গুল মট্‌কাইয়া—চক্ষের নিমিষে—নিতান্ত লঘুপদে—কোথায় বাহির হইয়া গেল।

কথাগুলা যে ক্ষ্যামার মা একটাও মিথ্যা বলে নাই তা—ঘণ্টাখানেক পরে সরল যখন গঙ্গামণির ঘর হইতে বাহির হইল—তখন তাহার

ঘোরালো গম্ভীর মুখের পানে চাহিলেই বুঝা যাইত। ঠিক সেইক্ষণে নিমাইচরণও ঠাকুরমার ঘরের দিকে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সরলকে দেখিয়াই কহিলেন—

"এই যে বাবাজি, তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম—সুধীরকে আমার বৈঠক-খানায় বসিয়ে এয়েছি, এস—একটা নতুন জিনিষ দেখিয়ে আনব।"

বলিয়া, আর গঙ্গামণির ঘরে না গিয়া, সরলকে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেল। কেহ টের পাইল না যে, ক্ষ্যামার মা চুপিসাড়ে গঙ্গামণির ঘরের দোরের পাশ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে—অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গিয়া—নিমায়ের বৈঠকখানার জানালার বাহিরের দিকে নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

ইন্দু কিছুতেই বন্ধুদ্বয়ের সম্মুখে বাহির হইতে প্রথমটা রাজি হয় নাই কিন্তু বারম্বার অনুরোধের পর গৃহিণীর যখন বিরক্ত ভাব লক্ষ্য করিল, তখন আর বাহির না হইয়া পারিল না, সরমে সঙ্কুচিত পদে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সরল ও সুধীরের জলখাবার প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। রাত্রে দুই বন্ধু একত্রে আহার করিতে বসিলে সে অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত পরিবেশন করিতে লাগিল। কিন্তু দুই চারিটা তরকারির পর ইন্দু যখন দুই বাটী মাংস আনিয়া তাহাদের পাতের গোড়ায় ধরিয়া দিল—তখন সরল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সহসা সপ্তমে চড়িয়া তীব্র স্বরে ধমক দিয়া কহিল—

"চুলোয় টেনে ফেলে দেওগে এই মাংসের বাটী, বাড়ীর গিন্নীর এখন তখন অবস্থা, সেদিকে একটু হুঁস নেই—এখন স্ফূর্ত্তি করে মাংস রাঁধবার ধুমধাম পড়ে গেছে? মায়ের সেবার বেলা—পাঁচ মিনিট সময় মেলে না—আর ধুমধাম করে ছত্রিশ রকম—রাঁধবার সময়ের তো অনাটন দেখ্‌তে পাইনি?"

বলিয়া মাংসের বাটীটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল। ইন্দু ভয়ে, ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে একেবারে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে শ্যামার মা একেবারে উল্কামুখী হইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন দুপরবেলা সরলের পিসামহাশয় ও পিসীমা বিমল ও নির্ম্মলকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণী পূর্ব্বদিন হইতে অনেকটা সুস্থ ছিলেন, ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ননদকে আগে প্রণাম করিয়া বিমল ও নির্ম্মলকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বনের পর তাঁহাকে কহিলেন—

"এস দিদি, এতদিন বাড়ীটা একেবারে অন্ধকার হয়ে খাঁ খাঁ করছিল—কুটুমবাড়ীর আদর পেয়ে আমাদের কি একেবারে ভুলে থাকতে হয়?"

বলিয়া মধুর হাসিলেন। সরলের পিসী ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তেমনি মধুর হাসিয়া জবাব করিলেন—

"ঘরের চেয়ে পরের জিনিষ যে বেশী মিষ্টি লাগে বোন্।"

বলিয়া, সহানুভূতির স্বরে কহিলেন—

"তা বউ, এত বাড়াবাড়ি ব্যামো তোমার, আমরা কি জানি? একটা খবরও তো আমাদের দিতে হয়—তা হলে কি আর দেরী হয়? গোকুল, পরাণদা—সব কোথায়?"

"তাঁরা দু'জনেই কলকাতায়—একটা সঙিন্ মাম্‌লা সুরু হয়েছে।"

"ও! তা হলে, এখন তুমি একটু ভাল আছ?"

"ভাল আছে বই কি, দেখতে পাচ্ছনা?"

বলিতে বলিতে গঙ্গামণি আসিয়া সরলের পিসীর পানে একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল—

"গরীবের ঘরে সবই সয় বাছা কিন্তু বড় মানুষদের কথা স্বতন্তোর, একটা ফুস্‌কুড়ি হলেই অমনি তুলোরাম খেলারাম পড়ে যায়। আমার বোনের দেওরঝি সারা জীবনটা অমনি শূলব্যথা ভুগে চিরটাকাল সমান টানে সংসার মাথায় করে রেখেছিল—তা একটা দিনের তরেও কি অমন বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দেছে, না দেশ জানিয়ে, ডাক্তার বদ্দি ডেকে হুলুস্থূল করেছে?"

সরলের পিসী চম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"এ্যাঁ শূল-ব্যথা? বল কি?"

"হ্যাঁ তার আর হয়েছে কি?"

বলিয়া গঙ্গামণিও এবার আশ্চর্য্যভাবে সরলের পিসীর পানে চাহিয়া জবাব করিল—

"ও অম্বলের ব্যথা তো ঘর সওয়া রোগ বাছা—তা কে না জানে; একটু সোটা গালে ফেলে এক ঢোক জল খেলেই তো ফুরিয়ে যায়। সত্যিকার শূল-ব্যথা হলে কি আর একটু সেঁক তাপ করতেই সেরে যায় না মানুষ আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে? আমারও তো অম্বল আছে, মাসের ভিতর পনেরোদিন পেট সেঁটে ধরে ভাল ভাল সোটা খেয়ে মরি। তাই বলে—"

আর বলা হইল না, চক্ষের নিমেষে কোথা হইতে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসিয়া, ক্ষ্যামার মা একেবারে সপ্তমে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল—"চোখ থাকতে যে দেখতে পায় না, মায়ের মত অমনি শূল-ব্যথা যেন তার বুকের উপর জন্মজন্ম জেঁকে ধরে। সেকি সহজ যাতনা পিসিমা—বেচারার দম্‌ আটকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে মড়ার মত পড়ে থাকে গো, চোখের তারাটি অবধি নড়েনা—হাত পা কাঠ হয়ে যায়। আমরা ভেবে কেঁদে মরি, চন্দর বুকের উপর পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে, বৌদি ছুটি

চক্ষের জলে ভেসে মাথা খুঁড়ে আতারি-কাতারি খায়। কত মালিশ করে, আগুনের মত গরম সেঁক দিতে দিতে কতক্ষণ বাদে তবে একটা নিশ্বাস পড়ে। সে যদি দেখ পিসিমা তো তোমার বুক ফেটে যাবে, অমন ব্যামো যেন অতি বড় শত্তুরের না হয়। আর তা স্বচক্ষে দেখেও যারা অমন করে বলতে পারে, ভগবান করুন—তেরাত্তিরের ভিতর তাদের যেন—"

"তবে না হারামজাদি ?"

বলিয়া বাধা দিয়া গঙ্গামণি একেবারে বারুদের মত জ্বলিয়া গিয়া, ততোধিক গর্জ্জন করিয়া জবাব করিতে যাইতেই—সহসা সরলের পিসী কঠোর চক্ষে চাহিয়া ধমক দিয়া থামাইয়া বলিলেন—

"থাম ঠানদি এখন তোমাদের কোঁদল করবার সময় নয়—একটা মানুষ মরে সেদিকে লক্ষ্য ক'রছ না ? তাইতো বউ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিস্ যে ?"

বলিতে বলিতে গৃহিণীকে দুইহাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—

"তাই তো—একেবারে যে অস্থিপঞ্জর সার হয়ে গেছে, আমি এতক্ষণ ঠাহর করে দেখিনি।"

"মাকি আর আছে পিসিমা ?"

বলিতে বলিতে শ্যামার মা কাঁদিয়া উঠিয়া চোখে আঁচল চাপিয়া কহিল—

"মুখের পানে আর চাওয়া যায় না, ওই দেখ কেমন ধারা হয়ে গেছে, এখুনি আবার হয় তো ব্যথা উঠবে ?"

"তাই তো—ইস্ চল্ বোন শুবি আয়, না না আমি এমনি করে ধরে নে যাচ্ছি, নইলে যেতে পারবিনি—হড্ড কাঁপছিস্ যে ?"

"ঠাকুরঝি—দিদি—"

বলিয়া, কি বলিতে গিয়াও গৃহিণী আর পারিলেন না, সহসা চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে ননদের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিলেন। সরলের পিসী স্নিগ্ধস্বরে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"ভয় কি বোন আমরা এসে পড়েছি আর চক্ষের আড়াল হব না—শীগ্গির আবার সেরে উঠবে।"

বলিয়া ছোট মেয়েটির মত—জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। ক্ষ্যামার মাও পিছনে পিছনে গেল। বিমল ও নির্ম্মল একটুখানি আগেই—মায়ের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া—রান্না ঘরে ইন্দু ও চন্দ্রমুখীর কাছে গিয়া মহা আড়ম্বরে কুটুমবাড়ীর গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। গঙ্গামণি সরলের পিসির অদ্ভুত ব্যবহারে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া আপনা আপনি কহিল—

"নাঃ, কলিকালে আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম নেই, বলে—যার জন্যে চুরি কর, সেই বলে চোর? মাসখানেক কুটুমবাড়ীর হাওয়া লাগিয়ে এসে মেজাজ একেবারে উল্‌টে গেছে দেখছি?"

বলিতে বলিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ইদানীং সরলের সঙ্গে সঙ্গে সুধীরও প্রায় সর্ব্বদাই গৃহিণীর কাছে থাকিত বলিয়া চন্দ্রমুখী আর বড় সে দিকে ঘেঁসিতে পারিত না—ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গেই ছায়ার মত ফিরিত। এই অকারণ লজ্জার হেতু সে আপনিও বুঝিতে পারিত না। পিসীমাকে প্রণাম করিবার জন্য পাছে তাহার দাদার সঙ্গে সুধীরও আসিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে এতক্ষণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যায় নাই—ইন্দুর কাছে বসিয়া রন্ধনকার্য্যের সাহায্য করিতে-ছিল। প্রাঙ্গনের কলরব থামিতেই তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া

অত্যন্ত সন্তর্পণে আশে পাশে চাহিতে চাহিতে বরাবর গিয়া মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

ইতিপূর্ব্বে পুরাঙ্গনাদের দুই চারিজন ছাড়া আর কেউ বড় একটা ইন্দুর সহায়তা করিবার জন্ম সাধারণ রান্নাঘরের দিকে আসিত না, সকলেই একসঙ্গে জটলা করিয়া নিরামিষ হেঁসেলে গিয়া—গঙ্গামণির মন যোগাইয়া ইন্দুর বিপক্ষে অকারণে দল পাকাইয়া তুলিত। কিন্তু সরলের বাড়ী আসা অবধি তাহাদের অনেকেই আবার ইন্দুর হেঁসেলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের ভিতবে রাই ঠাকুরুণের বিধবা বধূ তাহার আড়াই বছরের কন্যাকে কোলে করিয়া ইন্দুর কাছে আসিয়া ভারী ভারী মুখে দাঁড়াইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে দিদি, ন'লের কি আবার জর বেড়েছে নাকি, মুখখানা যে বড় থম্ থমে্ দেখেছি? তা ওকে বিছানা থেকে তুলে আন্‌লে কেন?"

বধূ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব করিল—

"আর ভাই, যমেও নেয়না যে বাঁচি, জলে গেলুম। এই কচি বাচ্চা জরে খুন হচ্ছে, বেলা তিনপোর হতে চল্লো এখনও এক বিন্দু দুধ পেটে পড়্‌লো না—আর কি থামিয়ে রাখতে পারি?"

"কেন, দুধ কি হ'ল? এই তো সকাল বেলা সকলের হিসাব করে দুধ ঢেলে দিয়ে এলুম, তোমার শাশুড়ী দাঁড়িয়ে থেকে নিয়ে গেলেন। এখনো একরত্তি খেতে পায়নি, কেন?"

বলিয়া ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল। বধূ হতাশ ভাবে জবাব করিল "তার আর এক ফোঁটা নেই।"

কিরণময়ী তাড়াতাড়ি বলিল—

"বলিস কি ভাই? ন'লের জর হয়েছে—সারাদিন খাবে বলে—বৌদি"

যে ওর ভাগের উপর আরও একসের বেশী দেছে, আমি নিজের হাতে মেপে যে রাই মাসীর হাতে তুলে দিছি।"

"তাও নেই,—আজ দশমী বলে ঠানদি সে সব ক্ষীর করেছেন, চাইতে গেলুম—তাঁর সঙ্গে মা শুদ্ধ খ্যার খ্যার করে উঠে বল্লেন—"যার কপাল পুড়েছে, তার মেয়ের অত সোহাগ কেন, একদিন আর দুধ নইলে ননীর গোপালের চলে না? জরে ভুগছে—একটু জলসাগু জাল দিয়ে দিগে।" কিন্তু সুধীরবাবু বল্লেন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়্ছে—দুধ সাগু খেতে দাও।"

বলিয়া, বধূ আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিল। কিরণময়ী তাড়াতাড়ি বিজ্ঞতার ভাব জানাইয়া কহিল—

"দেখলে তো বৌদি, একসের কেন—পাঁচসের বেশী দিলেও ওর রাতে জুটবেনা। এই রকম তো হামেসাই শুনি—আজ ক্ষীর, কাল পায়েস—পরশু দই—এতো লেগেই আছে, লাভে হতে না খেয়ে খুণ হয় ওই কচি বাছারা। বলি তোমাকে যে ছেলে পুলেদের দুধ তোমার হেঁসেলে রাখ—ওদের হাতে দিওনা। আমি রোজ সবাইকে ডেকে ডেকে দেব, তা তুমি তো—"

বাধা দিয়া ননীবালা চোখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—

"বাপ্‌রে! তাহলে কি রক্ষে থাকবে নাকি? একেই তো বৌদির উপর ভালবাসা কত? তারপর আমাদের শুদ্ধ ও বেচারার সঙ্গে শতেক খোয়ার করতে ছাড়বে নাকি?"

"বয়েই গেল।"

বলিয়া কিরণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

"মাথার উপর ভগবান্ আছেন—খোয়ারে বৌদির আর কি ক্ষতিটা হচ্ছে? উল্টে সাজা পাচ্ছে তো ওরাই! এই যে দেশের লোক হাজার

মুখে বৌদির সুখ্যাত করে আর ওদের নামে থু থু করে, তা কি আর ওদের কাণে যায় না বুঝি? আর এদিকেও বৌদি যত অপগ্রাহ্যি করে হেসে উড়িয়ে দেয়, ওরা—গায়ের জ্বালায় তত ছটফট করে না? আমিও বৌদির দেখে দেখে শিখেছি—মিথ্যা খোয়ারে ভয় পাইনা। না বৌদি—কাল থেকে ছেলেদের দুধ সব তুমি এই হেঁসেলে রেখে দিও, দেখি কে কত কি বলতে পারে?"

ইন্দু শান্তভাবে জবাব করিল—

"তায় আর কাজ নেই ভাই, যে ব্যপারটা সহজেই মিটে যেতে পারে, তাই নিয়ে—গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য—একটা অশান্তি সৃষ্টি করা মেয়ে-মানুষের ধর্ম্ম নয়, অথচ দু'দিকই রক্ষা করা চাই। কাল থেকে ঠিক ভাগের টুকুই ওঁদের কাছে দিয়ে দিবি ভাই, আর যা বেশী দেওয়া হয়—সেটা এখানে রাখবি। ওঁরা যা দেন ভাল—বাকী সারা দিন এইখান থেকে দেওয়া যাবে। আহা, ওই কচি বাচ্ছাকে এতক্ষণ শুকিয়ে রেখেছ দিদি এখানে আসতে পারনি?"

বলিয়া, ইন্দু তাড়াতাড়ি একবাটী দুধ গরম করিয়া নলিনীর মাতার কাছে দিয়া কহিল—

"এই নেও—এখন খাওয়াও দিদি, তারপর—এইখানেই রইল। আবার যখন ক্ষিদে পাবে, নিয়ে যেও। মানা করেছে যখন—জলসাগু দিও না।"

বলিয়া খানিকটা দুধ একটা পৃথক পাত্রে ঢালিয়া একটু তফাতে সরাইয়া রাখিয়া কিরণ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল—

"তোরা একটু এদিকে দেখিস ভাই, পিসীমা এয়েছেন প্রণাম করে আসি।"

বলিয়া একবাটী সরবৎ করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

নলিনীর মাতা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আশ্চর্য্য ভাবে কহিল—

"এ্যাঁ সত্যি? তখন একবার একসের বেশী দেছে—এখন আবার এই এত দুধ সত্যি সত্যি ন'লের জন্যে দিয়ে গেল?"

"সত্য নয় কি মিছে—চোখেই দেখ না।"

বলিয়া কিরণময়ী ডালের হাঁড়ীতে কাঠি দিতে বসিল। নলিনীর মাতা অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"পেলে কোথায়, সকলেরই তো ভাগ করা?"

"পাবার আর ভাবনা কি—নিজের ভাগটা তো আছে? তাতেও না কুলান হলে—সকলের ভাগ থেকে এক পলা এক পলা তুলে নিলেও তো অমন কচি বাচ্ছার হয়ে যায়?"

"এ্যাঁ বলিস কি?"

"ঠিক বলছি, একি শুধু একদিন, না খালি দুধ নিয়ে হয়? সকল জিনিষেই তিরশদিন এমনিতর লেগেই আছে। ওর বরাতে কি আর সকল দিন সব জিনিষ জোটে—তাতেই আহ্লাদ কত? দেখতে পাও তো?"

"এ্যাঁ বৌদি কি মানুষ—না দেবতা? এমন লক্ষ্মীর মিছি মিছি বদনাম দেবার জন্ত আমরা ঠানদির ঘরে নিত্যি দল পাকাতে বসি?—ছিঃ—ছিঃ—গলায় দড়ী আমাদের। আজ গলায় বস্ত্র দিয়ে, পায়ে ধরে মাপ চাইবো। নইলে এত পাপ আমাদের সহ্য হবে না, কে জানে হয়তো বা সেইজন্তেই আমার এই বুকের ধনের এই ব্যামো? হায়—হায়, কি অন্তায়—কি পাপ করছি? ভগবান—ক্ষমা কর।"

বলিয়া নলিনীর মা দুধ লইয়া প্রস্থান করিল। ননীবালা চোখ টিপিয়া কিরণকে কহিল—

"আজকের এই ব্যাপার নিয়ে যদি একটা কেলেঙ্কারী না বাধে তো

আমার নাম বদলে রাখিস কিরণ! ন'দের মা আর ঠাকুরমা ঠানদিদির দলের মাথা বল্লেও হয়—তাঁর ডান হাত। এই বিধু বামনীই কাল পর্য্যন্ত বৌদির নামে কত কি না বলেছে, দাদাবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে কত লাগানি ভাঙ্গানি করেছে? সেই যদি ওদের দল ছেড়ে বৌদির দিকে হয়, তা'হলে আর ওই বুড়ী ডাইনীর দল কি অম্নে ছেড়ে কথা কইবে?"

"করবে আর ছাই! এইবার বাছাধনেদের বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে পড়তে হবে।"

বলিয়া, একটু কুটীল হাসিয়া কিরণময়ী নিজের ভাবে পুনশ্চ কহিল—

"দেখ—যেখানে যার দরদ সেইখানেই তার ব্যথা। আগে তো আমরা শুধু কথায় ভুলে ওদিকে ঢলেছিলুম, তার পর ওদের কাছ থেকে কি খোয়ারটাই না খেয়ে আমাদের চোখ ফুটেছে বল দেখি? সে সময় বৌদিদি আমাদের শক্রতার কথা ভুলে নিজে, যেচে আমাদের দিকে হয়ে গিন্নীর কাছে না বল্লে, কি রকম অপকলঙ্ক ঘাড়ে করে এ বাড়ী থেকে আমাদের বিদায় হতে হত মনে ভাব দেখি? সেই রকম অনেকেরই একটা না একটা কিছু ঘটে চোখ খুলে গেছে, সবাই একে একে ঘা খেয়ে খেয়ে ওদের দল একেবারে পাতলা করে দিয়ে আবার এদিকে এসে ভিড়্ছে দেখছিস্ তো? আজ থেকে, বিধু বামনীও বৌদির কেনা হয়ে গেল, ওদের দিকে আর রইলো ক'জন? মাথার উপর এখনো ধর্ম্ম বজায় আছেন, তিনি স্তায় অন্তায় সত্য মিথ্যার ঠিক উপযুক্ত প্রতিফল দেন।"

বলিয়া কিরণময়ী ঘন ঘন উনানে কাঠি দিতে লাগিল। ননীবালা তরকারী কুটিতে কুটিতে হাত বন্ধ রাখিয়া কহিল—

"ধন্ত মেয়ে বটে ভাই বৌদিদি, যেন খালি পরের করণা করবার জন্তেই ভগবান্ ওকে সংসারে পাঠিয়েছেন—নিজের বেলা এতটুকু হুঁস

নেই। ওঃ—কি ধৈর্য্য, কি সহ্যগুণ? মুখটি সদাই বুজে আছে—তবু এক লহমার জন্তে কেউ কখনো ওকে বিমর্ষ দেখতে পায় না। আমরা হলে তো কিছুতেই এত সহ্য করতে পারতুম না।”

“সাধে আর ভগবান ওকে রাজরাণী আর আমাদের এই হাল করেছেন? মন গুণে ধন্ তো,—যে যেমন দরের সে সেই রকম পায়।”

বলিয়া কিরণময়ী ডাল নামাইয়া কড়ায় তৈল চড়াইয়া ফোড়ন দিয়া, বিজ্ঞের ভাবে পুনরায় কহিল—

“একটা মজা দেখেছিস ভাই, লোকে যে বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস, সে কথা যে খুব সত্য তা এতদিনে বুঝলুম। এতদিন ওদের সঙ্গে দল পাকিয়ে—ঘোঁট করে—ক'দিন কি সুখ পেয়েছিস বল দেখি? কিন্তু এখন বৌদির সঙ্গে থেকে থেকে আর তো সে সব দিকে মনই যায় না, অথচ প্রাণে সদাই কেমন যেন আনন্দ পাই। ওর গায়ের বাতাসে পুণ্য পবিত্রতা আর আনন্দ মাখানো আছে—এ আমি তোকে দিব্যি করে বলতে পারি।

যে সময়ে রান্নাঘরে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল তখন ইন্দু গৃহিণীর ঘরে গিয়া পিসির হাতে সরবতের পাত্র দিয়া হাসিমুখে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া দাঁড়াইতেই, তিনি প্রফুল্ল ভাবে কহিলেন—

“এস মা লক্ষ্মী আমার! জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে চিরদিন পাকা মাথায় সিঁদুর পর। তুমি কি হাত গুণতে শিখেছ নাকি বাছা—আমার যে তেষ্টা পেয়েছে—তা টের পেলে কেমন করে?”

বলিয়াই হাসি মুখে গৃহিণীর প্রতি কটাক্ষে চাহিলেন। তিনিও তাহার প্রত্যুত্তরে কেবল ঈষৎ, মধুর হাসিলেন। ইন্দু সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নিচু করিয়া বিনীত ভাবে জবাব করিল—

“এই দুপুর রোদে এতটা পথ গাড়ীতে বন্ধ হয়ে ঘেমে এসেছেন—”

"ধন্য বুদ্ধিশুদ্ধি! লক্ষ্মীশ্রী অচলা হোক মা? আমি যাবার পর থেকে তুমি নাকি একলাটি এই সংসার মাথায় করে রেখেছ মা?"

"না না—একলা কেন?"

বলিয়া, ইন্দু অপ্রস্তুত হইয়া কি জবাব করিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া পিসীমা কহিলেন—"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। নিমু আর বিমু তো ঠিক বলত, কেবল আমিই এতদিন চিনতে পারিনি।" বলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আপন করাঙ্গুলি চুম্বন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে গৃহিণীর আবার বেদনা ধরিয়া সহসা ব্যায়রাম খুব বাড়িয়া উঠিল। সরলের পিসী চোখের উপর যে যাতনাময় বিপজ্জনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, আকুল ভাবে একবার সুধীরের পানে একবার ভাজের পানে চাহিতে চাহিতে সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। সরল, সুধীর, শ্যামার মা প্রভৃতি সকলেই তটস্থ হইয়া প্রাণপণে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ বিশারদ মহাশয় আসিয়া রোগিনীর নাড়ী টিপিয়া শয্যাপার্শ্বে গম্ভীর মুখে চোখ বুজিয়া বসিলেন।

চন্দ্রা সেদিন দুর্জ্জয় লজ্জা দমন করিয়া ভারীমুখে কাঠের পুতুলের মত মায়ের কাছে নীরবে বসিয়াছিল। বিমল ও নির্ম্মল কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘরের এক কোণে মাদুরে বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে-

ছিল। ইন্দু রান্নাবাড়ী হইতে শতবার ছুটাছুটি করিতে করিতে আসিয়া ঔষধ ও সুশ্রূষার নানা আয়োজন হাতের কাছে আগাইয়া দিতেছিল, আজ আর তাহারও লজ্জা সরম ছিল না। সহস্র উৎকণ্ঠার ভিতরেও এক অবসরে দেবর দুটিকে তুলিয়া লইয়া গিয়া খাওইয়া দিয়া পিসীমার ঘরে শোয়াইয়া আসিয়া আবার রোগিনীর সুশ্রূষার বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সুধীর প্রাণপণ শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মুহুঃমুর্হুঃ ঘড়ি দেখিতে দেখিতে বিশারদ মহাশয়ের মুখের পানে চাহিতেছিল, সরল অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত মুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া চিকিৎসকদ্বয়ের কার্য্যের ফল প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিশারদ মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া গম্ভীর ভাবে একবার বাম হাতের একবার ডান হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"রাত্রি এখন কত?"

সুধীর নিম্নস্বরে জবাব দিল—

"সাড়ে এগারটা বেজে গেছে।"

বলিয়াই জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরশুদ্ধ সকলেই মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণের পূর্ব্বে অপরাধীর মত নীরব উৎকণ্ঠা ভাবে উহার পানে শঙ্কিত ভাবে মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধবৈদ্য ধীরে ধীরে একটা ভারী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"রাত্রি দ্বিপ্রহর যদি নারায়ণের কৃপায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তা'হলে আর এ যাত্রা কোন শঙ্কার কারণ অনুমান হয় না। কিন্তু নাড়ীর অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নয়, ক্রমেই যেন অধিকতর দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।"

বলিয়া তিনি আবার নাড়ী পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। সরল

মাতালের মত টলিতে টলিতে গিয়া দেয়ালের ধারে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ডান হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া নত-মুখে স্তব্ধভাবে রহিল। ক্ষ্যামার মা চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, সুধীর কঠোর চোখে চাহিয়া ইঙ্গিতে থামাইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল।

"গরম জল,—শাগ্‌গির এক হাঁড়ি খুব কস্‌কসে গরমজল আন বৌদি, আর একটা বড় গাম্‌লা ক্ষ্যামার মা।"

ইন্দু ও তাহার পিছনে পিছনে ক্ষ্যামার মা রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের বাহিরে বারাণ্ডায় বাড়ীশুদ্ধ পুরনারীরদল ভিড় করিয়া দরজা চাপিয়া নিম্ন স্বরে কথাবার্ত্তা কহিলেও মাঝে মাঝে এক একবার দূরাগত হাটের কোলাহলের মত যেমন তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল, অমনি সুধীর ভিতর হইতে চাপাগলায় তাহাদিগকে নীরব হইবার জন্য আদেশ করিতেছিল, তবু তাহা একেবারে স্তব্ধ না হইয়া—বৃহৎ মৌমাছির ঝাঁকের প্রবল গুঞ্জনের মত জমাট সুরে, থাকিয়া থাকিয়া কক্ষ মধ্যে আসিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। তেমনি একটা চাপা কোলাহলের প্রবল ঝঙ্কার পুনরায় উদ্দাম হইয়া উঠিতেই সুধীর ভিতর হইতে আবার চাপা গলায় কঠোর ভাবে ধমক দিয়া উঠিল—

"বলি তোমরা কি থামতে পারনা গা—আবার সেই হট্টগোল বাড়িয়ে তুলছ; কি রকম আক্কেল বিবেচনা সব? রোগীর ঘরের দোরগোড়ায় এমন করে হাট বসাতে পাবে না—এখানে কারুর থাকবার আবশ্যক নেই—চলে যাও সব।"

গঙ্গামণি সন্ধ্যার সময়ে ঘণ্টাখানেক আসিয়া গৃহিণীর ঘরে বসিয়া আহ্নিক ও জপের অছিলায় উঠিয়া গিয়াছিল, তাহারপরে আর তাহার সন্ধান ছিল না, এতক্ষণ পরে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—পুনরায় আসিয়া

দরজার কপাট ধরিয়া দাঁড়াইতেই সুধীরের ধমক শুনিতে পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—

"ওরে বাপ্‌রে? আর কেউ কথনো দুনিয়ায় ডাক্তার বদ্দি হয় নি যেন, ভাগাড়ে শকুনির মত আপনারা মড়া আগ্‌লে—"

সুধীর মুহূর্ত্তেই বিদ্যুৎ চালিতের মত ফিরিয়া এমন কঠোর ভাবে রক্তনেত্রে চাহিয়া হাত নাড়িয়া আদেশ করিল যে গঙ্গামণি আর কথা শেষ করিতে সাহস পাইল না, মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সমবেত পুরনারীগণকে কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা ক্যামার মা একটা বড় পিতলের গামলা ঘাড়ে করিয়া ব্যস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়াই চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—

"সর, সর, পথ ছেড়ে দেও—জ্যালা গেরো যাহোক—সব দোর আগ্‌লে সং দেখবার জন্তে জটলা ক'রছ নাকি, লাজ লাগে না একটু?"

কিন্তু গঙ্গামণি তো দরজা ছাড়িলই না, অধিকন্তু উচ্চস্বরে ধমক দিয়া কহিল—

"কি বল্লি লা?"

"বল্লুম ঠিক, আরো না বলতে হয়—শীগ্‌গির পথ খোলসা কর।"

বলিয়াই, ব্যস্ত হইয়া ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। গঙ্গামণি ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আর একজনের ঘাড়ের উপর পড়িয়াই দ্বিগুণ তেজে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে আবার সেই ধাক্কা আর একজনের উপর সাম্‌লাইয়া "মর্‌ মর্‌" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের ভিতরেই বারাণ্ডায় কোলাহল আবার উদ্দাম হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে অত্যন্ত কষ্টে এক হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল লইয়া ইন্দু দ্রুতপদে আসিয়াই থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল—

"সর্, সর্,—শীগ্‌গির পথ দেও।"

কিন্তু ইন্দুর কথা কাহারও কাণে গেল না—পথও কেউ ছাড়িয়া দাঁড়াইল না, বরং দোরগোড়ায় আরও বেশী জটলা করিয়া আপন আপন কথায় মাতিয়া উঠিল। দুই হাতে গরম জলের প্রকাণ্ড হাঁড়ি বহিয়া ইন্দু থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—আর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিবার শক্তি ছিল না, হাত দুইখানি উত্তাপে দগ্ধ হইয়া, মুষ্টি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল, কাঁদো কাঁদো হইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—

"ওগো পায়ে পড়ি—একটুখানি পথ দেও বাছারা, গেলুম যে, আর পারিনি।"

বলিতে বলিতে অধীরভাবে দুই হাতের কনুই দিয়া ঠেলিয়া কোনমতে একটুখানি পথ করিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু দরজার চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই—তাহার কনুই গায়ে লাগিয়া গঙ্গামণি একেবারে জ্বলিয়া গিয়া দ্বিগুণ জোরে নিজের কনুই দিয়া তাহাকে এমন ভাবে ঠেলিয়া দিল যে ইন্দু সে ধাক্কার বেগ সহিতে পারিল না—একেবারে ঘরের ভিতরে হাঁড়ীশুদ্ধ হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে, কোনমতে টাল সামলাইয়া লইল। পিত্তলের হাঁড়ী ভাঙ্গিল না বটে, কিন্তু এক ঝলক ফুটন্ত জল চল্‌কাইয়া তাহার ডান হাতের উপর পড়িয়া পোড়াইয়া দিল। যন্ত্রণায় কেবলমাত্র একবার 'উঃ' করিয়াই সে শাশুড়ীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে গঙ্গামণিও একেবারে উদ্দাম হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—

"উহু-হুঃ—মাগো—গেলুম গো, কোথাকার খুণে বউ গো—একেবারে পুড়িয়ে মারলে গো!"

সঙ্গে সঙ্গে ঝাইঠাক্‌রুণও নাকে কাঁদিয়া উঠিল—

"আমারও দু' ফোঁটা পায়ে পড়েছে গো—ফোস্কা হয়ে গেল, জ্বলে মলুমরে বাবা।"

সরল একবার কটমট করিয়া ইন্দুর পানে চাহিয়াই, মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ক্ষ্যামার মা অতিকষ্টে হাসি সম্বরণ করিয়া চাপাগলায় ইন্দুকে কহিল—

"বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে, হাঁড়ীশুদ্ধ গরম জল বেটীদের মাথার উপর ঢেলে দিয়ে আসতে পারলে না বৌদি ?"

বলিতে বলিতে সহসা ইন্দুর হাতের উপর নজর পড়িয়া চমকাইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে মুখের পানে চাহিয়াই সভয়ে কহিল—

"একি বৌদি—সারা হাতটা পুড়িয়ে ফেলছে যে।"

"ও কিছু না একটুখানি ভাব লেগেছে।"

"তাই কি ? না না এযে একেবারে পুড়ে ঝলসে গেছে দেখছি—রক্ত ফুটে বেরোবার মত হয়েছে, কেমন করে সয়ে আছ গো' ডাক্তার-দাদাবাবুকে—"

ইন্দু বিরক্ত হইয়া দৃঢ় ভাবে বাধা দিয়া কহিল—

"চুপ করে থাকতে পারনা কালোদিদি, কি সর্ব্বনাশ মাথার উপর ঘনিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছ না, এখন কি নিজেদের তাকিত করবার সময় নাকি ?"

বলিয়াই, ব্যস্ত হইয়া সুধীরের নির্দ্দেশ মত শাশুড়ীর সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ক্ষ্যামার মাও অপ্রতিভ হইয়া আপনার কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু বাহিরে কোলাহল তখন এমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুধীর আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিল না—

"আঃ এরা পাঁচজনে মিলে মাকে আর এ যাত্রা রক্ষা পেতে দিলেনা দেখছি।"

বলিয়া বিরক্তভাবে পিসীমার পানে চাহিল।

সরলের পিসী এবারে বাড়ী আসিয়া আদ্যোপান্ত সকল ব্যাপার চোখের উপরে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কাণে শুনিয়া গঙ্গামণির উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত হইয়া বাহিরে উঠিয়া গেলেন। কোলাহল এক মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াই—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত—তৎক্ষণাৎ একেবারে থামিয়া গেল। কেবল একবার মাত্র গঙ্গামণির অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল—

"তোমরাই যে যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার করে তুলেছ বাছা! যত রাজ্যের হেতুড়ে ডাক্তার বদ্দি জড় করে, তিলকে তাল করে তুলে বাছাকে আমার সেঁকে-পুড়িয়ে দগ্ধে দগ্ধে মেরে ফেলবার জোগাড় করে তুলেছ? আমরা এই বাড়ীশুদ্ধ লোক হায় হায় করে মাথা চাপড়ে কেঁদে মর্‌ছি তা—

সরলের পিসী কঠোর স্বরে ধমক দিয়া বলিলেন—

"ফের সুরু করলে? তোমাদের তো কারুর মাথা চাপড়ে কেঁদে ককিয়ে মরবার দরকার করে না—নিজের নিজের কাযে মন দেওগে। তার বৌ-বেটা আছে—মেয়ে আছে, মাথার উপর স্বামীর বদলে ননদ-নন্দাই রয়েছে—তোমাদের এত দরদ জানিয়ে কায কি? মার চেয়ে যে আপনার হতে চায়, তারে পাঁচজনে কি বলে জান? ফের, যদি কেউ আর একটি কথা কও তো ভারি অন্যায় হবে বলছি।"

বলিয়া আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আর শব্দমাত্রও শুনিতে পাওয়া গেল না। সুধীর অস্থির ভাবে পুনঃপুনঃ ঘড়ির পানে চাহিতে চাহিতে বিশারদ মহাশয়কে প্রশ্ন করিল—

"কেমন বোধ কর্‌ছেন?"

"চালাও, চালাও—থেমনা, নাড়ীর গতি ফিরছে অনুমান হয়।" বলিয়া উৎসাহিত ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। সরল একলাফে উঠিয়া আসিয়া সুধীরের পীঠের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, .পিসীমা শ্যামার মা, ইন্দু, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্তব্ধভাবে কবিরাজের মুখের পানে রুদ্ধনিশ্বাসে চাহিয়া রহিল। প্রায় পনোরো মিনিট পরে বিশারদ মহাশয়ের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল, সুধীরের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ক'টা বাজলো ?"

"প্রায় একটা।"

"জয় মধুসূদন শঙ্কটের অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—আর চিন্তা নেই, নাড়ীর উত্তাপ ফিরছে। এইবার একটু পথ্যের ব্যবস্থা।"

বলিয়া প্রফুল্ল ভাবে সরলের পানে চাহিলেন। তাহার দু'টি চোখ বাহিয়া আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, কথা কহিতে গিয়াও পারিল না। সুধীর উৎসাহিত ভাবে তাহার পানে চাহিয়া—

"আর ভয় কি ভাই, ভগবান রক্ষা করেছেন।"

বলিয়া ইন্দুর পানে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—

"এইবার একটু গরম দুধ—বৌদি ?

ইন্দু আনন্দে আত্মহারা হইয়া, ছুটিয়া গিয়া গরম দুধ আনিয়া শাশুড়ীর পা দু'খানি কোলে করিয়া বসিল। সহসা রজনীর নিস্তব্ধতা তোলপাড় করিয়া বাহিরে গঙ্গামণির কর্কশ কণ্ঠস্বর উঠিল—

"একি সব বাদ সাধা নাকি—কুকুর বেরালকেও তো লোকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্যি করে না, তার চেয়ে পষ্ট করে বল্লেই তো হয়রে বাপু ? এত শত্তুরতাই কিসের জন্যে ? নিমু আমার কার বুকে ভাতের হাঁড়ী

উলিয়েছে যে সবাই উঠে পড়ে এক জোটে তার পিছনে নেগেছ? তুমিই বল না রাইদিদি—স্বচক্ষে সব কাণ্ডকারখানা দেখছ তো?"

রাই ঠাকরুণ হাউয়ের মত উচ্চ শব্দে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া সায় দিলেন—

"তা আর দেখছিনে বোন—কার কথা বলবো বল, এযে ঘোর কলি—ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব লোপ পেয়েছে যে—?"

"তাই বটে মা, এমন নেমকহারামি কে কোথায় দেখেছ বলত শুনি? ওঃ ভাত কাপড় দিচ্ছেন;—অমনি অমনি দিচ্ছেন আর কি? বাছাকে দুটিবেলা দশটা পাকের খাটুনি খাটিয়ে নিয়ে তবে না ছাড়ছেন? পিত্যেস তো কত? পরের বাড়ীতে গিয়ে অমন ধারা খাটলে তারা এ্যাদ্দিন মাথায় করে রাখতো,—এই খঁ। বাবুরা দুটিবেলা সাধ্যি-সাধনা করছে, তা বাছা আমার বলে কি—না, ঠকু-মা সেটি হবে না, দাদাবাবুকে ছেড়ে তার শত্তুরের ঘরে চাকরি করতে গেলে ধর্ম্ম থাকবে না। তারা মাস মাস আড়াই গণ্ডা টাকা অবধি মাইনে কবলেছে তবু বাছা গেল না—তা এই কি তার ফল নাকি? বলত বোন দুবেলা দু'মুঠো ওই চুলোর পিণ্ডি ছাড়া তোদের ঘরের আর কোন জিনিষটায় ও নজর করে? গোকুল এখানে নেই বলে একলাটি হিম্‌সিম খেয়ে এই তিনপোর রাত অবধি মোকদ্দমার তদারক করে বেড়াচ্ছে, তাও যদি দুটি পেটভরে না খায় তো বাঁচে কেমন করে?"

"তা বই কি দিদি—ওই পোড়া পেটের দায়েই তো যত কিছু তা নইলে কে আর—"

বলিয়া রাই-ঠাকরুণ ফোড়ন দিয়া শেষ করিতে না করিতে গঙ্গামণি বাধা দিয়া পুনশ্চ গর্জ্জিয়া উঠিল—

"তা যদি—আজ পোড়া—কাল ধরা—পরশু অসেদ্দ এই রকম দিস্

তো খাবে কেমন করে ? এই যে বাছা ধরা ডাল বলে খেতে না পেরে, থালাশুদ্ধ ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে গেল সে তো আর কারুর গায়ে লাগে না।"

রাই-ঠাকরুণ আশ্চর্য্য ভাবে বলিয়া উঠিল—

"ওমা, তাই বটে অমন টলতে টলতে ওয়াক ওয়াক করে উকি তুলতে তুলতে বাইরে চলে গেল ? তাই অত দুর্গন্ধ ছেড়েছিল বটে ? তা রাঁধতে গিয়ে এমনি করেই কি ভাত ডাল সব ধরিয়ে ফেলতে হয় নাকি, বে—"

"থামগো থাম—তোমার আর ফোড়ন দিতে হবে না।"

বলিয়া সহসা কিরণময়ী চিবাইয়া বলিয়া উঠিল—

"বলছো কাকে ? আমরা কেউ ডালের হাঁড়ী ছুঁইওনি। বৌদিদি মাছের তরকারী দুটো রেঁধে দিয়ে চলে গেছে—আমরা ভাজা চচ্চড়ি, সুক্তো, দম আর টক রেঁধেছি, ভাত আর ডাল রেঁধেছে তোমারই বউ বিধু ঠাকুরঝি !"

"অবেলা আঁটকুড়ীর বেটী ?"

বলিয়া রাই-ঠাকরুণ প্রখর হইয়া বধূর উদ্দেশে সপ্তমে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—

"তুই ওদের ও হেঁসেলে পা বাড়াতে গেছিস কেন বল্‌তো ?"

"চুপ কর মা,"

বলিয়া বিধু ধমক দিয়া গম্ভীর ভাবে জবাব করিল—

"এই তিন পোর রাতে মিছিমিছি গলাবাজি করে আকাশ ফাটিয়ে আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে তুলনা। বৌদিদি, ফিরে এসে ভাত ডাল রাঁধবে বলেছিল, কিন্তু সে বেচারা সেই থেকে আর মরবার অবকাশ পায়নি বলে আমিই রেঁধেছি। তা এ বিপদের সময় একদিন

নয় ডাল একটু ধরেই গেছে তাতে হয়েছে কি যে বাড়ী মাথায় করছো?"

রাই-ঠাকরুণ গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি বাধাদিয়া গঙ্গামণি উগ্রভাবে প্রতিবাদ করিল—

"সে মরুক হাজুক তোর কিলা যে সরফরাজি করতে গিয়েছিস, লাজ লাগেনা একটু পোড়ারমুখে? আমাদের না জানিয়ে কার হুকুমে তুই তলেতলে খোসামুদী করে এ ঘরে এসে ঢুকেছিস তার জবাব দে।"

"খুসী আমার?"

বলিয়া বিধু এবার গঙ্গামণির উপর একমাত্রা চড়াইয়া, জবাব করিল—

"সে কৈফিয়ৎ তো আমি তোমার কাছে দেবনা, কে তুমি যে আমার উপর এমন করে চোখ রাঙ্গাতে এস? এতদিন যে মান্তি করে চলেছি এই ভাগ্যি মনে কর। সতীলক্ষ্মীর গায়ের বাতাস লেগে আমার চোখ খুলে গেছে, নিজের দশা বুঝতে পেরেছি—এখন ওই উপর ওলা ছাড়া আর কারুকে আমি ডরাই না। হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গবো? নিমুবাবু ধরা ডাল খেতে না পেরে উঠে গেছে না আর কি, তা সবাই টের পেয়েছে। লজ্জা করে না তোমাদের একটু—বাড়ীর গিন্নী শুষছেন—আর এই সময়ে এই তুচ্ছ কথা নিয়ে তোমাদের এই ঢলাঢলি পড়ে গেছে?"

গঙ্গামণি একটু গম খাইয়া হঠাৎ উল্কার মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—

"একটা শুষছে বলে কি,—না রেঁধে—না খাইয়ে—বাড়ীশুদ্ধ আর সবাইকে মেরে ফেল্‌বার ফিকির করেছে নাকি? অমন গতোরে আগুন ধরে না, ঘুঁয়োপোকা লাগে না? তার হয়ে আবার ঘরের ঢেঁকী কুমীর

ছুটে এয়েছেন ওকালতি করতে? আসুক তো গোকুল বাড়ী ফিরে দেখি এর বন্দেজ করতে পারি কিনা?"

সহসা সকলে স্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সরলের পিসী ইন্দুকে বুকের কাছে করিয়া লইয়া আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"আসুক গোকুল বাড়ী ফিরে; আমি তার দিদি—এবাড়ীর গিন্নী আমি—এই সকলের সামনে বলে দিচ্ছি—কাল থেকে তোমরা মা সবাই মিলে, মিলেজুলে এই সতীলক্ষ্মীর হয়ে হেঁসেলের সব কায করবে। সবাই মিলে এক সঙ্গে ভাগাভাগি করে করলে কারুরই গায়ে লাগবে না, মালক্ষ্মী আমার সাম্‌নে শুধু বসে থেকে তারই বন্দোবস্ত করে দেবেন। এতে যিনি আপত্তি করবেন, বা খাবার অসুবিধা মনে করবেন, তিনি তাঁর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে পারেন।"

গঙ্গামণি, রাই-ঠাকরুণ ও তাঁহাদের দলের দুই চারিজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, কিন্তু কিরণ, বিধু, ননীবালা প্রভৃতি সকলেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে বিষ, গঙ্গামণি, ও নিমাইচরণ প্রভৃতি বিকীর্ণ করিয়াছিল, তাহার প্রভাব সরলকেও এড়াইয়া যায় নাই, তাই সে ছুটীর সময়েও বাড়ী আসিতে চাহিত না, এবং নিজের জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড অভিশাপের বোঝা বলিয়া বন্ধুর কাছে সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিত। সেই সকল শুনিয়া শুনিয়া ইন্দুর প্রতি সুধীরের মনেও বিরাগের সঞ্চার হইয়া উঠিতেছিল।

তেমনি দিনে এখানে আসিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। গৃহিণীকে সুস্থ করিয়া ভোরের বেলা উঠিয়া আসিতেই দ্বার প্রান্তে বারাণ্ডার উপরে নজর পড়িয়া একটুখানি স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপরে বিরক্তভাবে বাহিরে চলিয়া গেল। সেখানে সরল আগে হইতে উঠিয়া আসিয়া রক্তচক্ষে, গম্ভীর মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, সুধীরকে দেখিয়াই চমকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"মা ?"

"বেশ সুস্থ হয়ে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন এখন আর উপস্থিত কোন ভয়ের কারণ নেই।"

"ভাগ্যে তুমি দয়া করে, এই সব চিকিৎসার সরঞ্জাম, ব্যাটারী, ওষুধ সঙ্গে করে এসেছিলে তাই ?"

"ফের জ্যাঠামো আরম্ভ করলি ?"

বলিয়া, কণ্ঠস্বরে একটু শ্লেষ মিশাইয়া কহিল—

"তা এমনি করে গোড়ায় কোপ মেরে আগায় জল ঢেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোদের জমীদারের ছেলেদেরই সাজে বটে ?"

"নারায়ণের কৃপায় মা সেরে উঠেছেন—আমারও অসহ্য বোধ হচ্ছে, কালই আমি চলে যাব।"

বলিতে বলিতে সুধীরের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। সরলের মুখ দিয়া একটাও কথা সরিল না, কেবল গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সুধীর কহিল—

"বুঝতে পারলি না ? উঠে আয়, জুতো খুলে, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে চল।"

সরল যন্ত্র চালিতের মত সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সুধীর গৃহিণীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া বারাণ্ডার দিকে নীরবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেই—সে

কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র স্তব্ধ থাকিয়াই হাসিয়া ফেলিল। সুধীর নীরবে তাহাকে বাহিরের ঘরে টানিয়া আনিয়া উষ্ণভাবে কহিল—

"কেমন, বুঝলি তো? এতদিন যত কথা বলেছিস সব মিছে? ছিঃ এমন নির্দ্দয় তুই?"

ইন্দুর শয়নের কোন নির্দ্দিষ্ট কক্ষ বা শয্যা ছিল না। যতদিন গৃহিণী ভাল ছিলেন ততদিন বধূকে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে নিজের কাছে লইয়াই থাকিতেন। সরল বাড়ী আসিলে সুবিধামত কোন একটা শূন্য কক্ষে শয্যা রচিত হইত। কিন্তু ব্যায়রাম বাড়িয়া উঠিবার পর, যখন তিনি বধূর প্রতি আর তেমনি লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না, এবং ইন্দুরও সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে দুপর রাত অতীত না হইয়া গেলে আর বিশ্রামের অবসর মিলিত না, তখন হইতে সে—যেদিন যেমন ভাগ্যে মিলিত—সেদিন তেমনি ভাবে, কোন দিন ক্ষ্যামার মার বিছানায়, কোনদিন বারাণ্ডার কোণে একটা মাদুর পাতিয়া, আবার কোন দিন বা রান্নাঘরের দোরগোড়ায়—হয়ত মাটীতে আঁচল পাতিয়া, নয়ত পিঁড়ির উপর অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে হাতে মাথা রাখিয়া—যথাসম্ভব—একটুখানি ঘুমাইয়া লইত। গৃহিণীর পীড়ার সময়ে শ্বশুর সর্ব্বদা ঘরে থাকিতেন বলিয়া, সেদিকে যাইতে পারিত না। গোকুলানন্দের কলিকাতায় গমনের পর হইতে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সে আবার গৃহিণীর শয্যার আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু সে রাত্রে গৃহিণীকে সুস্থ করিয়া কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে সরল উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেও, সুধীর পিসীমার সঙ্গে বসিয়া মৃদুস্বরে তাঁহাদের সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতেছিল বলিয়া, সে নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া ভোরবেলায় দরজার পাশে বারাণ্ডাতেই—হাতে মাথা রাখিয়া, শূন্য মেঝের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুধীরের কথায় সরল বিরক্ত-ভাবে জবাব করিল—

"ঘর-দোর নেই—না বিছানা-মাদুর নেই? ওর ওইরকম সব সৃষ্টি-ছাড়া বেয়াড়া কাণ্ড, তার আর আমি কি করবো?"

"তুই কি করবি? নরাধম স্ত্রী-হন্তা? দেখ এতদিন অন্ধকারে ছিলুম বলে যা বুঝিয়েছিলি—বিশ্বাস না হলেও—বিশ্বাস করেছি, কিন্তু আর ভোলাতে পারবিনি। আমি নানা উপায়ে সকল ব্যাপার জেনেছি—চোখেও দেখছি কতক, এই নিষ্ঠুর পত্নী-পীড়ন-পাতকের একমাত্র দায়ী—তুই স্বয়ং।"

সুধীরের মুখের ভাবে এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটু কিছু ছিল যাহাতে সরল জোর করিয়া জবাব দিতে গিয়াও পারিল না। থত মত খাইয়া ভয়ে আমতা আমতা করিয়া কহিল—

"আমি?"

"তা ভিন্ন আর কে? শিক্ষিত বলে আমরা না গর্ব্ব করি? স্ত্রী-পীড়নকারী বলে আমাদের সমাজকে না ঘৃণা করি? সেটা শুধু আমাদের অভিমানের ফল ভিন্ন প্রকৃত প্রাণের কথা নয়; নইলে এ দৃশ্য আজ তোমার বাড়ীতে কখনই চোখে পড়তো না। যত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় হোন না কেন—যাদের সঙ্গে শুধু স্বার্থের সম্পর্ক—তাদের মোসাহেবি আর মিষ্টি কথায় অভিভূত হয়ে আমরা অনেক সময় সতীলক্ষ্মীদের নির্য্যাতন করি বলে আজকাল অনেক বড় ঘরে যেমন নানা প্রকারের অশান্তিকর শোকাবহ ঘটনা ঘটে থাকে—এমন সাধারণ নিম্ন সমাজের ভিতরেও ঘটে না, তবে পয়সার জোরে সেটা তেমন প্রচার হয়ে না পড়তে পারে! ছিঃ ছিঃ—এই যদি শিক্ষার পরিণাম হয়, তবে তেমন শিক্ষা না হওয়াই মঙ্গল।"

"তবে সংসারের আর সকলকে উপেক্ষা করে স্ত্রী-রত্নকে মাথার মুকুটে

বসিয়ে নিশিদিন তার পূজা করাতেই বোধহয় তোর মতে পৃথিবীর মঙ্গল বিধান হয়?"

বলিয়া সরলও এবার একটু শ্লেষের টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িল না, কিন্তু সুধীর গম্ভীর হইয়া জবাব করিল—

"না—আমি স্ত্রৈণ হতে বলি না, তেমন উদাহরণেরও অবশ্য অভাব নেই—কিন্তু তারাও নরাধম, তাদেরও লোকালয়ের সংশ্রবে থাকা অমঙ্গলকর। আমি কেবল বলি কর্ত্তব্যের পথে চলতে। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের সাহার্য্যে নিরপেক্ষ হয়ে, প্রত্যেক বিষয়ের তুলাদণ্ডে ন্যায়বিচার করে পথ নির্দ্দেশ করতে। নইলে আর শিক্ষার ফল কি? সংসারে প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্যই পূর্ণভাবে প্রতিপালন করার নাম—ধর্ম্ম। শিক্ষায় নিজের সঙ্কুচিত মনকে প্রসারিত করে সেই ধর্ম্ম পালনের সাহায্য করে বলেই শিক্ষার গৌরব। যে শিক্ষায় তা না হয় তেমন শিক্ষা না হলেও তো ক্ষতি নাই?"

"এতে আর আমার হাত কি?"

"তবে আর কার হাত আছে? তুমি মনকে চোখঠেরে যতই কেন সাধুতার ভান কর না—আমি জোর গলায় বলছি—সকল দোষ তোমার?"

"আমার দোষ?"

"নিশ্চয়? শতবার—সহস্রবার তুমিই দোষী, আর তোমার এই আচরণ হতে সংসারে যে অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়েছে—নারায়ণ জানেন—তার পরিণতি কোথায়? লোকতঃ—ধর্ম্মতঃ—বালিকার প্রতি তুমি স্বামীর কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হয়েছ, কিন্তু লজ্জার খাতিরেই হোক, অথবা পাঁচজনের প্ররোচনায় কিম্বা মন রাখবার জন্য, কিম্বা যে কারণেই হোক মনে মনে তার প্রতি বিরক্ত হয়ে যে উপেক্ষা—যে অবজ্ঞা, যে হতাদর প্রদর্শন করছ, তাতে সে ধর্ম্ম প্রতিপালিত হচ্ছে কি? এই পক্ষপাতিতায়

তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সমস্ত আচ্ছন্ন করে—বিচারশক্তি একেবারে লোপ করে দিয়েছে, এমন কি তার আবশ্যক বলেও মনে ক'রছনা। এর ফলে—শুধু যে চির অশান্তি আহ্বান করে এনেছ, তা নয়—তোমার নির্দ্দোষী সতীলক্ষ্মী ধর্ম্ম-পত্নীকে পীড়ন কর'ছ—মাতৃহত্যা কর্‌তে বসেছ—তুমি কি মানুষ?"

সরল শিহরিয়া উঠিয়া সভয়ে কহিল—

"মাতৃহত্যা—এঁ্যা—"

"নিশ্চয়! শুধু তোমাদের এই অশান্তিকর অবস্থা ভেবে ভেবে মার হৃদয় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এই সাংঘাতিক ব্যাধি আক্রমণ করেছে। তোমাকে আমি স্ত্রৈণ হতে উপদেশ দিই না—বরং সেরূপ দেখলে, বাধা দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব, কিন্তু তুমি যদি তোমার স্ত্রীর প্রত্যেক কার্য্যের দোষগুণ ন্যায় বিচার করে, তার প্রতি দণ্ড ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে, তা'হলে তোমারও ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য পালন হত এবং মারও এই শোচনীয় অবস্থা চোখে দেখতে হতনা। তোমার অবজ্ঞার ফলেই—বিনা কারণে আর সকলের বিরাগ সেই অসহায়া নির্দ্দোষী বালিকার প্রতি উদ্দাম হয়ে উঠবার পথ পেয়েছে, তুমি কর্ত্তব্য পালন করলে অন্যরূপ হত। বেচারা যে শুধু নিরপরাধ তা নয়—সম্পূর্ণ অসহায়—নিরাশ্রয়, শুধু শাশুড়ীর স্নেহেই আজপর্য্যন্ত বেঁচে আছে, কিন্তু—ভগবান্ রক্ষা করুণ—তিনি চোখ বুজলে তার পায়ের তলার মাটিটুকু অবধি সরে গিয়ে তাকে যে অতল অন্ধকার গহ্বরের অভ্যন্তরে টেনে নেবে—তা বুঝতে পারছ কি? শুধু তোমার একার দোষে এই দুটি স্ত্রী হত্যা হয়ে তোমাদের গৃহে অমঙ্গলের কাল মেঘ ঘনিয়ে আসবার উপক্রম হয়ে উঠেছে।"

বলিতে বলিতে সুধীরের কণ্ঠস্বর প্রগাঢ় হইয়া চোখ দিয়া টপ্‌টপ্

করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সরল শঙ্কিত পাণ্ডুর মুখে ছলছল চোখে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটুখানি নিরব থাকিয়া সুধীর চোখ মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া আবার কহিল—

"আর যথার্থই পত্নী যদি অপরাধী হয়—গুণহীন হয় তার জন্যেও তো একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কেউ দোষী হতে পারে না। সে যখন তার সকল স্নেহ ভালবাসার পূর্ব্ব বন্ধন ছেদন করে—আশ্রয় চ্যুতা ক্ষীণা লতাটির মত, তার ভাল মন্দ, শুভাশুভ, জীবন-মরণ, সমস্ত তোমাতে অর্পণ করে অসীম নির্ভরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তখন তার সকল কার্য্যের জন্য দায়ী যে তুমি আপনিই। তুমি যেমন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, যে রকম উপদেশ দিয়ে, যে রকম শাসন করে—যে রকম পুরস্কার দিয়ে যেমন স্নেহে তাকে যে রকম গড়ে তুলবে—সে ঠিক সেই অনুপাতে উত্তম অথবা অধম হয়ে উঠবে। এই জন্যই স্বামীর কর্ত্তব্য শতগুণে কঠোর। যে নবীন পতি সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানে অজ্ঞ অথবা পালনে বিমুখ তার ভবিষ্যৎ সংসার একটা বিরাট অভিশাপের স্তূপ ব্যতীত আর অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে না, সেজন্য কেবল অদৃষ্টের দোষ দিয়ে মনকে চোখ ঠারতে গেলে চলবে কেন ভাই? পত্নী মনের মত না হয়ে থাকে তাকে নিজের মনের মত গড়ে নেও, নইলে তুমি পতি হয়েছ কেন? মনে রেখ—এ শুধু দু'দণ্ডের ছেলে-খেলা নয়, এ বন্ধন চিরকালের অক্ষয়—অনন্ত—অটুট দুশ্ছেদ্য বন্ধন।"

সকাল হইয়া গিয়াছিল, ক্ষ্যামার মা এস্ত ভাবে আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই সরল চমকাইয়া শুষ্ক মুখে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—

"মা কেমন আছেন?"

জেগেছেন—আছেন ভাল।"

"তবে?"

"পিসীমা একবার ডাক্তার দাদাবাবুকে ডাকছেন, কাল রেতে ফুটন্ত জল চল্‌কে পড়ে বৌদির ডানহাতটা একেবারে পুড়ে গেছে গো—এত-খানি ফোস্কা উঠেছে।"

বলিয়া ক্ষ্যামার মা শিহরিয়া উঠিল। সরল উৎকণ্ঠিত ভাবে বন্ধুর পানে চাহিল। সুধীর লজ্জিত হইয়া দুঃখিত ভাবে কহিল—

"এই দেখ্ ভাই—কথায় মত্ত হয়ে ভুলে গেছি, আমিও লক্ষ্য করেছি—সকাল হলেই জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলুম। তুমি যাও ক্ষ্যামার মা ভয় নেই, আমি ওষুধ তোয়ের করে নিয়েই আসছি।"

ক্ষ্যামার মা প্রস্থান করিবামাত্র সরলের দিকে চাহিয়া সুধীর ঈষৎ হাসিয়া কহিল—

"এই দেখ্, তোর খুব ভাগ্যের জোর তাই এমন সতীলক্ষ্মী পত্নীলাভ করেছিস। এই বয়সে এত সহ্যগুণ, এরকম বিবেচনা—আচার-ব্যবহার আমি আর কারও শুনিনি। উঃ—এই ভয়ানক পোড়ার যাতনা সহ্য করে সারাটা রাত কেমন করে নীরবে মুখ বুজে অত সুশ্রূষা করলে রে?"

বলিয়াই ঔষধ প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেল।

দিনকতক পরে এক প্রতিবেশী বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে বধূকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য গহনা পরাইতে গিয়া—তাগা জোড়া পরাইতে না পারিয়া—পিসীমা গৃহিণীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ বৌ, বৌমার তাগাজোড়া এত ছোট হয়ে গেছে?"

"সে কি,—তাগাজোড়াটাই যে সব চেয়ে বড়—ঢলঢলে ছিল বলে মাধবের কাছ থেকে ভিতর দিকে গালা লাগিয়ে ছোট করে আনা হয়েছিল।"

"কই গালাটালা তো কোথাও কিছু দেখ্‌তে পাইনি? তবে বুঝি বৌমা—ছোট হয়ে যেতে—গালা চেঁচে তুলে ফেলেছে?"

"না—ঠাকুরঝি, তাহলে কি আর আমি জানতুম না? আবাগের বেটী কি কখনো কিছু পরে? ও সব—সেই বিয়ের পর থেকে তেমনি বাক্সবন্দী হয়ে তোলা রয়েছে। কই দেখি?"

গৃহিণী সুস্থ হইলেও, অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া, সুধীর কিছুতেই তাঁহাকে উঠা হাঁটা করিতে দিত না, তাঁহারও—একটু চলাফেরা করিলেই—মাথা ঘুরিয়া উঠিত, তাই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বড় একটা উঠিয়া আসিতে পারিতেন না। খাট হইতে নামিয়া, গহনা হাতে লইয়া—জানালার ধারে—আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াই বলিয়া উঠিলেন—

"না, এ তাগা কেন হবে ঠাকুরঝি—এতো নয়। গালা তুলে ফেল্লেও—কোথাও না কোথাও—একটুও তো দাগ থাকৃতো,—এযে একেবারে আনকোরা নতুন, কোথায় পেলে?"

"তারই গয়নার বাক্সে,—আর তো অন্য তাগা দেখলুম না।"

সেই মুহূর্ত্তে, ইন্দু একটা টাট্‌কা প্রলেপ তৈয়ারী করিয়া আনিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—

"তুমি আবার উঠেছ মা, ডাক্তারবাবু এত করে মানা করেন,—দেখ দেখি পিসীমা?"

কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়া পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাতে ও কি?"

"নিমন্ত্রণবাড়ী থেকে ফিরতে হয় তো রাত হয়ে যাবে--তাই এই প্রলেপটা লাগিয়ে দিয়ে যাই। আচ্ছা—আমি এই পোড়া হাত নিয়ে নাই বা গেলুম পিসীমা?"

"বৌ-মা, তুমি কি তাগার গালা তুলে ফেলেছ?"

বলিয়া, ইন্দুর কথা চাপা দিয়া, গৃহিণী তাহার পানে ফিরিলেন। ইন্দু মুহূর্ত্তকাল অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া কহিল—

"না মা, আমিতো আর গয়নার বাক্সে হাতও দিইনি, খুলিওনি, সেই থেকেই তো পিসীমার ঘরে তেমনি তোলা রয়েছে। খালি চন্দর তোমার সেই বাড়াবাড়ীর সময় একদিন পরে, আধঘণ্টার জন্যে ঠানদি আর মামার সঙ্গে একবার ওর সইয়েদের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেছিল।"

"আমি তো তখনি ফিরে এসে ক্ষ্যামার মার সামনেই খুলে তুলে রেখেছি মা, কেন হয়েছে কি?"

বলিতে বলিতে চন্দ্রমুখী গা হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি কি গয়না পরে গিয়েছিলি?

"বৌদির সব।"

"কেন—কি করতে গিয়েছিল।"

বলিয়া পিসীমা ভাজের পানে চাহিলেন। গৃহিণী জবাব করিলেন—

"নিমায়ের কে একজন নাকি জানাশোনা সুপাত্র আছে—সে ওদের বাটী এসেছিল, তাই কনে দেখবার জন্যে কর্ত্তাকে অনেক করে বলে কয়ে ওরাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।"

বলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই তাগা পরে গিয়েছিলি?"

চন্দ্রমুখী তাগা জোড়া হাতে লইয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—

"নানা এ কেন? তাতে যে এইখানে গালা লাগানো আছে।"

"সে তো খুব বেশীদিনের কথা নয়—এরই মধ্যে সে তাগাই বা গেল কোথায় আর এ কার তাগা কোত্থেকে কেমন করে এলো?"

বলিয়া গৃহিণী বিস্মিত ভাবে ননদের পানে চাহিলেন। পিসীমা কি চিন্তা করিতেছিলেন—সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"গহনার বাক্স লোহার সিন্দুকে তুলে রাখা হয়েছিল?"

চন্দ্রমুখী অপরাধীর ভাবে জবাব করিল—

"না পিসিমা—তখন হয়নি, আমি তো লোহার সিন্ধুক খুলতে পারিনি, বৌদি সিন্দুক খুলে—বাক্সশুদ্ধ বার করে চাবির থলো দিয়ে চলে গিয়েছিল।. ফিরে এসে বাক্সে গয়না তুলে রেখে থলোশুদ্ধ চাবি আমি বৌদির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু মার তখন এমন বাড়াবাড়ি পড়ে গিছলো যে লোহার সিন্দূকে তুলে রাখবার কথা বলতে মনে ছিল না।—তার দুদিন পরে, বাবা যেদিন কলকাতায় চলে গেলেন সেই দিন সন্ধ্যে বেলা তোমার ঘরে গিয়ে বাক্স দেখতেই মনে পড়লো। তখনি তো বৌদি লোহার সিন্দূক খুলে তুলে রেখে দিলে।"

পিসীমা ইন্দূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সিন্দুকে তোলবার সময়ে বাক্স খুলে ভাল করে মিলিয়ে তুলেছিলে?"

চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি জবাব করিল—

"তার সময় ছিল কিনা? তখন ওদিকে ঠানদি যে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। বৌদি তবু একবার ডালা খুলে তাড়াতাড়ি অমনি চোখ বুলিয়ে—সিন্দুকে তুলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। কেন হয়েছে কি—বৌদির তাগা কোথায়?"

"পাওয়া যাচ্ছে না।"

বলিয়া পিসীমা কি ভাবিয়া গম্ভীর ভাবে আদেশ করিলেন—

"চুপ করে থাক—কেউ এ সম্বন্ধে কোন রকম উচ্চবাচ্য করো না।"

বলিয়া চুপি চুপি ক্ষ্যামার মাকে ডাকিয়া কি বলিলেন। সে একবার চোখ বড় বড় করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়াই, তাগা জোড়া পেটকাপড়ে লুকাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই গোকুলানন্দ এবং পরাণ হালদার কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চারদিনের জায়গায়, কলিকাতায় ঢের বেশী দেরী হইয়া গেলেও শুধু যে মোকদ্দমাতেই গোকুলানন্দের জয় লাভ হইয়াছিল এমন নয়—আরও একটা মহৎ উপকার দর্শিয়াছিল।

নিমাইচরণের চেষ্টায় সরলের বিবাহের পর হইতে বেহাইয়ে-বেহাইয়ে আর মুখ দেখাদেখি ছিল না। গৃহিণী অত্যন্ত গোপনে পরাণের সহায়তায় তত্ত্বতাবাস করিতেন এবং বধূসহ মাঝে মাঝে চণ্ডীদেবীর স্থানে গিয়া তাহার মা-ঠাকুরমার সঙ্গে দেখাশুনা করাইয়া আনিতেন। কিন্তু ইন্দু—প্রথম কার্য্যটি পিতৃকুলের অপমানজনক ভাবিয়া—শাশুড়ীর কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আর দ্বিতীয় কার্য্যটি—নিমাইচরণের চেষ্টা ও কৌশলে ধরা পড়িয়া—গৃহিণীর পীড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে এই মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে আদালতে সহসা দুই বৈবাহিকের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল।

রাইচরণ খাঁ বাবুদের প্রজা, তিনি আসিয়াছিলেন সেই পক্ষেই সাক্ষী দিতে। দেখিয়াই প্রথমে গোকুলানন্দের মুখ অন্ধকারে ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারই সত্য কথার ভিতরে আইনের কূটতর্ক ধরিয়া গোকুলানন্দের ব্যারিষ্টার উপর্য্যুপরি তিন দিন ঘোরতর সংগ্রামের পরে জয় লাভ করিয়া যখন বিশ্ববিজয়ী সেনাপতির মত দম্ভভরে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাইচরণের প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে গোকুলানন্দের মন আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়া গেল, উল্লাসে পূর্ব্ব মনান্তর ভুলিয়া বেহাইকে, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, আপন বাসায়

ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং কথায় কথায় যখন শুনিলেন যে নিমাইচরণ স্বয়ং পাঁচ সাত দিন তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিয়া রাইচরণকে খাঁ বাবুদের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করিয়াছিল, তখন গোকুলবাবুর মনে একটা বিষম খট্‌কা লাগিল, একবার মাত্র পরাণের সঙ্গে চোখো-চোখি করিয়া তিনি নানা কথায় আরও অনেক কথা জানিয়া লইলেন, তখন সেই মনের খট্‌কা একটা বিষম সন্দেহে পরিণত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সন্দেহ মিটিতেও বিলম্ব ঘটিল না। বেচু হালদারও খাঁ বাবুদেরই প্রজা হইলেও গোকুলানন্দের অপরিচিত ছিলেন না। এই—নবাবী আমলের 'হালদার' খেতাবধারী বন্দ্যঘাটী কুলীন সন্তানটিও নিজ কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সন্ধ্যার পর গোকুলানন্দের গৃহে অতিথি হইয়া দুই বৈবাহিকের পুনর্মিলন দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"এই যে বাঃ বাঃ, আবার যে দুই বেয়াইকে একত্রে কখনো দেখতে পাব সে আশা করিনি, জয় নারায়ণ! কিন্তু এ সময়ে নিমাইচাঁদ বাবু কোথায়? তিনি এরই মধ্যে আপনার গৃহ অন্ধকার করে আবার বাবুদের গৃহে গিয়ে উদয় হয়েছেন নাকি? প্রায় বৎসরাবধি কাশীবাস করে হালে ফিরে এয়েছি—এখনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরে উঠিনি।"

শুনিয়া গোকুলানন্দ এমন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন যে আর আত্ম-দমন করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিলেন—

"নিমাই খাঁ বাবুদের গৃহে, কি রকম?

"কেন অনেক দিন থেকেই তো যাতায়াত সুরু হয়েছে, কিছুই টের পাননি বুঝি?"

বলিয়া বেচু হালদার এমন অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগের সহিত কতক-গুলি কথা শুনাইয়া দিলেন যে, ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় বিস্ময়ে গোকুলা-নন্দের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সহসা আর একটা কথাও বাহির হইল

না। বেচারাম আপন মনেই তামাক টানিতে টানিতে কিছুক্ষণ বকিয়া থামিলেন। তখন গোকুলানন্দ—ঝড়ের মত—একটা প্রবল নিশ্বাস ফেলিয়া পরাণের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"ওঃ—এতক্ষণে টের পেলুম—এ ঘরভেদী বিভীষণ কে?"

"আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলুম ভাই।"

বলিয়া পরাণ হালদার মৃদু হাসিলেন। পর দিনেই উভয়ে গৃহযাত্রা করিয়া—রাত্রে বাড়ী পৌঁছিয়াই—সর্ব্বাগ্রে নিমাইয়ের সংবাদ লইয়া গোকুল বাবু শুনিলেন যে—তিন দিন অবধি তিনি এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন, কয়দিন পরে ফিরিবেন—নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। শুনিয়া গোকুলানন্দ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর মাধব স্যাকরা শুষ্কমুখে কম্পিত পদে গোকুলানন্দের খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর পরাণ হালদার আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সন্ধান কিছু করতে পারলে পরাণ দা?"

"হ্যাঁ—অনেক সন্ধানই পেয়েছি। যে বয়াটের আড্ডায় নিমাই এক রকম কর্ত্তা বল্লেই হয় সেটা একটা যাত্রার দল—ভদ্রলোকের চেয়ে ছোট লোকের ছেলের সংখ্যাই বেশী, আর তার অধিকাংশই আমাদেরই প্রজা। আমাদের প্রভু সেই দলে ভিড়ে অনেক কীর্ত্তি করেছেন তবে আমাদের এখানে অবর্ত্তানে এই সময়টার ভিতরেই বাড়াবাড়ি হয়েছে কিছু বেশী রকম।"

"সে সব পরের কথা।"

বলিয়া গোকুলানন্দ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন এই গহনার সম্বন্ধে কি?"

"ধরা পড়েছে, নেকলেস্, তাবিজ, তাগা কৃষ্ণনগরের নারাণ পোদ্দারের কাছে বিক্রী করেছে, আর কোন গয়নার কথা শুনলুম না। কিন্তু কোথাথেকে কেমিকেলের গয়না যে কিনে এনেছে, সেটা টের পেলুম না।"

বলিয়া পরাণ হালদার গভীর বিস্ময়ে কহিলেন—

"উঃ বুদ্ধি করেছে কি ভীষণ? আমরা যে জমীদারি কাযে চুল পাকালুম, এমন ধারণা কখনো মাথায় আনতেও পারিনি। ভাগ্যে তাগা জোড়ায় গালা লাগানো ছিল—তাই তো ধরা পড়্লো, নইলে কখনও এমন সন্দেহ কারুর মনে আসত না। আর আর গহনাগুলো ঠিক আছে না সেগুলো বদলেও কেমিকেলের গহনা রেখে গেছে একবার যাচাই করা দরকার।"

"সকল গহনাই এই মাত্র মাধবকে ডাকিয়ে যাচাই করতে দিছি।"

বলিয়া গোকুলানন্দ দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া ভীষণ স্বরে কহিলেন—

"বোধ হয় ঠাকরুণটিরও যোগ আছে, নইলে দিদির ঘরের ভিতর থেকে একবার বাক্স খুলে আসল গহনা চুরি করে, তার জায়গায় আবার ঠিক সেই রকম কেমিকেলের গহনা কিনে এনে বদলে রেখে যাওয়া—এ একা নিমায়ের বুদ্ধিতে ঘটেনি। আমরা কেউ ছিলুম না—বাড়ীর আর সকলে রোগী নিয়ে বিব্রত ছিল, সেই অবসরে নাতি-ঠাকুরমার মাহেন্দ্র সুযোগ পড়ে গিয়েছিল। আর একাণ্ড, হঠাৎ বুদ্ধিতে হয়নি—অনেকদিন থেকেই যে মন্ত্রণা করে আট ঘাট বেঁধে করেছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়, সেই জন্য ঘরের খবর খাঁ বাবুদের দিয়ে যথাকালে মোকদ্দমা রুজু করিয়ে আমাদের তফাত করে দিয়েছিল। উঃ! কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও রাগ যায় না, আমি দুজনকেই পুলিপোলাও পাঠিয়ে তবে ছাড়্বো।"

বলিয়া দাঁত কড়মড় করিয়া অগ্নিময় চক্ষে চাহিলেন। পরাণ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলেন—

"পুলিশে দিলে ঘরের কেলেঙ্কারী দেশরাষ্ট্র হবে—সবাই তোমার কুটুম্ব বলেই ওদের জানে। তার চেয়ে আমরা এই খানেই রীতিমত শাসন করে দূরে করে তাড়িয়ে দিই।"

"না পরাণদা—এ কথাটা তুমি যতটা ওদের মায়ায় পড়ে টেনে বল্লে ততটা জমীদারী বুদ্ধিতে আমার হয়ে বল্লে না। দূর করে দিলে ওদের লজ্জা-ভয় ভেঙ্গে যাবে, প্রকাশ্য ভাবে এখনি গিয়ে খাঁ বাবুদের ঘরে উঠে প্রাণপণে আমাদের শত্রুতা করতে ছাড়বে না—সে সুযোগ দেবনা। একেবারে এমন দাগী করে ছেড়ে দেব যে খাঁ বাবুরাও আর স্থান দিতে না পারে।"

সেই মুহূর্ত্তে মাধব আসিয়া কতকগুলি গহনা সামনে ধরিয়া দিয়া কহিল—

"খালি এই দমাহারটা ছাড়া ওগুলো সব ঠিকই আছে, আমার নিজের হাতের জোয়েরী—ওকি আমার চোখ এড়িয়ে ধরা না পড়ে যেতে পারে হুজুর?"

"তা হলে—দমাহার, নেকলেস, তাবিজ, তাগা—এই চার খানা গহনা, উঃ—প্রায় তিন হাজার টাকা মেরেছে!"

"না হুজুর অত পারেনি,"

বলিয়া মাধব সশঙ্কিত ভাবে করজোড়ে কহিল—

"রসিক চক্রোবর্ত্তির ছেলে সব জানে, তারই মুখে শুনলুম—নিমাই বাবু ওই নারাণ পোদ্দারের ভাগ্নে নিধেকে দিয়ে, আগে কলকাতা থেকে ঠিক ওই রকম মিলিয়ে মিলিয়ে কেমিকেলের গহনা কিনিয়ে এনে, তার পরে নারাণের কাছে গে হাজার টাকায় বেচেছে।"

গোকুলানন্দ এবং পরাণ, মাধবকে যথোপযুক্ত আদেশ দিয়া বিদায় করিয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে, পরাণ হালদার একজন পাইক সঙ্গে করিয়া স্থানীয় থানার দিকে গমন করিলেন এবং গোকুলানন্দ গহনাগুলি লইয়া অন্তঃপুরে উঠিয়া গেলেন। পরদিন সকাল-বেলা রক্তাভ চোখে রুক্ষ কেশে ঈষৎ টলিতে টলিতে নিমাইচরণ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন আপন কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই—কর্ত্তার আদেশে—নিমাইচরণের অজ্ঞাতে তাঁহার বাড়ী হইতে বহির্গমন যে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

সপ্তাহ খানেক না কাটিতেই বাড়ীময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নিমাই-চরণ প্রথমে রাগে আগুন হইয়া, আস্ফালন করিয়া—শাসাইয়া গর্জ্জিয়া—ফল না পাইয়া শেষে কর্ত্তার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াও যখন নিষ্কৃতি পাইলেন না—অধিকন্তু কাছারী বাড়ীতে থানার দারোগাকে আসিয়া জাঁকিয়া বসিতে দেখিলেন, তখন একেবারে শবের মত পাণ্ডুর মুখে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গিয়া গঙ্গামণির কাছে—

"এই বারেই গেলুম গো ঠাকু-মা"—

বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। গঙ্গামণি আগে হইতেই সংবাদ পাইয়া একেবারে নরম হইয়া—কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার গৃহিণীর কাছে—একবার সরলের পিসীর কাছে, এমন কি সরল ও সুধীরের কাছে পর্য্যন্ত ছুটাছুটি, কান্নাকাটি, ধরাধরি করিয়াও বিফল হইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। নিমাই আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলে একে-বারে মড়াকান্নার রোল তুলিয়া দিল। তেমনি সময়ে ইন্দুকে সেখান দিয়া যাইতে দেখিয়া সহসা মাথায় এক বুদ্ধি যোগাইল, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া—তাহাকে একেবারে আঁকড়া করিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া—পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—

"তুমি না পায়ে রাখলে আর উপায় নেই বৌদি, সতীলক্ষ্মী তুমি—তোমার খোয়ার করতে গিয়েই আমাদের এই দশা ঘটলো! ওই এক রত্তি শিবরাত্রির সল্‌তে বই আমার আর কেউ নেই, রক্ষে কর মা—রক্ষে কর!"

তাহার পিছনেই নিমাইচরণও মাটীর উপর সাষ্টাঙ্গে উপুড় হইয়া পড়িয়া অবিরত মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে কাঁদিয়া বলিতেছিলেন—

"তুমি আমার মা—গর্ভধারিণী—এ যাত্রা রক্ষে কর মা, সন্তানকে পায়ে ঠেল না।"

ইন্দু প্রথমে একেবারে থতমত খাইয়া জিভ্ কাটিয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া অতি কষ্টে পা ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তার পরে একটুখানি কি ভাবিয়া—অভয়দায়িনী জগদ্ধাত্রীর মতই—দৃঢ়—মৃদুস্বরে কহিল—

"ভয় নেই ঠান্‌দি, প্রাণ যায় সেও স্বীকার—মামাবাবুর অনিষ্ট ঘটতে দেব না।" বলিয়াই, চক্ষের নিমেষে বাহির হইয়া গৃহিণীর ঘরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গোকুলানন্দ ও পরাণ হালদারের সঙ্গে নিরিবিলি কথাবার্ত্তা কহিয়া দারোগাবাবু চলিয়া যাইতেই—গোকুলানন্দ স্বয়ং কৃষ্ণনগরে চলিয়া গিয়াছিলেন। ক্ষ্যামার মা ছুটিয়া গিয়া পরাণ হালদারকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিল। ক্ষণকাল পরে তিনিও গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া একাকী থানার দিকে গমন করিলেন।

বিকালবেলা কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিবার পথে গোকুলানন্দ থানায় ঢুকিতেই দারোগা বাবু সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক ভিতরে নিরিবিলি বসাইয়া গভীর আক্ষেপে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"এযে সাপে ছুঁচো ধরা হয়ে পড়্‌লো মশাই—এখন কি কর্‌তে বলেন? বৌমা নাকি মামাশ্বশুরকে বাঁচাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তিনি নাকি বলবেন যে—তাঁর বাপের বাড়ীতে হঠাৎ একটা বিশেষ দরকারে টাকা পাঠাবার আবশ্যক হওয়াতে তিনি ঐ সকল গহনা বিক্রয় করবার জন্য স্বয়ং নিমাইবাবুকে দিয়েছিলেন, আর শাশুড়ীর অমন বাড়াবাড়ি ব্যারামের সময় কথাটা প্রকাশ হয়ে পাছে একটা গোলমাল হয় সেই ভয়ে—তিনিই নিমাই বাবুকে দিয়ে ঠিক ওই রকম কেমিকেলের গহনা কিনিয়ে আনিয়ে স্বহস্তে বাক্সের ভিতর রেখে দেছেন। পরে, শাশুড়ী সেরে উঠ্‌লে কথাটা প্রকাশ করতেন।"

গৌকুলানন্দ একবার তাড়িৎ চালিতের মত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ দুটো কপালে তুলিয়া মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—

"সর্ব্বনাশ—বলেন কি? না না—এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে? আমাদের চেয়ে যে শতগুণে বেশী শত্রুতা তার সঙ্গে করেছে, সেই বিয়ের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত—প্রত্যহ—প্রতিমুহূর্ত্তে—শতবার তার নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করে এসেছে—করছে। সেই বৌমা আমার—তাঁর সেই জীবনের চিরশত্রুকে রক্ষা করবেন? না না—এ কখনই সম্ভব হতে পারে না।"

"প্রকৃত সতীলক্ষ্মীর পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব নয় মশাই। এই ঘণ্টা কতক পূর্ব্বে পরাণ হালদার মশাই স্বয়ং এসেছিলেন—আমি তাঁর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনেছি—শুনে, বিস্ময়ে, আনন্দে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এক একবার মনে হচ্ছে—বুঝি বা আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের অসীম সুকৃতির ফলে স্বয়ং মা জগদম্বা বধূরূপে আপনার গৃহে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন!"

বলিতে বলিতে দারোগাবাবুর—পুলিশের—শুষ্ক চক্ষুও জলে ভরিয়া আসিল, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া গদ গদ স্বরে কহিলেন—

"না মশাই—এমন সতী-লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ দেবীরূপিনী বৌমার মনে

কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয়; দেখুন—আমি পুলিশ হয়েও আজ মুক্তকণ্ঠে এ কথা আপনাকে বল্‌ছি। এখনো রিপোর্ট দিইনি—আপনি কেশ তুলে নিন। ইচ্ছা করেন—আমি অন্য উপায়ে এখানে নিমাইকে ধরে এনে আচ্ছা করে শাসন করে দেব—তার পর তাকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দিন—পুলিশ কেশে আর আবশ্যক নেই।"

গোকুলানন্দ স্তম্ভিত ভাবে সকল কথা শুনিলেন তার পরে ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিয়া একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"সেই ভাল, আপনি পুলিশ বলেই আপনার মুখ থেকে এ কথা শুনে আমার জ্ঞান হল—নৈলে আর কিছুতেই আমাকে সংকল্পচ্যূত করতে পারত না। না!—বৌমাকে বিস্তর কষ্ট দিয়েছি, আর দোবনা, কিন্তু দয়া করে একবার সন্ধের পর গিয়ে যেমন ভাল বোঝেন নিমাইব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

দারোগাবাবু উৎফুল্ল হইয়া কহিল—

"নিশ্চয়ই যাব, সে জন্য আপনাকে অত করে বলতে হবে না। যে গৃহে এমন দেবী বিরাজমান সেখানকার বাতাস গায়ে লাগলেও আমাদের অনেক পাপ মোচন হতে পারে। আর, নিমাইবাবুকে এমন শিক্ষা দেব যে ইহজন্মে সে কথা তিনি আর ভুলতে পারবেন না—তাতে আপনারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সকলেই ভাবিয়াছিল যে ইন্দু যতই বলুক না কেন কোন রকমেই গোকুলানন্দের সম্মতি পাইবে না। এমন কি পরাণ হালদার পর্য্যন্ত

—ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব ভাবিয়া—ক্ষুব্ধ ভাবে অস্থির হইয়া দারোগার সঙ্গে পরামর্শ করিতে ছুটিয়াছিলেন। সরলের মা ও পিসীমা—বধূকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে না পারিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র সুধীর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া পরম উল্লাসে তাহাকে 'ধন্য ধন্য, করিতে করিতে অবিরত এমন উৎসাহ প্রদান করিতেছিল যে চন্দ্রমুখী অত্যন্ত রাগিয়া গোপনে ক্ষ্যামার মাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া কহিল—

"ওঁর অত মাথা ব্যাথা কেন—ওঁকে থাম্‌তে বলনা কালোদি।"

ক্ষ্যামার মা তাহার আকার ঈঙ্গিতে একটা কিছু সন্দেহ করিয়া—সেটা যাচাই করিয়া লইবার জন্য—ঈষৎ হাসিয়া—কুটীল কটাক্ষে চাহিয়া জবাব করিল—

"উনি কিনি তাই বল্‌না বাপু—নাম নেই ?"

" আ মরণ ঢং দেখ—যেন কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছেন না ?"

"ঢং আমার না তোর, কেন—তোমার কি বোল হরে নেছে নাকি, আপনি বল্‌তে পার না ?"

"দুর—যাঃ, তা কি হয় ?"

"কেন হবে না ? ওগো—ও ডাক্তার দাদা বাবু—উ—উ—উ—"

চন্দ্রা তাড়াতাড়ি তাহার মুখে নিজের আঁচল চাপিয়া ধরিয়া চোখ গরম করিয়া বাধা দিতে যাইতেছিল, সহসা গোকুলানন্দ একেবারে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া গৃহিণীও দিদির কাছে বধূকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"মা মা জগদ্ধাত্রীরূপিনী জননী আমার, আজ তোমার এই বুড়ো ছেলেটাকে যেমন জ্ঞান দান করলে—তেমন এ জীবনে আর কেউ কথনো পারতো না। আজ আমার চোখের বাঁধন খুলে গেছে—

তোমায় দেখতে পেয়েছি—চিন্‌তে পেরেছি মা। তুমি নইলে পরম শত্রুকে এমন করে অম্লান বদনে হাস্‌তে হাস্‌তে ক্ষমা করতে কারও শক্তি হ'ত না, তুমি কঠোর পুলিশকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করে তার শুষ্ক চোখ থেকে জলধারা টেনে বার করেছ, ধন্য তুমি মা! তোমার অঙ্গের বাতাসে আমার কুল পবিত্র—গৃহ স্নিগ্ধ—বংশ-গৌরব শতগুণে বেড়ে উঠেছে, রাজলক্ষ্মী হয়ে চিরদিন এমনি করে এ গৃহ উজ্জ্বল কর—সিঁথির সিঁদুর তোমার অক্ষয় হোক!"

ইন্দু অস্ফুটস্বরে "বাবা বাবা" বলিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, তাহারও দুই চোখ বাহিয়া আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছিল। গোকুলানন্দ দুই হাতে বধূকে ধরিয়া তুলিয়া—ছোট মেয়েটির মত—কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অশ্রু ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পরে সেইখানেই নিমাইকে ডাকাইয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন—

"যা হতভাগা—এই দেবীর দয়ায়, এ যাত্রা বক্ষে পেয়ে গেলি। কিন্তু জীবন থাকতে আর কখনো এ বাড়ীতে মুখ দেখাসনি, দূর হয়ে যা। না, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর—তুই এখন দারোগাবাবুর বন্দী, আমি তোকে মাপ করলুম, পারিস—হাতে পায়ে ধরে তাঁর কাছে ক্ষমা নিয়ে দূর হয়ে যা।"

হইলও তা'ই। সন্ধ্যার পর দারোগাবাবু আসিয়া বাহিরে সকলের সাক্ষাতে নিমা'য়ের অশেষ লাঞ্ছনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়া আদেশ করিলেন—

"এই মুহূর্ত্তেই এ অঞ্চল ছেড়ে একেবারে বিদায় হয়ে যাও, ফের যদি ভবিষ্যতে কেউ কখনো আমার এলাকার ভিতরে তোমাকে দেখতে পায়—তা হলে কেউ তোমার কারাবাস নিবারণ করতে পারবে না।"

গঙ্গামণির হরিষে বিষাদ ঘটিল, প্রথম প্রথম দিন কতক নরম

হইয়া থাকিয়া—সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব মেলা-মেশা করিয়া শেষে আর থাকিতে পারিল না। দিন দিন নিমাইয়ের অদর্শন জনিত শোক যতই উথলিয়া উঠিতে লাগিল ততই পূর্ব্ব স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া আবার দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। এবার ইন্দুর উপর আগের চেয়ে শতগুণে রাগ বাড়িল। সে যে—জেলের দায়ে রক্ষা করিয়াও—কৌশলে তাহাকে জন্মের মত দেশান্তরিত করিয়াছে—এই কথা নিরন্তর মুক্তকণ্ঠে বলিতে বলিতে আক্রোশে গর্জ্জন আরম্ভ করিল। শেষে—সে কথাও অস্বীকার করিয়া—নিমাইকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে করিতে, ইন্দুকেই তাবৎ অনর্থের মূল বলিয়া একেবারে তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শেষে ব্যাপার এমন অশান্তিকর হইয়া দাঁড়াইল যে, পরাণ হালদার অতিষ্ঠ হইয়া গৃহিণী ও সরলের পিসীর কাছে গিয়া বলিলেন—

"এমন করে তো আর টিকতে পারা যায় না মা-লক্ষ্মী ; আর তুমিও তো চোখের উপর দেখ্‌ছো বোন,—তবুও তোমরা কেউ একটি কথাও বলবে না ? বড় মালক্ষ্মী আমার তোমাদের সকলেরই কানে মন্ত্র দিয়ে একেবারে বৈরাগী করে তুলেছেন—কর্ত্তা তো একেবারে নরোত্তম ঠাকুর ?—তোমরা কেউ আর জমাদারী করবার যোগ্য নেই—এখন এ সব ছেড়ে বৃন্দাবন বাস করাই উচিত, কিন্তু আমি তো আর বরদাস্ত করে থাকতে পারিনি। সরল ছোঁড়াকে বলতে গেলেও মুখ টিপে হাসে। আমি এই আজ স্পষ্ট করে বলে যাচ্ছি—ফের যদি বড়াইয়ের মুখে আর একটি কথা শুনতে পাই, আমি কারুর উপরোধ মানবোনা—সেই খানেই মুখ টিপে ওকে গুঁজ্‌ড়ে মারবো, এতে যে যা আমার করতে পার করো তোমরা।"

বলিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু হালদার মহাশয়কে আর তাহার মুখ টিপিয়া, গুঁজড়াইয়া

মারিতে হইল না—ভগবান আপনি টিপিয়া ধরিলেন! সেই রাত্রেই ভয়ানক জ্বর হইয়া দিন দুই যাইতে না যাইতে গঙ্গামণির ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। বড়ীশুদ্ধলোক ভয়ে একেবারে তটস্থ হইয়া উঠিল।

নিমাই বিদায় হইবার দিন দুই পরে সুধীরও চলিয়া গিয়াছিল, গঙ্গামণির সাংঘাতিক রকমের বসন্তের সংবাদ পাইয়া সে আবার আসিয়া —যথোচিত ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

গঙ্গামণিকে একটা পৃথক মহলের শেষে একটা সম্পূর্ণ খালি ঘরে রাখা হইয়াছিল, সে দিকে সুধীর কাহাকেও যাইতে দিত না। তাহার পীড়াও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া—সর্ব্বাঙ্গ হইতে এমন দারুণ দুর্গন্ধ ছুটিয়াছিল—যে পাছে সে দিকের বাতাস আসিয়া হঠাৎ গায়ে লাগে—সেই ভয়ে সকলেই অষ্টপ্রহর আড়ষ্ট হইয়া অত্যন্ত সাবধানে সাবধানে থাকিত। কেবল ভয় করিত না—একমাত্র ইন্দু। তাহার সহচরী চন্দ্রমুখীও, বৌদিদির দেখাদেখি শতবার পীড়িতার সুশ্রূষা করিতে ছুটিত। কিন্তু ইন্দু কিছুতেই সে কার্য্যে বালিকাকে প্রশ্রয় দিতে পারিত না। এই একটা বিষয়েই সে কেবল সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যখন ঐকান্তিক আগ্রহে পীড়িতার সুশ্রূষা করিতে যাইত, তখন তাহার মুখভাব দেখিয়া—জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী ব্যতীত আর অন্য কোন চিত্র কাহারই মনে আসিত না। তাহা দেখিয়া গোকুলানন্দ বিস্মিত হইয়া যাইতেন। ভীত হইয়া গৃহিণী, কিম্বা পিসীমা বা অন্য কেউ মানা করিতে গেলেই তিনি আবেগ ভরে বলিতেন—

"না না কেউ মানা করোনা—মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান, দেখ্‌ছনা, মা আমার আকুল হয়ে অভয়কোলে নিতে ছুটছেন, ভয় নেই—এমন দেবীর যদি অমঙ্গল হয় তা হলে জানবো যে ভগবান মিথ্যা! আর রোগীর সুশ্রূষারও আবশ্যক তো?"

সুধীর প্রত্যহ যথারীতি সকালে বিকালে দুইবার করিয়া দেখিতে গিয়া ঔষধও সুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিত। তেমনি করিয়া একদিন বিকালবেলা গঙ্গামণিকে দেখিতে গিয়া—তাহার ঘর হইতে চন্দ্রমুখীকে বাহির হইতে দেখিয়াই সে থর থর কাঁপিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, চন্দ্রাকে ধম্‌কাইয়া নিষেধ করিতে গিয়াও পারিল না, কে যেন দুই হাতে সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। চন্দ্রমুখীও চোখোচোখি হইবামাত্র কাঁপিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তকাল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইল তার পরেই সহসা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সুধীর কম্পিত বক্ষে ধীবে গঙ্গামণির কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুধীবের কাছে ইন্দুর সঙ্কোচের বাধা কাটিয়া গিয়াছিল। যে উপকার সে করিয়াছিল তাহাতে তাহাকে সহোদর জ্ঞানে নিরন্তর মনে মনে তাহার শুভ কামনা করিত। ইন্দুকে গঙ্গামণির সেবাপরতা দেখিয়াই সুধীর নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিল—

"কি সর্ব্বনাশ, তোমরা সে বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছ বৌদি?"

ইন্দু একটু মধুর হাসিয়া জবাব করিল—

"হ্যাঁ ভাই 'বা' টা বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে বটে—দিনের ভিতর একশোবার খালি আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে। ওই টুকু ছেলেমানুষের পক্ষে এ রকম রোগীর সেবা করতে আসা তো ভাল নয়, আমি যত মানা করি, যত ধম্‌কে তাড়াই, কানেই ঠাঁই দেয় না, আমি ভয়ে মরি?"

"ভয়ের কথাই তো?"

বলিয়া সুধীর সহসা আত্মবিস্মৃত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল—

"আর ওই বা রোগীর সেবার জানে কি? এখানে আসবার দরকার কি—

"বলত ভাই?"

বলিয়া ইন্দু প্রফুল্ল ভাবে অধরের কোনে একটু কুটীল হাসিয়া সহসা সুধীরের মুখের পানে চাহিয়া কহিল—

"এ আমি ওকে কিছুতে বাগ মানাতে পারছি না, এই মাত্র দুর দূর করে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি? খুব করে ধমকে জব্দ করে দিতে পারলে না? তোমাকেই কেবল ভয় করে!

বলিয়া আবার একটু কুটীল হাসিয়া আপন কার্য্যে মনোযোগ দিল। কিন্তু হঠাৎ সুধীরের বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্তও রাঙা হইয়া গেল, সহসা মুখ তুলিয়া চাহিতে বা জবাব করিতে পারিল না। দেখিয়া ইন্দুও আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। এবার সুধীর ভারি লজ্জা বোধ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া—বাধবাধ স্বরে বলিল—

"আমি কি কেবল তার কথাই বলছি নাকি? তুমি যে বড্ড বাড়াবাড়ি করছো—সেই কথাই—"

"বলতে এসে তার কথা আপনা আপনি বেরিয়ে গেছে? তাএতে আর অত লজ্জা কিসের ভাই—সুখের কথাই তো?"

বলিয়া ইন্দু মধুর হাসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। কিন্তু সুধীর সে কথা একেবারে উড়াইয়া দিয়া জোর করিয়া কহিল—

"না বৌদি তুমি ভারি অন্যায় করছ—এ আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারিনি। উঃ মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়—ওই সর্ব্বাঙ্গ পচে মহাবিষাক্ত পুঁজ-রক্ত বেরোচ্ছে—গন্ধে বাড়ীতে থাকা ভার, আর তুমি অম্লান বদনে অমনি করে হাত দিয়ে ওই সব ঘাঁটিছো?"

"তাতে ক্ষতি কি ভাই?"

বলিয়া ইন্দু এবার করুণ কণ্ঠে সহানুভূতির প্রস্রবণ বহাইয়া জবাব করিল—

"আহা কি যন্ত্রণায় ভুগছেন বল দেখি? অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন বলে প্রকাশ করতে পারছেন না বটে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে বোধ হয় অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্‌ করছেন। এমনি করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে একটু স্থির হয়ে থাকেন—আর এগুলো মুছে দেওয়াও তো দরকার?"

বলিয়া জলেভরা চোখদুটি তুলিয়া আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"রক্ষা পাবেন তো, প্রাণের ভয় আর আছে?"

"এতদিন ছিল বটে, কিন্তু আজকের এবেলার অবস্থা দেখে আশা হচ্ছে। এতদিন পরে ওগুলো যখন বেরিয়ে পড়েছে—তখন আর আশঙ্কা নেই। এ কেবল তোমার গুণে বৌদি, এই মাসাবধি সারা রাত্রিদিন এই রকম ভাবে সুশ্রূষা না হলে কিছুতেই রক্ষা পেত না। এ রোগের তো ওষুধ নেই—কেবল মায়ের কৃপা আর সুশ্রূষা। তোমার এই অমানুষিক আত্মোৎসর্গের ফলেই মা সদয় হয়েছেন—তোমার করের স্নেহস্পর্শে সঞ্জীবনী সুধা ক্ষরিত হয়েছে—আর চিন্তা নেই, আজ রাত্রেই বোধ হয় জ্ঞান হবে।"

এধার ইন্দুর অপ্রস্তুত হইবার পালা। সঙ্কোচে মুসড়াইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি বাধ-বাধ হইয়া বলিয়া উঠিল—

"থাম, থাম—ঢের হয়েছে, অত খোসামোদি আমাকে না করে যার প্রতি প্রয়োগ করা আবশ্যক—সেই "রা"কে ডেকে এনে তোমার মুখ বন্ধ না করলে আর উপায় হবেনা দেখছি।"

বলিয়া আবার কুটীল হাসিল। সুধীর আর জবাব করিতে পারিল না, রোগী দেখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সুধীরের কথা ফলিতে দেরী হইল না। সেই রাত্রের ভোরেই "উঃ—মাগো—একটু—জল—"

বলিয়া গঙ্গামণি ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল।

কিছুদিন পরে সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গামণি আসিয়া বিকাল বেলা নিজের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া চন্দ্রমুখীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। দেখিয়া বাড়ীর দাসীরা শিহরিয়া উঠিয়া ঘাটে গিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে একজন কহিল—

"উঃ দেখছিস্ দিদি, ঠানদিকে আর একটুও চেনবার জোমেই—মুখখানা একেবারে পুড়ে ফুলে ঠিক্ যেন ভীমরুলের চাক হয়েছে।"

"আমি তো দূর থেকে দেখেই আঁৎকে উঠেছিলুম!"

বলিয়া সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা কহিল—

"এরকম রোগ থেকে আর কাকেও ফিরে বেঁচে উঠ্‌তে শুনিনি, কেবল বৌদিদির দয়াতেই বেঁচে গেল। সতীলক্ষ্মীদের সঙ্গে সঙ্গে মা জগদম্বা অষ্টপোর বিরাজ করেন—তাঁরা ছুঁলে মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে উঠে। মা-সাবিত্রী অমনি করে সেবা করেই যমের ঘর থেকে মরা-ভাতারকে জ্যান্ত করে ফিরিয়ে এনেছিলেন—ওঁদের কি কিছু অসাধ্যি আছে ওঁরা সব ঠাকুরুণের অংশ কিনা? দেখ্‌ছিস্ নি—অতবড় চির-শত্তুর এখন কি রকম বৌদির বশ হয়েছে?"

"তাই তো দিদি—আমরা তো বৌদিদির কাণ্ড দেখে অবাক হয়েগেছি। ওই পরম শত্তুরের বিপদের সময় একলাটি পড়ে দেড়মাস রাতদিন সমান ভাবে জেগে—না খেয়ে না জিরিয়ে কি সেবাটাই করলে গো? কই—ওনার দলে তো কত লোকছিল তা কেউ একটি দিনের তরে একবার কি উঁকি মেরেও দেখ্‌তে গিছলো? ধন্যি মেয়ে বটে—সার্থক বউ হয়ে এ বাড়ীতে এয়েছিল। ওর গায়ের বাতাসে এবাড়ীর হাল একেবারে বদলে গেছে—এখন বৌদি বলতে সবাই অজ্ঞান। চন্দর দিদিও ওর সঙ্গে থেকে থেকে ওই রকম হয়ে উঠ্‌ছে।"

"সবাই হবে—সবাই হবে। বল্লুম না—সতীলক্ষ্মী মা জগদম্বার

অংশ, তাইতো বোন মুখটি বুজে এখানে পড়ে রয়েছি, দাসী-বাঁদী আমরা কেউ যত্ন আত্যিত্যি করবার নেই, ব্যামো স্যামো হলে দূর করে টেনে ফেলে দেবে, কে আমাদের মুখ চায় বল? কিন্তু এবাড়ীতে থাকলে সে ডর নেই। চোখে দেখ্‌ছিস তো—আমাদের সকলের উপরেই সমান নজর—ঠিক যেন ওর নিজের ছেলে-মেয়ে ওকে ছুঁয়ে মরতে পারলেও আমরা স্বর্গে যাব।”

“কিন্তু বোন মার অবস্থা দেখে সবাই ভয় পাচ্ছে। মানুষের শরীর, নদীর কূলের মত—একবার ভাঙ্গন ধরলে আর থামতে চায় না। আহা এই তাঁর যথার্থ সুখের সময়, ভগবান রক্ষা করুন।

বলিয়া বৃদ্ধা দাসী একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরিচারিকার কথা মিথ্যা নহে। বস্তুতঃই নদীর কূলের মত—গৃহিণীর শরীরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল—তাহা সুচিকিৎসা ও সুশ্রূষার গুণে মাঝে মাঝে থামিয়া থাকিলেও একেবারে নিবৃত্ত হয় নাই। গঙ্গামণির সারিয়া উঠিবার মাস তিনেক পরে আবার তাহা প্রবল হইয়া এমন ভাব ধারণ করিল যে সকলেই পরিণাম ভাবিয়া মনে মনে আকুল হইয়া উঠিল।

এই তিন মাস গৃহিণীর প্রকৃত সুখের সময় কাটিয়াছে। যে বধূকে লইয়া সংসারে অকারণ একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে মনে মনে দগ্ধ করিয়া জীবনঘাতী কঠোর পীড়ার সূচনা করিয়া দিয়াছিল—এক্ষণে আর তাহা ছিল না, অধিকন্তু বাড়ীর সকলেই—এমন কি দাসদাসীরা পর্য্যন্ত—সেই বধূরই নিতান্ত অনুগত হইয়া যে

মধুর শান্তধারা বিকীর্ণ করিতেছিল—তাহার শীতল স্পর্শে তাঁহার সকল প্রদাহ—সকল সন্তাপ জুড়াইয়া গিয়া আবার জীবনে আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ে উৎসাহ—এবং মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুধীর, সুলক্ষণ দেখিয়া হর্ষভরে চলিয়া গিয়াছিল, গোকুলানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পরাণ হালদারও আবার দ্বিগুণ উৎসাহে—তাঁহার মুলতবি রাখা—প্রাচীন দপ্তর খুলিয়া বসিয়া সুস্থ চিত্তে জমীদারীর কার্য্যে মন দিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে গোকুলানন্দের উপর বিরক্ত হইয়া—চন্দ্রার বিবাহের বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য—অনুযোগ করিতেছিলেন।

আর ভিতর বাটীতে—পৃথক পৃথক হেঁসেল উঠিয়া গিয়া দুইটি বিস্তৃত পাকশালার একটিতে আঁইস ও অপরটিতে নিরামিষের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। অন্তঃপুরের সকল পুরাঙ্গনাগণ দুইবেলায় পরম আনন্দে সেখানে জড় হইয়া মহা উৎসাহে—কথায়—গল্পে—সে কার্য্য ভাগাভাগি করিয়া এমন সহজ করিয়া লইয়াছিল যে সে অঞ্চলে নিত্য একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পিসীমাকে মাথার উপর রাখিয়া—তাঁহার নির্দ্দেশ মত—ইন্দু ও চন্দ্রমুখী সকলের কার্য্যে তত্ত্বাবধারণ করিয়া বেড়াইতেছিল এবং গঙ্গামণিও—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া—জোর করিয়া আসিয়া, কোঁদল করিয়া তাহাদের কার্য্যভারের অংশ কাড়িয়া লইয়া আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল।

মেয়ে-মহলের মত গেজেট আর দুনিয়ায় নাই। সুধীর ও চন্দ্রমুখীর পরস্পরের অনুরাগের ব্যাপারটা প্রথম প্রথম ক্যামার মা ও ইন্দুর মনে মনে সুপ্ত থাকিয়া ক্রমে একটু একটু করিয়া জাগিতে জাগিতে শেষে একেবারে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিয়া সকলের কাছেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কথা লইয়া রন্ধনশালায় স্ত্রীমহলে দুটি বেলাতেই চন্দ্রাকে অতিষ্ঠ হইয়া কখনো হাসি—কখনো লজ্জা—কখনো উপহাস—কখনো

কোপ প্রকাশ করিতে হইতেছিল। এমন কি, গৃহিণী এবং সরলের পিসীমার ভিতরেও সেই কথা লইয়া জল্পনা-কল্পনা এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যুক্তি পড়িয়া গিয়াছিল। তেমনি দিনে পরীক্ষা দিয়া অমল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আবার মায়ের হৃদয়ের নির্ব্বাপিত প্রায় প্রদাহ ফুৎকারে জ্বালাইয়া দিয়া তাঁহার পরিণাম সূচনা করিয়া বসিল।

দুপুরবেলা খাইতে আসিয়া ইন্দুকে সুমুখে দেখিয়াই অমল একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল—

"তোমায় একদিন মানা করে দিছি না বৌদি, ফের তুমি বিমু নিমুকে আস্কারা দিয়ে তাদের মাথা খাচ্ছ? বারদিগর যদি দেখি তাহলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিলুম, আমি যখন ঘরে এয়েছি তখন—"

ইন্দু মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু করিয়া সভয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি আস্কারা দিয়েছি?"

"আস্কারা নয়?"

বলিয়া ধমক দিয়া কহিল—

"ওরা অত তোমার বশ হ'ল কেমন করে? দাদাকে যেমন ভেড়া বানিয়ে তার সর্ব্বনাশ করতে বসেছ—তেমন আর কারুর উপর খাটবে না বলে দিচ্ছি; ছোঁড়ারা এই বয়েস থেকে একেবারে 'বৌদি' 'বৌদি' করে অজ্ঞান—তা পড়ায় মন দেবে কি? একটাকে আংটী আর একটাকে হার দিয়ে সোহাগ বাড়িয়েছ কেন?"

"বেশ করেছে দেছে—তা তোর কি?"

বলিতে বলিতে গঙ্গামণি ছুটিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝে দাঁড়াইয়া খর্ খর্ করিয়া কহিল—

"তোর জিনিষ তো দেয় নি, ওর নিজের জিনিষ যদি বিলিয়ে দেয় তাতে তুই বলবার কে?"

"হাজার বার বলবো, ওকি ওর বাবার ঘর থেকে এনে লুটিয়ে দিচ্ছে—পেলে কোথা থেকে ?"

গঙ্গামণি এতদিন পরে—সহসা আবার সেই পূর্ব্বের মত প্রখর হইয়া গলা দ্বিগুণ চড়াইয়া, ধমকাইয়া জবাব দিল—

"খবরদার অমল, ভদ্দর লোকের মেয়ের বাপ্ তুলে কথা কস্‌নি বলছি—মুখ সামলে নে।"

"হাজারবার বাপ তুলবো—বাপ্ ছেড়ে, চোদ্দপুরুষ তুলে বলবো ?"

বলিয়া, অমল দশগুণ গলা চড়াইয়া অত্যন্ত কর্কশ ভাবে কহিল—

"ওঃ—ভারি ভদ্দর লোকের মেয়ে, ভদ্দর লোক ওদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনো জন্মায় নি, নেহাৎ ছোটলোক ইতরের বাচ্চা ? ওই গয়না দিয়ে একজনকে মিছিমিছি দেশান্তরিত করেছে আবার এই ছোঁড়া দুটোকেও তাই করবার চেষ্টা ?"

নিমায়ের ভাগিনেয় গুলির ভিতরে—এইটিই ছিল তাহার সব চেয়ে অধিক প্রিয়, ইহাকে নিজের অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবার জন্য সে নিয়ত চেষ্টাও কম করিয়া যায় নাই। অমল গৃহে ফিরিয়াই সর্ব্বাগ্রে মামার খোঁজ লইয়া—সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—বাড়ী শুদ্ধ সকলের উপরেই চটিয়া গিয়াছিল—তার ভিতর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—ইন্দুর উপর। তদবধি—ঘুরিতে ফিরিতে—উঠিতে বসিতে শুধু শুধু মিথ্যা কলহের সৃষ্টি করিয়া লইয়া যখন-তখন ইন্দুর উপর প্রতি-শোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৃহিণী ও পিসীমা প্রভৃতি নানা প্রকারে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তদবধি গৃহিণীর পীড়ার পুনরাক্রমণ হইয়া দিন দিন অমলের একটা একটা ব্যবহারে উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল।

ইন্দু, এতদিন দেবরের কোন কথাই গায়ে মাথে নাই, অগ্রাহ্য করিয়া

হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিল—এমন কি, মাঝে মাঝে গঙ্গামণি তাহার পক্ষ লইয়া প্রবল হইয়া উঠিতে গেলেই, জোর করিয়া থামাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজ—তাহার জন্য—শুধু শুধু পিতৃকুলের অবমাননা দেখিয়া আর সহিয়া থাকিতে পারিল না, দুইটি চোখ জলে একেবারে ভরিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিতে গেল—

"ঠাকুরপো,—"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ অমল কঠোর ভাবে ধমক দিয়া থামাইয়া তীব্র শ্লেষের সহিত পুনরায় কটূক্তি করিল—

"থাম গো থাম, আর ঠাকুরপো বলে সোহাগ জানাতে আসতে হবে না—গোড়া কেটে আর আগায় জল দিয়ে কাজ নেই। ও ডাইনীর মায়া আমি সব বুঝি। হাড়ী-মুচী-চামারের ঘরের মেয়েরাও এমন ব্যবহার করে না—দাদার উপর চালান মন্তর ঝেড়ে, ভেড়া করে ঘরে বেঁধে রেখে, যেমন তার লেখাপড়ার মাথা খেলে—তেমন আর কারুর উপর চলবে না। ইতর, ছোটলোক, চামারের মেয়ে কোথাকার—নিজের বাপের তিনকুল পেটেপুরে—এখানে এসে আমার মাকে শুদ্ধ পেটে পূরতে বসেছ?"

"তবে রে ছোটলোক, নচ্ছার কোথাকার?"

বলিতে বলিতে গঙ্গামণি একেবারে দুর্ব্বার হইয়া, কোমর বাঁধিয়া বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—

"এখনি থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ছাড়ব জানিস—বেরো বাড়ীর ভিতর থেকে বলছি—এখনি খেংরে বিষ ঝেড়ে দূর করে দেব।"

"কার বাপের ঘাড়ে মাথা আছে যে আমায় বার করে দেয়, আয়ত দেখি, হারামজাদি ডাইনীর ঝাড়—আজ মামাকে তাড়াবার শোধ তুলে ছাড়বো—একেবারে রক্তগঙ্গা না করি ত আমি তার ভাগনে নয়।"

বলিয়াই অমল বাঘের মত চোখ ঘুরাইয়া গঙ্গামণির ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল। বাড়ীশুদ্ধ মেয়ের দল একেবারে ভাঙ্গিয়া আসিয়া চারিদিকে জড় হইয়াছিল, কিন্তু অমল গোঁয়ার বলিয়া কেহই অগ্রসর হইতে কিম্বা থামাইতে সাহস করেন নাই। ইন্দু সভয়ে, পাণ্ডুর মুখে বাঁশপাতার মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—ভয়ে চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। বিদ্যুতের মত চকিতে উভয়ের মাঝে পড়িয়া—গঙ্গামণির দিকে ফিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিল—

"দোহাই ঠানদি, তোমার পায়ে পড়ছি চলে এস—ওর যত সাধ—নিজের মনে বকুক।"

বলিয়াই জোর করিয়া গঙ্গামণিকে ফিরাইবার জন্য টানিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই—

"তবে রে হারামজাদি, যাবি কোথা?"

বলিয়াই অমল সহসা তাহার কাপড় ধরিয়া প্রবল ভাবে টানিয়া সজোরে একটা বিষম ধাক্কা দিল।

"মা গো—গেলুম—"

বলিয়া জড়িত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করিয়া ইন্দু ঠিকরাইয়া গিয়া দশ হাত দূরে পড়িল।

"খুন করলেরে বাবারে কে কোথা আছিসরে—"

বলিতে বলিতে চীৎকারে একেবারে আকাশ ফাটাইয়া গঙ্গামণি পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ইন্দুর কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইল। মুহূর্ত্তের ভিতরেই ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া উঠিল—বাড়ীময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমা ও চন্দ্রমুখী গৃহিনীর শুশ্রূষা করিতেছিল, ফেলিয়া রুদ্ধ শ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন। গৃহিনী শশব্যস্তে উঠিয়া নামিতে গিয়াই কাপড় বাধিয়া খাট হইতে দড়াম করিয়া নীচে পড়িয়া

গেলেন। বাহির বাটী হইতে গোকুলানন্দ, পরান হালদার এমন কি চাকর বাকর গুলাও শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুর কপাল অনেক খানি কাটিয়া গিয়া রক্তে মৃত্তিকা রঞ্জিত হইতে ছিল—সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া ধরা-ধরি করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইল।

ওদিকে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিনী মুর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, পরে নেকিয়াই পিসীমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সরল ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়াই তৎক্ষণাত বিশারদ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া আবার সুধীরকে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। গোকুলানন্দ শুষ্কমুখে রক্ত চোখে কম্পিত বক্ষে আসিয়া গৃহিনীর শয্যাপ্রান্তে বসিলেন। পিসীমা শ্যামার মা ও জন কতক বর্ষীয়সী পুরাঙ্গনা মিলিয়া ভটস্থ হইয়া সুশ্রুষা করিতে লাগিল, বিশারদ মহাশয় আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বসিলেন। আর ইন্দুর ঘরে চন্দ্রমুখী, গঙ্গামণি, কিরণময়ী, ননী, বিধু প্রভৃতি মিলিয়া তাহার সুশ্রুষায় নিযুক্ত হইল। খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠিল, দুই ঘরে দুই রোগী লইয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক বিব্রত, ব্যাতিব্যস্ত—ভটস্থ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর ইন্দু অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"মা কেমন? যেন স্বপ্নের মত শুনছিলুম তিনি মূর্চ্ছা গেছেন, সত্যি কি, এখন কেমন আছেন?"

"স্থির হও—স্থির হও, দিদি চুপ করে ঘুমোও উঠবার চেষ্টা করোনা।"

বলিয়া গঙ্গামণি কথাটা চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু ইন্দু অধীরভাবে চন্দ্রমুখীর পানে চাহিতেই সে মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি কি—কি হয়েছে শীগ্গির বল।

বলিয়াই ইন্দু সহসা ধড়মড়িয়া উঠিয়াই তাহার হাত টানিয়া ধরিল। চন্দ্রমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল।

"মার সেই থেকে এখনো জ্ঞান হয়নি, এইমাত্র দেখে আসছি—সবাই প্রাণপণে সেবা করছে কিন্তু কবরেজ মশায়ের মুখ শুকিয়ে গেছে—বাবাও গম্ হয়ে বসে আছেন।"

"আর আমাকে তোরা ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছিস?"

বলিয়াই—পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াই টলিতে টলিতে অধীর ভাবে অগ্রসর হইল। গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া বাধাদিবার উপক্রম করিতেই ইন্দু গর্জ্জিয়া উঠিল—

"ফের?—সব সরে যাও।"

বলিয়াই জোরে তাহার হাত ঠেলিয়া দিয়া স্খলিত পদে চঞ্চলভাবে ছুটিল।

"ধরে চল—ধরে চল—ছুটোনা মাথা খাও"

বলিতে বলিতে চন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। পিছনে পিছনে আর সকলে ত্রাস্ত পদে আসিতে লাগিল, ইন্দুর মাথার কাপড় খসিয়া গিয়াছিল আঁচলখানি মাটীতে লুটাইতেছিল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। মুখমণ্ডল হইতে একটা অদ্ভুত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাকে ঠিক পাগলিনীর মত দেখাইতেছিল। সেইভাবে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই আকুলভাবে চাহিতে চাহিতে মর্ম্মভেদী স্বরে কহিল—

"মা মা—কই মা?"

সকলে চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল বুক ফাটিয়া চোখে জল ভরিয়া উঠিল, গোকুলানন্দ বালকের মত রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

"এলি মা জগজ্জননী? আয় আয় মা—তোর সন্তানের দশা দেখ?"

ইন্দু মুহূর্ত্তের জন্য শ্বশুরের পানে চাহিয়াই পরক্ষণে একেবারে রুদ্ধ-নিশ্বাসে বেগে গিয়া শাশুড়ীর পায়ের তলায়—ছিন্নমূল বল্লরীর মত লুটাইয়া পড়িল। কবিরাজ মশায় অতিকষ্টে জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন "আর আশা নেই।"

বলিয়া রোগিনীর নাড়ী ছাড়িয়া দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাত্রি দুপরের পূর্ব্বে রোগিনীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার মুখের ভাব বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে স্বামীকে ডাকিয়া পদধূলি মাথায় লইলেন, তার পরে একে একে সকলের পানে ফিরিয়াই একটা কথা কহিয়া বধূকে কাছে ডাকিলেন। ইন্দু পদতল হইতে উঠিয়া শাশুড়ীর মাথার কাছে গিয়া বসিয়া কাঁদিয়া পড়িল গৃহিনী ধীরে ধীরে কহিলেন—

"চল্লুম মা—এসব রইলো তোমার হাতে সমর্পন করে গেলুম। এতদিন ধরে শিক্ষা করে এখন এ ভার নিতে কাতর হ'ওনা।"

তারপর চন্দ্রমুখীকে ডাকিয়া তাহার হাত ইন্দুর হাতের উপর দিয়া কহিলেন—

"চন্দ্রা আমার চেয়েও তোমার প্রিয় ওকেও সঁপে দিয়ে গেলুম।"

সর্ব্বশেষে ননদের হাত লইয়া তাহার উপর ইন্দু ও চন্দ্রার উভয়ের হাত তুলিয়া দিয়া কহিলেন—

"আর আর দিদি—এরা তোমার, এদের গ্রহণ কর—"

বলিতে বলিতে চোখের তারা উর্দ্ধে উঠিল—পরক্ষণেই দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কেবল একটা গগনভেদী রোদনের রোল উঠিয়া শোকসংবাদ দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিয়া গেল।

সমাপ্ত।